ছায়া

(টেনিসনের অনুকরণ)

কলিকাতা ; সাহিত্য-যন্ত্র।

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০৫।

মূল্য দুই টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

মহাকবি টেনিসনের কবিতা পড়িতে বড় ভাল লাগে, তাই অনুকরণ করিবার ইচ্ছা জন্মে। বামনের চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা হয়, "ছায়া" সেই ইচ্ছার ফল। জানি না, "ছায়া" আসলের কত দূর অনুগামিনী হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ "অনিল" ও অন্য দুই একটি কবিতার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া দিয়াছেন ; তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি

কলিকাতা ;
৩রা কার্ত্তিক। ১৩০৫ সাল। } গ্রন্থকর্ত্রী।

ভক্তি-উপহার।

ন-দাদা,

বিলাতী কুসুম বনে বহু করিয়া ভ্রমণ,
যতনেতে করিয়াছি ক'টি কুসুমচয়ন ;
সেই ফুলে এই মালা আমি গাঁথি সযতনে
আনিয়াছি উপহার দিতে তব শ্রীচরণে।
আশৈশব পিতৃহীনা অভাগী বলিয়া মানি ;
পিতার সোহাগ, স্নেহ, নাহি এ ধরাতে জানি
তুমিই আমার দাদা পিতৃসম স্নেহদানে,
প্রথম অঙ্কুরে মোরে পালিয়াছ সযতনে।
অজ্ঞান আঁধার হ'তে তুমি দেব দয়া ক'রে,
পরিত্রাণ করিয়াছ জ্ঞানরশ্মি দিয়া মোরে।
যা কিছু শিখেছি আমি স্বধু তোমারি যতনে,
তাই সাধ দিতে ইহা তোমারই শ্রীচরণে।

তোমার এ যোগ্য নহে, জানিতেছি সুনিশ্চয়,
তবু তুমি ছাড়া অন্যে দিয়া নাহি তৃপ্তি হয়।
কনিষ্ঠ ভগ্নীর তব এই ভক্তি-উপহার,
উপেক্ষা ক'র না এরে, দাদা, মিনতি আমার।
দয়া করে যদি ইহা কর বারেক গ্রহণ
তবুও জানিব মোর হ'ল সফল যতন।
অবশেষে এ মিনতি দাদা! তব শ্রীচরণে,
ভগিনীর প্রগল্‌ভতা ক্ষমা কর নিজ গুণে।

সূচীপত্র।

অনিল	১
বসন্তের রাণী	৯৫
বর্ষারম্ভ	৯৯
বর্ষশেষ	১০৫
বিভাবতী	১১৬
রাণী মানময়ী	১২৮
গিরিধরপুরের রাজা	১৩৩
রমলা	১৪৩
মৃত্যু-সঙ্গীত	১৭৫
কমল-মধুপায়ী	১৭৮
পৃথ্বীরাজের মৃত্যু	২০০
বিদায়	২২৪

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে
শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

ছায়া।

অনিল।

ছিল পূর্ব্বে সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানে
যে সব পাহাড় শ্রেণী, তার মাঝখানে
কোন অংশ ভেঙ্গে গিয়ে গিয়েছিল গর্ত্ত হয়ে ;
সাগরের ফেন আর বালুকার রাশি,
স্রোতেতে পড়িত সেই ফাট-মধ্যে আসি।

ছিল তথা ছোট খাট একটি বন্দর ;
তাহারি নিকটে ছিল বহু বাড়ী ঘর ;—
লাল বরণের ঘর, দেখিবারে মনোহর।
কিছু উচ্চে বর্ত্ম পার্শ্বে ভগ্ন দেবাগার
ঊর্দ্ধ পানে তুলিয়াছে চূড়া আপনার।

ময়দার কল এক ছিল সেইখানে ;
সমুচ্চ পাহাড় ছিল তার সন্নিধানে ;
ডেন্‌সদের কবরেতে পূর্ণ ছিল পাহাড়েতে
বাদামবিটপিব্রজ পর্ব্বত উপর,
শ্যামল দুকূলে যেন ঢাকা গিরিবর।

শরতে প্রকৃতি যবে উঠিতেন হাসি,
পাকিত বাদামগাছে ফল রাশি রাশি;
গ্রাম গ্রামান্তর হ'তে, নানাবিধ ডালা হাতে,
বহু নরনারী ফল পাড়িবার তরে
দলে দলে আসিত সে পাহাড় উপরে।

বহুদিন পূর্ব্বে, এই সাগরের বেলা'পরে,
গ্রামের তিনটি শিশু আসিত খেলার তরে!
নলিনী আসিত সেথা, শিরীষকোমল দেহ,
তেমন সুন্দরী গ্রামে ছিলনাক আর কেহ।
মিহির আসিত তথা খেলিতে সে বেলা'পর,
কলের কর্ত্তার সেই একমাত্র বংশধর।
নাবিক-তনয় সেথা অনিল আসিত আর,
ঝটিকায় সিন্ধুগর্ভে মরিল জনক তার।

সেই সমুদ্রের তীরে ছিল বহু ভগ্ন তরী,—
তাহাদের পুরাতন লোহা, প্রেক, কাঠ, দড়ি,
জাহাজের কাছি, জাল আছিল পড়িয়া সেথা,
পুরাণ নঙ্গর আর ছিল পড়ি হেথা হোথা।
এই সকলের মাঝে তিন জনে নিতি নিতি,
খেলিত কতই খেলা নব নব সুখে মাতি।

গড়িত কতই ঘর সমুদ্রের বালু লয়ে,
ভাঙ্গিয়া পড়িত, পুনঃ গড়িত উৎসুক হয়ে।
দেখিত কখন চেয়ে সমুদ্রের ঢেউ এসে,
পড়িত বাড়ীর পর, বাড়ী সব যেত ভেসে।
ঢেউ আসিতেছে দেখে তাড়াতাড়ি তিন জন,
করিত তখনি সেই বেলা ছেড়ে পলায়ন ;
রেখে যেত পদচিহ্ন সাগর-সৈকত 'পরে,
তরঙ্গে তরঙ্গে তাহা ধুয়ে যেত ক্ষণপরে।

পাহাড়ের গায়ে ছিল এক ক্ষুদ্র যে গহ্বর
কর্ত্তা গিন্নি সেজে তথা পেতেছিল খেলাঘর।
পালা-ক্রমে প্রতিদিন জনে জনে কর্ত্তা হ'ত,
নলিনী সে প্রতিদিন গৃহিণী হইয়া র'ত।
অনিল বলিষ্ঠ ছিল, বলিত সে জোর করে,—
"নলিনী আমার ভার্য্যা, আমিই কর্ত্তা এ ঘরে।"
রহিত সপ্তাহ কাল এইরূপে কর্ত্তা হয়ে ;
মিহির বলিত, "কেন ? কর্ত্তা হইব উভয়ে,
নিয়মিত পালাক্রমে"—এইরূপে উভয়েতে
বাধিত বিবাদ ঘোর ; অনিলই এ বিবাদেতে
জিতিত, মিহির ছিল অতি নিরীহ বেচারী ;
মিহির বলিত স্থধু, "আমি ঘৃণা করি ভারি

তোমারে অনিল।” আর নীলোৎপল-আঁখিদ্বয়
দুঃখে ও ঘৃণায় তার হয়ে যেত জলময়।
তাহার ক্রন্দন হেরি ক্ষুদ্র গৃহিণীর তার
সকরুণ আঁখি দুটি হয়ে যেত জলভার।
বলিত করুণ স্বরে, “বলি বিনয়-বচন,
বিবাদ ক’র না দোঁহে মোর তরে অকারণ;
গৃহিণী হইব আমি তোমাদের উভয়ের।
এইরূপে মিটাত সে ঘোর দ্বন্দ্ব দুজনের।

ক্রমে ক্রমে জীবনের প্রাতঃকাল হ’ল গত;
যৌবন-মধ্যাহ্নে শেষে দোঁহে হ’ল উপনীত।
তখন সে দুই জনে বুঝিল আপন মন,
এক বালিকার প্রেমে শেষে পড়িল দু’জন।
অনিল সে ভালবাসা মুখে করিত প্রচার,
মিহিরের ভালবাসা মনেতেই ছিল তার।
প্রকাশ করিত মুখে অনিলের ভালবাসা,
মিহির সে মনে মনে পুরে রেখেছিল আশা।
নলিনীর ভালবাসা ছিল অনিলের প্রতি;
মিহির-উপরে ছিল স্নধু স্নেহভাব অতি।
বালিকা সে পারিত না বুঝিতে আপন মন,
কার্য্যেতে প্রকাশ ইহা পাওয়া যেত অনুক্ষণ।

অবশেষে অনিল সে করিল মনন,
যথাসাধ্য টাকা কিছু করিব সঞ্চয়!
ভবন করিব এক নলিনী কারণ,
করিব তরণী এক ভাল দেখে ক্রয়।

মনের বাসনা হল কার্য্যে পরিণত,
ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন অনিলের প্রতি;
ধীবর-ব্যবসা হতে হইল উন্নত,
অতি শীঘ্র হ'ল তার ভাগ্যের উন্নতি।

সে দেশের নিকটেতে জেলে ছিল যত,
সাহসী সৌভাগ্যশালী সুচতুর অতি,
বিপদেতে সাবধান, পরহিতে রত,
ছিল না কেহই, ছিল অনিল যেমতি।

বৎসরেক কাল এক বাণিজ্য-জাহাজে
করেছিল কাজ তাতে, অতি সুনিপুণ
নাবিক হইয়াছিল প্রতিবেশী-মাঝে,
সুখ্যাতি হইল অতি দেখে তার গুণ।

হইল বয়স যবে একুশ বৎসর,
নিজের তরণী এক কিনিল তখন,

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিতে সুন্দর ;
ভবন নির্ম্মিল এক নলিনী কারণ।

এইরূপে কিছুদিন হয়ে গেল গত,
সুন্দর শরৎ ঋতু উদিল ধরায় ;
বালক বালিকা ছিল ছোট বড় যত
শরতের একদিন বৈকাল বেলায়,

আমোদের তরে সবে বাদাম পাড়িতে
সবে মিলে এক হয়ে করিল গমন,
ব্যাগ, পেতে, থলে, ডালা আদি লয়ে হাতে
পর্ব্বত উপরে সবে করিল গমন।

মিহিরের পিতা ছিল পীড়িত তখন,
দলের সহিত তাই পারেনি মিশিতে ;
মিহির সবার শেষে করিল গমন,
এক ঘণ্টা দেরি তার হইল যাইতে।

মিহির যখন গিয়া পৌঁছিল তথায়,
ধীরে ধীরে উঠিল সে পাহাড়ের গায়ে ;
পল্লব-বেষ্টিত সেই পর্ব্বতের গায়,
দেখিল অনিল আর নলিনী, উভয়ে !

বসিয়া রয়েছে নব-দম্পতী মতন
হাত-ধরাধরি করি উভয়েতে সুখে,
আনন্দ ধরে না হৃদে, উজল নয়ন,
আনন্দ ফুটিয়া যেন বাহিরিছে মুখে।

দম্পতীর মুখে চক্ষে মিহির তখন
আপন অদৃষ্টলিপি দেখিতে পাইল;
অবশেষে উভে যবে করিল চুম্বন—
মনঃ-কষ্টে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

আহত হরিণী মত যাতনা পাইয়া
ধীরে ধীরে তথা হতে সরিয়া পড়িল,
গুহার বাহিরে আসি বন মাঝে গিয়া,
লুকাইয়ে এক পার্শ্বে দাঁড়ায়ে রহিল।

সঙ্গীরা সকলে ছিল আমোদেতে রত;
কেহ জানিল না তার হৃদয়বেদন,
বাড়ীতে চলিল, চিরজীবনের মত,
প্রেমতৃষ্ণা হৃদয়েতে করিয়া বহন।

কিছু দিন পরে শুভ লগনেতে
অনিল নলিনী পরিণীত হ'ল;

ধনে, মানে, আর সুস্থ শরীরেতে,
সাতটি বৎসর সুখেতে কাটিল।

ছিল উভয়ের অতি ভালবাসা;
ক্রমেতে সন্তান হ'ল দুই তিন,
উভয়ের তবে পূর্ণ হ'ল আশা,
রহিল এরূপ সুখে কিছু দিন।

প্রথম সন্ততি হইবার পরে
শুভ ইচ্ছা এক হৃদয়ে উদয়;
নিত্য নিত্য যাহা উপার্জ্জন করে,
তাহা হতে কিছু করিতে সঞ্চয়।

তাহারা যে ছিল দরিদ্রসন্তান,
ভালরূপ শিক্ষা হয়নি তাদের;
সেই হেতু দোঁহে করিল মনন,
উপযুক্ত শিক্ষা দিবে সন্তানের।

আর এক পুত্র দুই বর্ষ পরে,
হ'ল নলিনীর। অনিল যখন
তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র-উপরে,
অথবা কোথাও করিত গমন,

একাকিনী বসি নলিনী তখন
নিরজন গেহে সময় যাপিত—
সন্তানাদি সহ; ঈশ্বর-অর্চ্চন—
ছেলে মেয়ে লয়ে, ভুলিয়া থাকিত।

অনিল আপন গ্রামের ভিতরে
সম্ভ্রান্ত ধীবর হইয়া উঠিল।
ছিল পরিচিত সুধু যে বাজারে—
তা নয়; তাহারে সবাই চিনিল।

শ্বেত-বরণের অশ্বটি তাহার—
পরিপূর্ণ পেতে সামুদ্রিক মাছে,—
তাপে দগ্ধ মুখ, হিমানী-পীড়িত—
বিদিত হইল সকলের কাছে।

ছিল পাহাড়ের পশ্চাৎভাগেতে
সম্ভ্রান্ত বংশের এক জমিদার,
সেথাও অনিল পরিচিত ছিল,
যোগাইত মাছ প্রতি শুক্রবার। *

---

* রোম্যান ক্যাথলিকগণ শুক্রবারে মাংস আহার করেন না, কেবল মৎস্য আহার করেন।

এইরূপে তবে কতই আমোদে
কাটাইল কিছুদিন;
কিন্তু চিরদিন সমানে না যায়,
মানব যে ভাগ্যাধীন।
সুখ দুঃখ আসে এই যে জগতে,
প্রকৃতি-নিয়ম মত।
তাহাদের হায়! সুখ সৌভাগ্যের
সূর্য্য হ'ল অস্তগত।

গ্রামের উত্তরে পাঁচ ক্রোশ দূরে
আছিল বন্দর আর;
বড় সে বন্দর বহিছে সেথায়,
বাণিজ্যের শতধার।
অনিলকে তথা কার্য্য-উপলক্ষে
মাঝে মাঝে হ'ত যেতে,
যাবার সময় যাইত অনিল
স্থল কিম্বা জল-পথে।
দৈবে একদিন এইরূপে গিয়ে
উঠিতে মাস্তুল'পর;
অকস্মাৎ হায়! পদ পিছলিয়ে
পড়ি গেল ভূমি'পর।

লোকজন আসি ধরাধরি করি
তুলিল যখন তায়,
দেখে অভাগার দেহে এক অঙ্গ
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে হায়!
লয়ে গেল তারে ডাক্তারখানায়—
ভাল হইবার তরে।

নলিনী এ দিকে প্রসবিল এক
দুর্ব্বল সন্তান ঘরে।
বিপদ উপর হইল বিপদ
অন্য এক জন আসি
কার্য্য নিল তার; পুত্র পরিবার
রহিল যে উপবাসী।
যদিও অনিল শান্ত ও সাহসী
ঈশ্বরের ভক্ত অতি
তথাপি এখন এ হেন বিপদে
হইল ব্যাকুল-মতি।
শয্যায় পড়িয়া ভাবিত সতত
নিশীথ-স্বপন প্রায়
পুত্র কন্যা তার অনাহারে থাকি
বুঝি প্রাণে মারা যায়!

প্রাণের অধিক প্রিয়তমা তার
ভিখারিণী হয়ে আছে;
এ সব স্মরিয়া অন্তর কাঁদিল;
বিনয়ে ঈশ্বর কাছে
নিবেদিল, "মোর পুত্র পরিবার
রক্ষ তুমি অন্তর্যামী!
যা কষ্ট দিবার আমারেই দিও,
নতশিরে লব আমি।"

সেথা কোন জাহাজের কর্ত্তা একজন,
(অনিল সে জাহাজেতে ছিল কিছুদিন—
তাহার দুঃখের কথা করিয়া শ্রবণ
আসিলেন দেখিবারে তারে একদিন।

করেছিল কাজ তথা, কর্ত্তা সে কারণ
করিতেন সদা তার কাজের সুখ্যাতি;
জানিতেন অনিলেরে অতি কার্য্যক্ষম;
সেই হেতু তারে ভালবাসিতেন অতি।

বলিলেন অনিলেরে তরণী তাঁহার
চীন দেশে যাইবেক বাণিজ্য কারণ;

একটি লোকের তাঁর হতেছে অভাব,—
অনিল কি সেই কার্য্য করিবে গ্রহণ ?
এখনো বিলম্ব আছে তরণী ছাড়িতে
দু' তিন সপ্তাহকাল, ইতিমধ্যে তার
সারিয়া যাইবে অঙ্গ ; পারিবে যাইতে
অনায়াসে, ইহাতে কি ইচ্ছা আছে তার ?"
অনিল শুনিয়া তাহা স্বীকৃত হইল—
সে জাহাজে যাইবারে আনন্দিত অতি,
জগদীশে শতবার ধন্যবাদ দিল,
অশেষ করুণা তাঁর দীনহীন প্রতি।

বিপদে চিন্তায়, হায়, হৃদি অভাগার
মেঘাবৃত রবি মত ছিল অন্ধকার ;
এবে চিন্তা দূর হয়ে আলোক ফুটিল ;
প্রশমিত হ'ল তবে হৃদয়ের ভার।
আর এক চিন্তা মনে হইল উদয়—
নিজে ত সুদূর চীনে করিছে গমন,
কিন্তু তার সেই দীর্ঘ প্রবাসসময়
কি করিবে ভার্য্যা আর পুত্রকন্যাগণ ?
ক্ষণপরে নিজ মনে শুইয়া শয্যায়—
কত ভাঙ্গি গড়ি, শেষে করিল কল্পনা,

নিজের যে নৌকাখানি করিবে বিক্রয় ;
কিন্তু সে সুন্দর নৌকা নাহিক তুলনা !
কত ভালবাসে তারে, সমুদ্র উপর
কত বার রক্ষা তারে করেছে তরণী ;
অশ্বারোহী কাছে যথা অশ্বের আদর—
সেইরূপ আদরের তার নৌকাখানি।
তথাপি হইবে তারে করিতে বিক্রয় ;
বিক্রয়ের টাকা দিয়ে, নলিনী কারণ
নানাবিধ পণ্যদ্রব্য করে দিবে ক্রয়,
ঘরে বসে একটি সে খুলিবে আপণ।
তাহা হ'লে নলিনীর নিকট হইতে
জাহাজের লোকগণ ল'বে দ্রব্য কিনি' ;
এইরূপে অনিলের প্রবাসকালেতে
সংসার চালাতে তবে পারিবে নলিনী।
নিজেও কি পারিবে না ব্যবস্থা করিতে ?
যেতেছে বিদেশে, নহে সুধু একবার,
অনা'সে দু'তিনবার পারিবে যাইতে ;
ইচ্ছা হ'লে যেতে সেথা পারে বহুবার।
ধনলাভ করি শেষে ফিরিবে যখন,
সুবৃহৎ তরী এক আপনি কিনিবে,
আরো বেশী লাভবান হইয়া তখন—

তখন সুখেতে তার জীবন কাটিবে।
প্রাণের অধিক প্রিয় পুত্রকন্যাগণে
উপযুক্ত শিক্ষাদানে হইবে সক্ষম,
স্নেহের সন্তান আর প্রিয়তমা সনে
সুখ ও শান্তিতে কাল করিবে যাপন।

অনিল মনেতে— এইরূপ তবে—
সঙ্কল্প করিয়া স্থির,
ধীরে ধীরে গেহে যাইতে লাগিল।
গিয়া দেখে নলিনীর—
পাণ্ডুবর্ণ মুখ, নবজাত তার
পীড়িত শিশুরে লয়ে,
পিয়াইছে দুধ গৃহকোণে বসি।
তাহাকে দেখিতে পেয়ে
হ'ল অগ্রসর, আনন্দে তখন
করি অশ্রুবরিষণ—
করে তার পর দুর্ব্বল শিশুরে
স্বামি-ক্রোড়ে সমর্পণ।
অনিল সস্নেহে কোলেতে লইয়া
নেহারিল মুখ তার,

প্রতি অঙ্গ তার দেখে ভাল করে,
দেখে শরীরের ভার।
তবুও সে দিন সঙ্কল্প তাহার
বলিল না নলিনীরে।
পরদিন প্রাতে সে সকল কথা
বলিল তাহারে ধীরে।

এ অবধি অনিলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে
কখনো নলিনী কিছু বলে নাই তারে;
আজ কিন্তু না বলিয়া পারিল না আর,
যাইতে বারণ তারে করে বারে বার।
না করিয়া কোনরূপ ঝগড়া বিবাদ,
কাকুতি মিনতি করি লাগিল বলিতে!
অনিল না শুনি তাহা করে প্রতিবাদ,
নলিনী তখন কত লাগিল কাঁদিতে।

তাহার মনেতে বড় হয়েছিল ভয়,
বিপদ নিকটে বলি হতেছিল মনে;
সেই হেতু অত করি ক'রে অনুনয়
বলিতে লাগিল কত বিনয়বচনে।

বলে, "শুন প্রাণাধিক! কি বলিব আর,
একটুও ভালবাসা আমাদের প্রতি
থাকে যদি, তবে নাথ! বলি বার বার,
যেও না সে দেশে কভু, এ মোর মিনতি।

আমার মনেতে বড় হইতেছে ভয়,
হয় ত পাব না আর তোমারে দেখিতে!
দুঃখ নাই অনাহারে যদি প্রাণ যায়,
তথাপি তোমারে কভু দিব না যাইতে।"

দুই হাতে আলিঙ্গিয়া সাদর চুম্বনে
দিন রাত এক বাক্য—'যেওনা যেওনা',
অনিল প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করেছিল মনে,
কোন মতে এ মিনতি তাই শুনিল না।

অনিল ভাবে না কিছু নিজের কারণ,
ভাবনা তাহার ভার্য্যা পুত্র কন্যা তরে,
তাই উপেক্ষিল প্রিয়ার এ বিনয়বচন,
বিষম যাতনা কিন্তু হতেছে অন্তরে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাওয়া স্থির হয়ে গেল;
অনিল বিক্রয় করি সেই নৌকাখানি,

নানাবিধ পণ্যদ্রব্য কিনিয়া আনিল,
সে সকল গুছাইতে লাগিল আপনি।

সে সব জিনিসপত্র রাখিবার তরে,
আল্মারী দেরাজ যত সাজাতে লাগিল;
পথিপার্শ্বে ক্ষুদ্র সেই বসিবার ঘর
দোকান ঘরের জন্য নির্দ্ধারিত হ'ল।

করাত কুঠার আদি নানা অস্ত্র লয়ে
অনেক কাজেতে ব্যস্ত রহিল সতত,
বিদায়ের শেষদিন অবধি এরূপে
অনিল করিতে কাজ লাগিল নিয়ত।

অনিল করিছে কাজ, শবদ তাহার
হইতেছে ঠুকঠাক; নলিনী ভাবিছে
তাহার মস্তকে যেন পড়িছে কুঠার,
তাহারি মরণসজ্জা প্রস্তুত হ'তেছে।

এইরূপ পরিশ্রম করি অহরহ,
ক্ষুদ্র সেই গৃহখানি নিপুণতাসহ

সাজাইল চমৎকার। যেখানে যা’ ধরে,
সাজায়ে রাখিল সব দ্রব্য থরে থরে;

প্রকৃতি-নিয়মে যথা কোরক ভিতর
থাকে ফুলদল হয়ে সজ্জিত সুন্দর,
বীজমধ্যে গুপ্ত যথা মহা বৃক্ষ থাকে,
সেইরূপে নানাবিধ দ্রব্যে থাকে থাকে
সাজাইল তার সেই ক্ষুদ্র গৃহখানি।
প্রাণের অধিক প্রিয় তার যে নলিনী—
তার কার্য্যে অনিল কি শ্রান্ত কভু হয়?
এইরূপে কার্য্য শেষ করি সমুদয়—
দ্বিতল গৃহেতে গেল করিতে শয়ন;
গভীর নিদ্রায় নিশা করিল যাপন।

বিদায়ের দিন প্রাতে উঠিল যখন
অনিল, বিষাদশূন্য তাহার আনন,
উৎসাহেতে পূর্ণ ছিল তাহার হৃদয়;
যে কারণে নলিনীর হতেছিল ভয়,
হাস্যকর বলি তাহা উড়াইয়া দিল;
শুধু নলিনী ব্যথিত বলি ব্যথিত হইল।
স্বভাবতঃ ছিল সেই ধর্ম্মভীরু অতি—

ভক্তিভরে নতশিরে করিল প্রণতি
পরমেশে, করযোড়ে করিল প্রার্থনা—
যেন ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা কভু বিপদে পড়ে না ;
যা কষ্ট দিবার প্রভো! তা দিবে আমাকে,
ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা, যেন কুশলেতে থাকে।
সম্বোধিয়া নলিনীরে বলিল তখন,—
"নলিনী আমার এই সমুদ্র-ভ্রমণ
ঈশ্বর-কৃপায় হ'ল, জানিও কেবল ;
ইহা হ'তে অবশ্যই ফলিবে সুফল।
গৃহখানি সাজাইয়া রেখ ভাল ক'রে,
প্রাণাধিকে! ভাবিও না তুমি মোর তরে.
ফিরিয়া আসিব আমি শীঘ্রই আবার।"
তার পর শুয়েছিল যেখানে তাহার
পীড়িত সুন্দর শিশু, তার কাছে গেল,
দোলনা দোলায়ে ধীরে বলিতে লাগিল,
"একে ক্ষুদ্র শিশু, তাতে পীড়িত সদাই,
সব চেয়ে বেশী এরে ভালবাসি তাই ;
কাতরে প্রার্থনা করি,—ইহার উপর
ঈশ্বরের দয়া যেন থাকে নিরন্তর।
আসিব বিদেশ হইতে ফিরে যবে ঘরে.
বসাইয়া এরে মোর জানুর উপরে,

শুনাব ইহারে কত গল্প বিমোহন
শুনিয়া প্রফুল্ল হবে বালকের মন।
যাবার সময়, প্রিয় নলিনী আমার!
ম্লানমুখী হইও না, হাস একবার;
হাসিমুখ দেখে তব হইব বিদায়;
ভয় কি? আসিব শীঘ্র ফিরে পুনরায়।"

অনিলের এইরূপ আশার বচন
ক্রমাগত শুনে শুনে, নলিনীর মন
ফিরিল একটু যেন, তখন তাহার
মনেও একটু হ'ল আশার সঞ্চার!
কিন্তু অনিল বাক্যের স্রোত অন্য দিকে তবে
ফিরাইল (যাহা স্বধু নাবিকে সম্ভবে)
ঈশ্বরে বিশ্বাস আর তাঁর প্রতি ভয়,
তাঁহাকে ভকতি, আর স্বর্গের বিষয়,
এইরূপ নানা কথা বলিতে লাগিল;
নলিনী কিছুই তার শুনে না শুনিল।
গ্রামের যুবতী যথা জল আনিবারে
কলসী লইয়া যায় ঝরণার ধারে,
ঝরণার মুখে রাখি কলসী পাতিয়া
সরে' এসে অন্য দিকে বিরলে বসিয়া

প্রবাসী প্রেমিক-কথা ভাবে মনে মনে,
কলসীতে জল-পড়া শুনেও না শুনে,—
সেরূপ নলিনী তার স্বামীর বচন
শুনেও, ছিল না তাতে একটুকু মন।

অবশেষে বলিল সে,—"নাথ, তুমি জ্ঞানী,
বুদ্ধিমান, বিবেচক, সব আমি জানি;
তথাপিও জানিতেছি আমি সুনিশ্চয়—
ও মুখ দেখিতে নাহি পাব পুনরায়।
সহাস্যে অনিল তবে বলিল তখন,
"আমি কিন্তু দেখিব লো তোমার আনন!"
নলিনী! যাইব আমি যেই তরণীতে,
যাত্রাদিনে সে তরণী যাবে এই পথে;
দূরবীন কোথা হ'তে চাহিয়া আনিও,
তাই দিয়া সিন্ধু পানে চাহিয়া দেখিও।
দূর হ'তে মোরে তুমি দেখিবে যখন,
বৃথা ভয় করেছিলে বুঝিবে তখন।"

শেষ দিনে, সেই শেষ বিদায়সময়,
অনিল নলিনী প্রতি সাদরেতে কয়,
"প্রিয়তমে! প্রাণধিকে! নলিনী আমার,

যাবার সময় মুখ করিও না ভার ;
ছেলেদের যত্ন করো, সুদূরে যখন
সুদীর্ঘ প্রবাস আমি করিব যাপন,
ভাল করে দেখো তুমি সকল বিষয়,
পরিচ্ছন্ন রেখো ঘর দ্বার সমুদয়।
ভাবিও না মোর তরে, যদি ভয় হয়,
ঈশ্বরের কাছে তবে লইও আশ্রয়।
সুদৃঢ় বন্ধন হেন আর কিছু নাই;
বিপন্ন জনের কাছে থাকেন সদাই।
এই যে যেতেছি আমি সুদূর পূরবে,
সেখানে করুণা তাঁর মোর সাথে রবে;
যদি আমি পলাইয়া যাই কোন মতে,
ভাব কি পালাতে পারি তাঁর কাছ হ'তে ?
সমুদ্র তাঁহারি জেনো, সমুদ্র তাঁহার,
তাঁহারি রচিত এই জলধিবিস্তার।"
তার পর বাহুপাশে করিয়া বন্ধন
আলিঙ্গিল শোকাকুলা পত্নীরে তখন।
শিশুরা এ সব দেখি আশ্চর্য্য হইল ;
অনিল তাদের স্নেহে চুম্বন করিল।
পীড়িত শিশুটি ছিল নিদ্রিত দোলাতে,
জ্বর ঘোরে সারা রাত পারেনি ঘুমাতে ;

নলিনী চাহিল তার ঘুম ভাঙ্গাবারে,
অনিল নিষেধ করি কহিল তাহারে,
"উঠায়ো না ওরে, শিশু ঘুমাক শয়নে ;
এ সব উহার কভু থাকিবে কি মনে ?"
এত বলি কাছে গেল চুম্বন করিতে ;
নলিনী তখন তার মস্তক হইতে
এক গোছা চুল কাটি তার হাতে দিল,
অনিল সযত্নে তাহা গ্রহণ করিল।
অনিল সে কেশগুচ্ছ করিয়া যতন
নিকটেতে রেখেছিল সমস্ত জীবন।
তার পর, লয়ে তার সামগ্রী সকল,
গন্তব্য স্থানেতে গেল, হৃদয় চঞ্চল।
নিরূপিত দিন সেই আসিল যখন,—
যেদিন এ দিকে তরী করিবে গমন,
সেদিন নলিনী এক দূরবীণ ল'য়ে—
রহিল সাগর পানে একদৃষ্টে চেয়ে।
কিন্তু হায়! পেলে না সে কিছুই দেখিতে,
হয় ত সে দূরবীণ পারেনি ধরিতে ;
কেঁপেছিল হাত তার, কিম্বা আঁখি-তার
অশ্রুপূর্ণ হ'য়েছিল, আর অন্ধকার।
অনিল দাঁড়ায়ে সেই তরীর ডেকেতে,

রুমাল নাড়িল, তাও পেলে না দেখিতে।
ধীরে ধীরে গেল তরী গ্রাম ছাড়াইয়া।
চক্রবাল নিম্নে যেন গেল মিশাইয়া।
সিন্ধুবক্ষে তরী ক্রমে যায় মিশাইয়া,
নলিনী কাঁদিয়া ঘরে আসিল ফিরিয়া;
অনিলের বিরহেতে কাঁদিল বিস্তর
নলিনী, যেমন লোকে মরণের পর
কাঁদে, তীব্র শোকবেগে। তথাপি নলিনী
অনিলের ইচ্ছা মত ক্ষুদ্র ঘরখানি—
গুছাইল ভাল ক'রে। আর বলেছিল
যে সব, নলিনী তাহা সকলি করিল।
যদিও দুঃখেতে তার বিদরে হৃদয়,
স্বামীর অনুজ্ঞা বলি করে সমুদয়।
এ দিকের কাজ যাহা সকলি হইল;
ব্যবসায়ে অবনতি হইতে লাগিল।
জানিত না কেনা বেচা কিছুই করিতে,
অনৃত কহিতে কিংবা লোক ঠকাইতে।
জিনিস কিনিতে এলে যে যাহা বলিত,
বেশী কিছু না চাহিয়া তাহাতেই দিত।
ভবিষ্যৎ ভাবি তার হ'ত মনে মনে,
কি বলিবে ফিরে এসে অনিল ভবনে?

মাঝে মাঝে বিপদেতে পড়িত যখন,
অল্প দামে দ্রব্য সব বেচিত তখন।
যে দামে জিনিস সব করেছিল ক্রয়,
তাহার অনেক অল্পে করিল বিক্রয়।
ব্যবসাতে অবনতি হইতে লাগিল,
নলিনী তাহাতে বড় ব্যথিতা হইল।

প্রতিদিন অনিলের সংবাদের তরে
পথ পানে চেয়ে হায়! থাকে আশা করে,
কিন্তু এক দিনও তার আশা না পুরিল,
না পেয়ে সংবাদ, বড় ভাবিত হইল।
এ দিকে যা কিছু তার সঞ্চয় আছিল,
একে একে তাহাও নিঃশেষ হইল।
কষ্টে স্বষ্টে অল্প স্বল্প যাহা কিছু পায়,
ছেলে মেয়ে লয়ে তাতে জীবন কাটায়।
এ সব দুঃখের কথা বলিবে কাহাকে?
মনের বেদনা তার মনেতেই থাকে।

তৃতীয় পুত্রের তার, জন্মাবধি পীড়া যার
ক্রমে পীড়া লাগিল বাড়িতে;
নলিনী কাজের তরে, থাকিতে পেত না ঘরে

বাহিরেতে হইত যাইতে।
তবু গৃহে যতক্ষণ— থাকিত সে ততক্ষণ
সাধ্য মতে শুশ্রূষা করিত,
হয় ত শিশুর তাতে, হইত না ভাল মতে—
সেবা, কিছু অভাব হইত,
হয় ত চাহিত যাহা শিশু পাইত না তাহা,
ভালরূপ পেত না আহার,
হয় ত টাকার তরে, তাহারে সে ভাল করে,
পারিল না দেখাতে ডাক্তার;
যাই হ'ক এ প্রকার ক্রমশঃই পীড়া তার,
দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল,
বহু দিন ভুগে ভুগে মাকে ভাসাইয়া শোকে
ক্ষুদ্র শিশু স্বর্গে পলাইল;
যথা পিঞ্জরের পাখী, গৃহস্থকে দিয়া ফাঁকি,
অকস্মাৎ পলাইয়া যায়—
সেইরূপ এক দিন, ক্ষুদ্র সে শিশুর প্রাণ
অকস্মাৎ চলি গেল হায়।
অভাগিনী নিজে তার পুত্রের করি সৎকার
ধীরে ধীরে গৃহেতে ফিরিল;
একে বালা স্বামী-হারা, তাহে পুত্রশোকাতুরা
একাকিনী কতই কাঁদিল।

অনিল যদবধি নলিনীকে ছাড়িয়া
ভাসায়ে সাগরেতে তরী, গেছে চলিয়া,
মিহির তদবধি নলিনীরে দেখিতে,
আসেনি এক দিন(ও)। এখনও মনেতে
তাহারে ভালবাসে, তার ভাল কামনা
সতত করে, সুখে থাকে, এই বাসনা।
শুনিয়া তার এই বিপদের কাহিনী,
পাইল হৃদয়েতে ব্যথা বড় আপনি।
সংবাদ এত দিন লয় নাই বলিয়া
গেল সে দুখে বড় মরমেতে মরিয়া;
বেদনা সুদারুণ হৃদয়েতে বাজিল,
আপনি তার পর নিজে নিজে বলিল,—
"অবশ্য এবে আমি তার কাছে যাইব
যেটুকু পারি আমি তারে সুখী করিব।"
এরূপ বলি তবে নলিনীরে দেখিতে
মিহির চলি গেল, নলিনীর বাড়ীতে।
ধীরে সে বাহিরের ঘরে গিয়ে উঠিল,
নাহিক কেহ তথা, কারে নাহি দেখিল;
কাহারে নাহি দেখি দ্বারপাশে দাঁড়াল;
ভিতরে যাবে কিনা ক্ষণকাল ভাবিল।
শব্দ তিন বার দুয়ারে সে করিল,

তথাপি কোন রূপ সাড়া নাহি পাইল।
তখন গৃহ মাঝে ঢুকিল সে আপনি,
দেখিল গৃহকোণে ম্লান মুখে নলিনী
রয়েছে বসে, তার হৃদয়েতে যাতনা,
বিবশা শোকে তার, কাঁদে ভুলি আপনা;
মানস ছিল নাক কাহারেও দেখিতে,
ফিরায়ে মুখ তার লাগিল সে কাঁদিতে।

মিহির তখন তার কাছে দাঁড়াইয়া
বলিতে লাগিল, ধীরে তারে সম্বোধিয়া—
"নলিনী! এসেছি আমি সমীপে তোমার,
আছে এক অনুগ্রহ-প্রার্থনা আমার।"
নলিনী এ কথা শুনি ফিরাল বদন,
দুঃখের সহিত তবে বলিল তখন,—
"কেহ নাই মোর মত অভাগী দুঃখিনী,
আমার নিকটে কিবা ভিক্ষা চাহ তুমি!"
মিহির লজ্জিত হ'ল এ কথা শুনিয়া
তথাপি বসিল তার নিকটেতে গিয়া—
এক দিকে লজ্জা, অন্য দিকে স্নেহ আর,
বলি কি না বলি তাই ভাবে একবার।
নিকটে বসিয়া তবে অতি ধীরে ধীরে,

বলিল তখন সম্বোধিয়া নলিনীরে,—
"বাসনা যা ছিল তব স্বামীর মনেতে
এসেছি তোমারে আমি সে কথা বলিতে;
বরাবর বলিতেছি আমি, তুমি জান,
নলিনী, করেছ তুমি আত্মসমর্পণ
আমাদের উভয়ের মাঝে যেই জন
উপযুক্ত, তার হাতে। অনিল কেমন
কার্য্যেতে তৎপর আর বলিষ্ঠ সাহসী,
কোন কার্য্য করিবারে মনে অভিলাষী
হইলে, সে ইচ্ছা করে কার্য্যে পরিণত।
তোমাদের একাকিনী ফেলিয়া, জান ত,
গেছে সে কি জন্য সেই ভয়াবহ স্থানে?
যায়নি, যায়নি তথা আমোদ কারণে,—
দেখিতে পৃথিবীশোভা গেছে সেই জন
মনোবাঞ্ছা করিবারে কার্য্যে সম্পাদন।
সন্তানগুলিকে তার তোমাদের চেয়ে
ভাল রূপ শিক্ষা দিবে, তাহার হৃদয়ে
ইহাই বাসনা বড়; ইহার কারণে,
গিয়াছে অনিল সেই ভয়াবহ স্থানে;
দেশেতে ফিরিয়া পুনঃ আসিবে যখন
দেখিবে তাহার প্রিয় পুত্রকন্যাগণ

ভ্রমণ করিছে বন্য অশ্বশিশু মত,
দেখিয়া বিরক্ত তাহা হইবে সে কত;
জীবনের বহুমূল্য শৈশবসময়
দেখিবে তাদের বৃথা হইয়াছে ক্ষয়,
এ সব দেখিয়া চক্ষে তাহার তখন
ভাব দেখি মনে কষ্ট হইবে কেমন?
দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি জীবিত না থাকে,
তবু বিরক্ত হইবে তার আত্মা পরলোকে।
তাই আমি বলিতেছি, শুন এ সময়,
আমাদের পরিচয় অল্প দিন নয়,
আজীবন হ'তে মোরা আছি পরিচিত,
এখন সাহায্য করা আমার উচিত।
তোমার ছেলের আর স্বামীর তোমার
দিব্য দিয়া বলিতেছি, এ কথা আমার,
নলিনী, শুনিতে হ'বে তোমারে নিশ্চয়।
অনিল ফিরিয়া এলে, ইচ্ছা যদি হয়
তোমার, তা হ'লে যবে অনিল আসিবে,
আমারে সকল ব্যয় ফিরাইয়া দিবে।
নিজে ত সক্ষম আমি, আছয়ে সঙ্গতি,
অতএব তুমি মোরে দাও অনুমতি,
ছেলেদের লয়ে আমি যাই সঙ্গে করে,

কোন এক বিদ্যালয়ে দিই ভর্ত্তি করে।
অনুগ্রহভিক্ষা মোর ইহাই নলিনী,
এই ভিক্ষা তরে হেথা আসিয়াছি আমি।”

মুখ ফিরাইয়া পুনঃ প্রাচীর দিকেতে
বলিল নলিনী, “আমি পারি না চাহিতে
তোমার মুখের দিকে, কি বলিব আর,
হয়েছি হতাশ, বুদ্ধি নাহিক আমার।
গৃহে যবে এসেছিলে দুঃখেতে আমার
হৃদয় ভাঙ্গিয়াছিল ; এখন তোমার
দয়া দেখি আরো মোর ভাঙ্গিল হৃদয়!
অনিল জীবিত কিন্তু আছেন নিশ্চয়,
আমার বিশ্বাস দৃঢ়, তিনি এলে পর,
পরিশোধ করিবেন এ ঋণ তোমার ;
টাকা তিনি করিবেন বটে প্রতিদান,
তোমার দয়ার কিন্তু নাহি প্রতিদান।
মিহির এ কথা শুনি বলিল, “নলিনী!
অনুমতি দাও সবে লয়ে যাই আমি।”
নলিনী শুনিয়া তবে দাঁড়াল উঠিয়া
প্রাচীরের দিকেতেই মুখ ফিরাইয়া,
দয়ার্দ্র মুখের প্রতি মুহূর্ত্তেক তরে,

চাহিল সজলনেত্রে, ক্ষণকাল পরে,
মিহিরের হাত ধরি ধন্যবাদ দিয়া
উঠানের দিকে তবে চলিল উঠিয়া;
ইচ্ছা পূর্ণ মিহিরের, নিশ্চিন্ত হইয়া
ধীরে ধীরে গৃহপানে চলিল ফিরিয়া।

মিহির তাহার পরে, ছেলে মেয়ে সঙ্গে করে,
লয়ে গিয়ে ইস্কুলেতে ভর্ত্তি কোরে দিল;
পুস্তকাদি যাহা চাই, কিনিয়া সে দিল তাই,
আরও যাহা চাই তাহা সকলি কিনিল।
সন্তানের প্রতি যাহা পিতার কর্ত্তব্য, তাহা
মিহির তাদের প্রতি লাগিল করিতে,
আপন সন্তান যেন, মনেতে ভাবিয়া হেন,

অভাব তাদের কিছু দিল না জানিতে।
সদা পরচর্চ্চারত লোক যে সকল—
সে গ্রামের, তাহাদের ভয়েতে কেবল
মনেতেই রেখে দিত মনের বাসনা,
লোকনিন্দাভয়ে তার বাড়ীও যেত না।
তথাপি সে মাঝে মাঝে ছেলেদের দিয়া
বাগানের নানা দ্রব্য দিত পাঠাইয়া।

তরী তরকারী নানা, নানারূপ ফল,
নিজের উদ্যানশোভা গোলাপ সকল,
প্রান্তরে শশককুল করিত ভ্রমণ,
ধরিয়া পাঠায়ে দিত নলিনী কারণ।
পাঠাইত এইরূপ জিনিস সকল ;—
ছিল যে তাহার উচ্চ ময়দার কল,
তাহা হ'তে মাঝে মাঝে ময়দা আসিত,
নলিনীর তরে তাও পাঠাইয়া দিত।
এ সকল পাঠান যে হতেছে তাহারে
দারিদ্র্যের তরে তার, পাছে মনে করে,
সেই জন্য পূর্ব্ব হ'তে রাখিত বলিয়া,
"উত্তম বলিয়া ইহা দিই পাঠাইয়া।"

মিহির সে বুঝিত না নলিনীর মন,
দৈবক্রমে দেখা দোঁহে হইলে কখন
কৃতজ্ঞতা-আবেগেতে হৃদয় পুরিত ;
নলিনীর মুখে নাহি বচন সরিত ;
এ দয়ার প্রতিদানে ধন্যবাদ তরে
কথা না ফুটিত তার কম্পিত অধরে।
তাহার ছেলেরা কিন্তু মিহিরকে জানে
তাহাদের সর্ব্বেসর্ব্বা ; যদি কোনখানে,

পথে যেতে দূর হ'তে দেখিতে পাইত,
অমনি দৌড়িয়া তার নিকটে যাইত ;
ময়দার কলে যেত, আর তার বাড়ী,
করিত তথায় গিয়া কত হুড়াহুড়ী।
তাহারাই কর্ত্তা যেন ; সামান্য কারণে
একটু আমোদ যদি পেত তারা মনে,
অথবা সামান্য কোন কষ্ট যদি হ'ত,
মিহিরের কাছে গিয়া অমনি জানাত ;
এইরূপে সর্ব্বদাই বিরক্ত করিত,
আবার কখন তার সহিত খেলিত।
কখন বা গলা ধরে ঝুলিত দু'জনে,
ডাকিত তাহাকে তারা পিতৃ-সম্বোধনে।

অনিলকে ক্রমে তারা ভুলিতে লাগিল ;
অনিলকে ভুলে যত,
মিহিরের প্রতি তত,
আরো বেশী ভালবাসা বাড়িয়া উঠিল।
তাহাদের কাছে এবে,
অনিল কে যেন হবে,—
ছিল বুঝি কোন কালে কেহ একজন ;
নিশ্চিত কি অনিশ্চিত

বুঝিতে নাহি পারিত,
মনে হ'ত যেন কোন সুদূর স্বপন।
প্রত্যূষের অন্ধকারে
সুদূর রাস্তার পারে,
দেখা যায় যদি কোন লোক চলে যায়—
অস্পষ্ট আলোকে তায়
চিনিতে না পারা যায়,
জানা নাহি যায় কিছু চলিছে কোথায়,
দশ বর্ষ সেই মত,
ক্রমে হয়ে গেল গত,
অনিল গিয়াছে চলি ছাড়ি প্রিয় জন,
কোথা গেল, কি হইল,
কিছু নাহি জানা গেল,
সংবাদ না পাওয়া গেল, আসিবে কখন।
একদিন দৈবক্রমে,
বাসনা হইল মনে
নলিনীর ছেলেদের, বাদাম পাড়িতে—
অন্য সঙ্গীদের সনে,
যাইবে সকলে বনে,
নলিনী স্বীকার হল সেথায় যাইতে;
জননীর মত শুনে,

আনন্দ হইল মনে ;
তার পর বলাবলি করিল সকলে ;
"আর এক কাজ ভাই !
পিতাকেও লয়ে যাই ;"
এত বলি গেল তারা ময়দার কলে ;
গিয়ে তারা দেখে তথা,
মধুপ সকল যথা—
কুসুমরেণুতে থাকে হয়ে আচ্ছাদিত,
মিহিরও সেইরূপ,
সাজিয়াছে অপরূপ,
ময়দা-গুঁড়ায় তার দেহ বিভূষিত !

দেখে হাস্য সম্বরিয়া,
মিহিরের কাছে গিয়া,
বলিতে লাগিল তারে যাইবার তরে,
মিহির ত প্রথমেতে
স্বীকৃত হ'ল না যেতে,
তার পর ছেলেদের অনুরোধে প'ড়ে—
এড়াতে না পারি হেসে,
তাহাদেরি মতে শেষে
মত দিল, পরিশেষে যখন শুনিল

নলিনীও যাইতেছে,
আর কি অমত আছে ?
তার পরে সকলেই মিলিয়া চলিল।
পাহাড়েতে আরোহিয়া
আধেক দূরেতে গিয়া
নলিনী যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িল,
দু'জনে দাঁড়ায়ে তথা
চারিদিকে বনলতা,
অদূরে বাদাম-বন দেখা যেতে ছিল।
তাহার নিকটে গিয়ে
দীর্ঘশ্বাস তেয়াগিয়ে
বলিল, "ক্ষণেক আমি বসি এইখানে।"
নলিনী বসিল তথা,
মিহির শুনে এ কথা
বসিল সানন্দ মনে নলিনীর সনে।

এ দিকেতে ছোট ছোট ছেলেরা সকলে
আনন্দেতে কলরব
করিতে করিতে সব,
বড়দের কাছ হ'তে দূরে গেল চলে!
বহু গোলমাল করে,

উচ্চে উঠে নীচে পড়ে,
একসাথে মেলে, আর ছাড়াছাড়ি হয় ;
হেথা হোথা যায় ছুটে,
কেহ পড়ে, কেহ উঠে,
ডাকাডাকি ছুটাছুটী হেথায় হোথায় !
অরণ্যের চারিপাশে
এইরূপ করি শেষে
প্রবেশি সকলে মিলে বাদাম-বনেতে,
ডাল ভেঙ্গে পাতা ছিঁড়ে
কোন ডাল নত করে
থোলো থোলো পাকা ফল লাগিল পাড়িতে।

মিহির যে নলিনীর নিকটে আসিয়া
পারশেতে আছে বসে
ভুলে গেছে এ কথা সে,
অতীত চিন্তায় এত মগন হইয়া ;
ভাবিছে সে মনে মনে,
এক দিন এই বনে
কেঁদেছিল হতভাগা হয়ে আশাহত।
এই সেই নিরজন
সেই গিরি গুহা বন

এমনি সময়ে প্রাণে বেজে ছিল কত,
এই বনে এ সময়ে
পরাণে আঘাত পেয়ে
তথায় থাকিতে আর সরিল না মন,
আর না চাহিয়া ফিরে
লুকাইয়া ধীরে ধীরে
আহত হরিণী মত করিল গমন।

মাথা তুলে ক্ষণপরে
সম্বোধিয়া নলিনীরে
বলিল, "নলিনী! তুমি করিছ শ্রবণ,
সকল ছেলের দল
আনন্দেতে কোলাহল
করিতে করিতে হোথা খেলিছে কেমন ?"
নলিনী শুনে এ কথা
কহিল না কোন কথা;
"পরিশ্রান্ত হইয়া কি পড়েছ নলিনী ?"
জিজ্ঞাসে মিহির তায়,
তথাপি না কথা কয়,
জিজ্ঞাসে আবার, "শ্রান্ত হয়েছ নলিনী ?"
তবু কথা না কহিয়ে,

হাতে মুখ আচ্ছাদিয়ে
বসিয়া রহিল। তাহা মিহির দেখিয়া
রাগত হয়েছে যেন
ভাব দেখাইয়া হেন
বলিল, "কি হবে আর ভাবিলে বসিয়া ?
সে জাহাজ গেছে ডুবে,
কি হইবে আর ভেবে ?
ডুবেছে নিশ্চয় তাহা ফিরিবে না আর,
কেন তুমি নিজে মর
সন্তানে অনাথ কর,
একে পিতৃহীন,—যাবে জননী আবার ?"
নলিনী তুলিয়া মাথা
তখন কহিল কথা,
বলিল, "সে সব কথা ভাবিনি এখন,
বলিতে পারি না কেন
আমার হৃদয় হেন
আকুল, আনন্দরব করিয়া শ্রবণ।"

মিহির এ কথা শুনে ব্যথিত হইয়া
তাহার নিকটে আরো বসিল সরিয়া,
বলিল, "নলিনী কোন একটা বিষয়

আমার মনের মাঝে হয়েছে উদয় ;
বহুদিন হতে মনে উঠেছে কথাটা,
মনে নাই কবে হ'তে, কিন্তু জানি সেটা
ভবিষ্যতে প্রকাশ হয়ে পড়িবে নিশ্চয় ;
অসম্ভব বলি ইহা মোর মনে হয়,
আশার অতীত দীর্ঘ দশ বর্ষ হ'ল
যে লোক গিয়েছে চলে, সংবাদ না এল,
সে লোক কি রহিয়াছে জীবিত এখন ?
বিশ্বাসের যোগ্য ইহা ভাব কি কখন ?

"তাই আমি বলিতেছি শুন গো নলিনী,
তোমারে আশ্রয়হীনা অনাথা দুঃখিনী
দেখিয়া দারুণ কষ্ট আমার অন্তরে
হতেছে, সাহায্য নাহি পারি করিবারে
যত দূর ইচ্ছা মোর ; যদি না তোমাকে—
স্ত্রীলোকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকে বলে থাকে ;—
জানাব তোমাকে যাহা, অনুমান হয়,—
সে কথা এখন তুমি বুঝেছ নিশ্চয়।
নলিনী ! তোমারে আমি বিবাহ করিব
ইহাই বাসনা মনে ; যতন করিব
তোমার সন্তানগণে, সুখের বিষয়

পিতৃসম জানে মোরে তাহারা নিশ্চয়
তাহাদের প্রতি মোর এত দূর টান,
তাহারা আমার যেন নিজের সন্তান।
বিশ্বাস হতেছে এই আমার অন্তরে,
যদ্যপি বিবাহ তুমি করহ আমারে,
তাহা হ'লে এই সব দুঃখের সময়
কাটাইয়া সুখী মোরা হইব নিশ্চয় ;
ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট সকল মানবে
দিয়াছেন সুখ-শান্তি যতেক সম্ভবে,
এই সব সুখে সুখী হইব দু'জনে,
এখনও ভাল ক'রে ভেবে দেখ মনে ;
জান ত, নলিনী, আছে সঙ্গতি আমার
আত্মীয় নাহিক কেহ, নাহি কোন ভার,
তুমি আর তোমারই সন্তান সকল
হবে মোর একমাত্র ভাবনার স্থল ;
নলিনী! এ কথা তুমি জান ত নিশ্চয়,
তোমায় আমায় জানা অল্প দিন নয়,
জান না, নলিনী, তুমি আমার হৃদয়
কত দিন হ'তে এই ভালবাসময়।"

তখন নলিনী ধীরে করিল উত্তর,

"তোমার অসীম স্নেহ মোদের উপর,
তুমি ঈশ্বর প্রেরিত দূত আমাদের দ্বারে,
আশীষ করুন ঈশ সতত তোমারে;
দিবেন, মিহির, তোমা ঈশ পুরস্কার
আমাদের প্রতি এই অসীম দয়ার—
মোর চেয়ে ভাল কিছু প্রদানি তোমারে।
বল দেখি এক লোক কখন কি পারে
দু'জনে বাসিতে ভাল? অনিল যেমন—
পেয়েছেন ভালবাসা তুমি কি তেমন
পেতে পার কভু? বল, কি চাহিছ তুমি?"
মিহির বলিল,
"দেখ সুখী হ'ব আমি
অনিল অপেক্ষা যদি ভালবাসা পাই
অল্প পরিমাণে, আর বেশী নাহি চাই।"
চমকি নলিনী তবে করিল উত্তর,
"মিহির, অপেক্ষা তুমি কিছু দিন কর,
অনিল আসেন যদি,—কিন্তু তিনি, হায়!
কভু নাহি আসিবেন ফিরে পুনরায়!
তথাপি অপেক্ষা কর বৎসরেক তরে;
এক বর্ষ অল্প দিন, বুঝহ অন্তরে,
বর্ষ'পরে আরো বেশী বুঝিব নিশ্চয়;

তাই আমি চাহি এক বৎসর সময়।"
মিহির দুঃখিতভাবে বলিল তখন,
"নলিনী! অপেক্ষা করে আছি আজীবন,
আর এক বর্ষ আমি পারিব থাকিতে,
ইহা ত চলিয়া যাবে দেখিতে দেখিতে।"
নলিনী বলিল, "আমি কহি অকপটে—
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ রহি তোমার নিকটে,
বিবাহ বরষ পরে নিশ্চয় করিব,
অপেক্ষা করিয়া এই বর্ষ কাটাইব;
তুমি কি অপেক্ষা নাহি পারিবে করিতে?"
মিহির বলিল, "আমি পারিব থাকিতে।"

নিস্তব্ধ হইল তবে দোঁহে তার পর,
মিহির আকাশ পানে দেখিল চাহিয়া,
উচ্চে দূরে ডেন্সদের আছে যে কবর—
সেথা স্বর্ণমেঘমাঝে যেতেছে ডুবিয়া,
অস্তগামী তপনের প্রভাহীন কর;
তাহা দেখি মিহিরের মনে হ'ল ভয়,
এখনি আঁধাররাশি ভরিবে প্রান্তর,
শীতবাতে নলিনীর পাছে পীড়া হয়।
নিম্নে বনে ক্রীড়ামত্ত ছেলেদের দল,

উচ্চকণ্ঠে তাহাদের মিহির ডাকিল.
বাদামের বোঝা লয়ে ছেলেরা সকল
শুনি তার কণ্ঠস্বর উঠিয়া আসিল।
ক্রমে ক্রমে সকলেই আসিল নামিয়া,
আপন আপন গেহে যাইতে লাগিল,
নলিনীর দুয়ারেতে মিহির আসিয়া
ধরিয়া তাহার কর সস্নেহে বলিল,—
"কথা কহি তব সনে নলিনী যখন,
মানসিক দুর্ব্বলতা আছিল তোমার,
ক'রে রাখা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ তখন
তোমারে, অন্যায় অতি হয়েছে আমার।
আমিই তোমার কাছে আবদ্ধ নলিনী,
তুমি বদ্ধ নহ, করো' যাহা ভাল হয়"—
নলিনী ফেলিল কাঁদি তার কথা শুনি,
কহিল, "আমিও বদ্ধ রয়েছি নিশ্চয়।"

এইরূপে কথাবার্ত্তা হয়ে তার পরে,
আপন আপন গেহে গেল সবে চলে।
নলিনী পূর্ব্বের মত কাজ কর্ম্ম করে,
আর ভাবে মাঝে মাঝে বসিয়া বিরলে
মিহিরের কথা—"ভালবাসি যে তোমারে,

তুমি জানিবার আর(ও) বহুপূর্ব্ব হ'তে,—"
এইরূপে কাটে দিন; মুহূর্ত্ত ভিতরে
একটি বরষ গেল দেখিতে দেখিতে।
সুন্দর শরৎ ঋতু এল পুনরায়
মিহির তাহার কাছে এক দিন এসে,
স্মরণ করায়ে দিল প্রতিজ্ঞা তাহার;
বলিল সে—"এরি মধ্যে এক বর্ষ হ'ল?"
"দেখ পাহাড়েতে গিয়া" মিহির বলিল—
পরিণত ফলে পূর্ণ বাদামের বন।"
নলিনী মাসেক আর' সময় চাহিল,
বলিল সে, "গুরুতর বিষয় এমন,
এত গুরু গৃহকর্ম্ম রয়েছে আমার!
দেখিতে, ভাবিতে সব হ'বে ভাল ক'রে,
অকস্মাৎ এ বিবাহ হ'বে কি প্রকার?
সময় চাহি'ছি আর এক মাস তরে।
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ আমি নিকটে তোমার
তথাপি সময় চাহি একমাস তরে;
বেশী দিন নয়, সুধু এক মাস আর;
মাসেক অপেক্ষা আর কর দয়া করে।"

মিহির এ কথা শুনি ব্যথা পেয়ে প্রাণে

তুলি চিরতৃষাতুর ব্যাকুল নয়ন
চাহিল বেদনাভরে নলিনীর পানে—
অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে বলিল তখন।
মাতালের হস্ত হয় কম্পিত যেমন
তেমনি তাহার কথা হইল কম্পিত;
বলিল,—"হউক তব সুবিধা মতন।
কর সেইরূপ, বুঝ যেরূপ উচিত।"

দেখিয়া তাহার দুঃখ গলিল হৃদয়,
নলিনী হৃদয়ে বড় বেদনা পাইল,
তবু অবিশ্বাসযোগ্য নানা অছিলায়
দেরি করি আশা দিয়া তাহারে রাখিল।
মিহিরের সহিষ্ণুতা প্রণয়ের তার
লাগিল পরীক্ষা হতে কালে অতিশয়,
মাস আসে, মাস যায়, মাস আসে আর,
দেখিতে দেখিতে কাটি গেল মাসদ্বয়।

সে গ্রামে নিন্দুক লোক যে সকল ছিল,
নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল;
সত্বর দোঁহার হবে বিবাহ বলিয়া,
মনে জেনে রেখেছিল নিশ্চয় করিয়া,

তাহা হইল না দেখি তাহাদের অতি
বিরক্তি জন্মিল যেন হ'ল কত ক্ষতি;
মিহির, বলিছে কেহ, নলিনীর সনে
করিছে চালাকি সুধু, বলে অন্য জনে,
নলিনী তাহারে সুধু মিথ্যা আশা দিয়ে
ভুলাইয়া রাখিতেছে বিলম্ব করিয়ে।
বিদ্রূপ করিয়া তবে বলে কোন জন
"এমনই মূর্খ এরা, আপনার মন
পারে না বুঝিতে।" মন্দ অভিপ্রায় যত
অপরের মন মাঝে সর্প-ডিম্ব মত
পরস্পরে একত্রেতে সংলগ্ন রয়েছে,
হাস্যকর কুকল্পনা প্রকাশ পেতেছে,
হাসিয়া ঘৃণার হাসি বলে সেই জন
ঘৃণিত সম্বন্ধে বদ্ধ তাহারা দু'জন।
নলিনীর পুত্র তারে কিছু না বলিত,
কিন্তু তার মুখ দেখি প্রকাশ পাইত
বিবাহে সম্মতি তার। কন্যাটি তাহার
বলিত মাতারে তার করি বার বার
বিবাহ মিহির সনে যেন শীঘ্র হয়।
মিহির তাদের কাছে প্রিয় অতিশয়;
তা ছাড়া বিবাহ হ'লে দারিদ্র্য ঘুচিবে,

তবে কেন এ বিবাহ শীঘ্র না হইবে?
ও দিকেতে নানা কথা করিছে শ্রবণ,
এ দিকেতে মিহিরের সুন্দর আনন
গোলাপ ফুলের মত, ক্রমে দিন দিন,
নানারূপ ভাবনায় হতেছে মলিন।
চারি দিকে নানারূপ এই দেখে শুনে,
লজ্জা দুঃখ হ'ল বড় নলিনীর মনে।

অবশেষে একদিন নিশীথ সময়
নলিনীর কোন মতে নিদ্রা নাহি হয়,
তাহার অনিল আজ(ও) আছে কি জীবিত
অথবা মরিয়া গেছে? জানিতে নিশ্চিত
ঈশ্বরের কাছে তবে প্রার্থনা করিল
প্রাণের সহিত, এই বলিতে লাগিল,—
"যাহাতে জানিতে পারি অনিল কোথায়,
হেন চিহ্ন দয়াময়, দাও হে আমায়।"
অনিল জীবিত নাই, এই যে ভাবনা
তাহার মনেতে দিতে লাগিল যাতনা,
রজনীর অন্ধকারে থাকিয়া বেষ্টিত,
স্মরিয়া এ কথা মনে হ'ল বড় ভীত।
তখন আঁধারে আর থাকিতে নারিল,

শয্যা তেয়াগিয়া উঠে প্রদীপ জ্বালিল।
মনের আবেগভরে ধর্ম্মগ্রন্থ আনি
নলিনী ব্যাকুল চিতে খুলিল সেখানি।
পুস্তকে অঙ্গুলি যেথা করিল স্থাপন
"তালবৃক্ষতলে" লেখা করিল দর্শন!
রেখে দিল পুনঃ কিছু না পারি বুঝিতে,
শয্যায় ফিরিয়া গেল শয়ন করিতে।
স্বপন দেখিল এক নিদ্রিত হইয়া,—
তাহার অনিল যেন রয়েছে বসিয়া
তালবৃক্ষতলে, এক উচ্চ ভূমি'পর,
ঊর্দ্ধে দীপ্ত দিবাকর ছড়াইছে কর;
তাহা দেখি বিবেচনা করিল তখন,
তবে ত অনিল স্বর্গে করেছে গমন।
তথা গিয়ে কত সুখী হয়েছে এখন,
ঈশ্বরের গুণগান করিছে কেমন।

*　　*　　*　　*

এমন সময় নিদ্রা তাহার ভাঙ্গিল,
যা করিবে তাহা স্থির করিয়া ফেলিল।
মিহিরে ডাকিয়া তবে তখনি আনিল
পাগলের মত হয়ে বলিতে লাগিল,—
"বিবাহ হ'বে না কেন মোদের দোঁহার

নাহি পেনু খুঁজে কোন কারণ ইহার।”
মিহির এ কথা শুনে করিল উত্তর
“ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই অতঃপর ;
বিবাহেতে মত তব হয়েছে যখন,
শীঘ্র শীঘ্র শুভকার্য্য হ’ক সম্পাদন।”

তার পর নলিনীর মিহিরের সনে
শুভ পরিণয় পুনঃ হ’ল শুভক্ষণে ;
মঙ্গলসূচক বাদ্য আবার বাজিল,
শুভ দিনে পুনঃ শুভ বিবাহ হইল।
নলিনীর মনে কিন্তু সুখ নাহি হয়,
অজানা দুঃখেতে এক পুরিল হৃদয়।
এইরূপে ক্রমে দিন যাইতে লাগিল,
নলিনীর মনঃকষ্ট দূর না হইল।
নানারূপ বিভীষিকা লাগিল দেখিতে,
মনে হ’ত তার যেন কোথাও যাইতে
অপরের পদশব্দ শুনিত শ্রবণে,
কোথা হতে শব্দ আসে তাহা নাহি জানে।
ফিশ ফিশ শব্দ করে শ্রবণে তাহার,
কে যেন কহিছে কথা, কি কথা ও কার
না পারে বুঝিতে কিন্তু, একাকী বাড়ীতে

থাকিতে পারে না, কিম্বা বাহিরে যাইতে
একাকী না ভালবাসে। মনের বিকার
সহসা জন্মিল হেন কি জন্য তাহার?
বুঝিতে না পারে কিছু; বাহির হইতে
ফিরে এসে শীঘ্র গৃহে নারে প্রবেশিতে,
একেবারে প্রবেশিতে হয় বড় ভয়
ক্ষণেক শিকল ধরি দাঁড়াইয়া রয়।
মিহির বুঝিল পরে ইহার কারণ,
নলিনীর হইয়াছে সন্তান-লক্ষণ;
তাহার মতন এই গর্ভ-অবস্থায়
ভয় ও সন্দেহ হেন সকলের(ই) হয়।
পরেতে সন্তান এক ভূমিষ্ঠ হইল,
ভয় ও সন্দেহ সব দূরে পলাইল;
নূতন সন্তান সহ নলিনীর মন
ভয় দূর হয়ে পুনঃ হইল নূতন।
নূতন জননী-স্নেহ অন্তরে তাহার,
নূতন করিয়া ফিরে হইল সঞ্চার;
এখন সর্ব্বস্ব তার মিহির হইল,
আবার গৃহিণীপনা করিতে লাগিল।
এরূপে তাদের দিন কাটিতে লাগিল,
অভাগা অনিল হায়, কোথায় রহিল!

যাত্রা করি বাহিরিয়া ইংলণ্ড হইতে,
স্বচ্ছন্দে তরণী তার লাগিল চলিতে।
পূর্ব্ব অভিমুখে পরে যাইতে যাইতে,
বিস্কে উপসাগরেতে জাহাজ দুলিতে
আরম্ভ হইল, তার ঢেউ বড় বড়—
পড়িতে লাগিল আসি জাহাজ উপর।
তরণী তখন হ'ল হাবুডুবু প্রায়,
বহুকষ্টে সেই স্থান ছাড়াইয়া যায়।
আফ্রিকার দক্ষিণাংশে আসিয়া পৌঁছিল
সমুদ্র নিথর বেশ সেইখানে ছিল।
তরঙ্গ-ভীষণ সিন্ধু অতিক্রম করি
উত্তমাশা অন্তরীপে উত্তরিল তরী ;
এইরূপে ক্ষণে দুলে ক্ষণে স্থির যায়,
তরঙ্গ-আঘাতে কভু হাবুডুবু খায়।
স্থির সমুদ্রের দিকে আবার আসিল,
তথা হ'তে স্থির ভাবে গমন করিল।
অনুকূল বায়ু পেয়ে এখান হইতে
ক্রমাগত স্থিরভাবে লাগিল চলিতে,
হীরে-স্বর্ণ-দ্বীপপুঞ্জ ছাড়াইয়া পরে
আসি উপজিল তরী চীনের বন্দরে।

এরূপে তথায় গিয়ে অনিল পৌঁছিল,
আরম্ভ করিল তবে ব্যবসা করিতে;
নানারূপ অদভূত খেলনা সকল,
কিনিয়া লইয়া আসে বিপণি হইতে।
খেলনা কিনিল কত নূতন নূতন
বিক্রয় করিবে দেশে এই আশা করে,
গিল্টীর খেলনা কত দেখিতে কেমন
আনিল করিয়া ক্রয় ছেলেদের তরে!
সময় হইল যবে দেশে ফিরিবার,
আনন্দ উৎসাহে পুনঃ মিলে সকলেতে,
সেই তরণীতে যাত্রা করিল আবার,
চলিতে লাগিল তরী সুমন্দ গতিতে।
চলিল অশুভক্ষণে গৃহ পানে ফিরি,
প্রথম কয়েক দিন নির্বিঘ্নে চলিল;
সমুদ্র নিথর ছিল, চলে ধীরে তরী
মৃদুমন্দ বায়ে বেশ যাইতে লাগিল।

এইরূপে কিছু দিন চলি, তার পর
সমুদ্রের শান্ত ভাব হ'ল বিদূরিত;
বহিতে লাগিল বায়ু অতি ঘোরতর,
সমুদ্রের শান্ত বক্ষ হ'ল আলোড়িত।

ক্রমে ক্রমে বায়ুবৃদ্ধি লাগিল হইতে,
আর(ও) কিছু দিন তরে এরূপে চলিল,
অবশেষে একদিন আঁধার নিশীথে
উঠিল বিষম ঝড়; অস্থির হইল—

সাগর তখন; হ'ল অতি ভয়ঙ্কর;
বাতাসের বেগ আর(ও) হইল প্রবল,
চলিল তরণী ভাসি সাগর উপর,
চারিদিকে সীমাহীন সাগরের জল।

উপরেতে অন্ধকার অনন্ত আকাশ,
ধূধূ করিতেছে নীচে অসীম সাগর,
কোন্ দিকে চলে তরী নাহিক প্রকাশ,
আঁধার সাগর-জল আঁধার অম্বর।

এবার ডুবিবে তরী সকলে বুঝিল,
অসীম অতলে তরী যাইবে ডুবিয়া
তখন ভয়েতে ভীত সকলে হইল,
সমস্বরে উঠে সবে চীৎকার করিয়া।

'ডুবিল জাহাজ' শব্দ হ'তে না হইতে,
উচ্ছ্বসিল চারিদিকে সাগরের জল,
একেবারে সব শেষ হইল চকিতে,
অনিল ও দুই জন বাঁচিল কেবল।

রজনীর অর্দ্ধযাম হয়েছে তখন;
তরণীর ভগ্ন অংশ ভেসে যেতেছিল,
ভাসিল তাহাই ধরি তাহারা ক'জন
দ্বীপের নিকটে এক আসি উতরিল।

প্রত্যূষ হয়েছে, আসি পৌঁছিল যখন;
দেখিয়া বুঝিল তারা সে দ্বীপ উর্ব্বর,
নির্জ্জন সাগর বক্ষে সে দ্বীপ নির্জ্জন,
কল্লোলিছে চারি দিকে অসীম সাগর।

করিতে প্রাণ-ধারণ, যে যে দ্রব্য প্রয়োজন,
ছিল না তথায়, তার কোনই অভাব,
নানাবিধ ফল মূল, আতা, জাম, নেবু, কুল,
আনারস, নারিকেল, শষা, পেঁপে, ডাব।
আহারীয় নানামত প্রাণী ছিল কত শত—
দয়াহীন হ'লে ধরা অনায়াসে যেত;

ছিল তারা বন্য এত, ভয় কি তা না জানিত,
পোষা প্রাণী প্রায় কাছে আসিয়া বসিত।
তিন জনে তার পরে, নির্ম্মিল একটি কুঁড়ে
সমুদ্রের দিকে এক পর্ব্বতকন্দরে,
তালপত্র বিছাইয়ে, দিল ছাদ আচ্ছাদিয়ে,
আধা স্বাভাবিক র'ল, আধা হ'ল কুঁড়ে।
নির্ম্মিয়া এরূপে কুঁড়ে, তিন জনে বাস করে—
নানা দ্রব্য মাঝে; তথা গ্রীষ্ম বারমাস;
নন্দনকানন প্রায়, ছিল না অভাব তায়;
ছিল না তাদের শুধু মনের উল্লাস।

বালক তাদের মাঝে ছিল এক জন,
তরীভঙ্গে ব্যাথা পেয়ে আছিল কাতর;
কিছু দিন রুগ্ন দেহ করিয়া বহন
ত্যজিল জীবন দীর্ঘ পাঁচ বর্ষ পর।

বৃক্ষকাণ্ড হেরি ভাবে আর দুই জন
অগ্নিযোগে দ্রোণী তাহে করিবে নির্ম্মাণ,
অনিলের সঙ্গী গুরুশ্রমের কারণ,
সর্দ্দীগর্ম্মী রোগবশে তেয়াগিল প্রাণ।

অনিল বুঝিল হেরি মৃত্যু দু'জনার—
ঈশ্বরের আজ্ঞা—রহ কিছুকাল আর।

শ্যাম বনে পরিপূর্ণ পর্ব্বতশিখর ;
হরিৎ পুষ্পেতে পূর্ণ স্থান কত শত
বৃক্ষহীন মাঝে মাঝে, দেখিতে সুন্দর,
শোভে যেন ঊর্দ্ধগামী স্বরগের পথ।

ঊর্দ্ধগামী নারিকেল-তরুবর-শিরে,
গুচ্ছে গুচ্ছে পত্ররাশি পড়েছে ঝুলিয়া ;
বিহঙ্গ পতঙ্গ কত উড়ে, ঘুরে, ফিরে,
চঞ্চলা চপলা যেন যায় চমকিয়া।

নানাবিধ লতা কত রয়েছে বেষ্টিয়া
পুরাতন বৃক্ষকাণ্ডে, সমুদ্রের ধার
অবধি গিয়েছে লতা, আছে বিস্তারিয়া
চারি দিকে মনোহর উজ্জ্বলতা তার।

পৃথিবীর মধ্যদেশে স্থান মনোহর,
কটিবন্ধপ্রায় তারে বেষ্টিয়া রয়েছে,

চাকচিক্যময় অতি দেখিতে সুন্দর,
এ সব দ্বীপের মাঝে অনিল দেখিছে।

আনন্দ হইবে যাহা করিলে দর্শন,
মানবের প্রীতিপূর্ণ আনন সুন্দর,
উদিবে অপূর্ব্ব সুখ করিলে শ্রবণ
যাদের মধুর ভাষা শ্রুতিসুখকর।

তাদের অনিল সেথা দেখিতে না পায়;
তাহাদের কথা সেথা করে না শ্রবণ;
দেখে, জলচর পাখী ঘুড়িয়া বেড়ায়
শুনে, শুধু সাগরের গভীর গর্জ্জন।

উত্তাল তরঙ্গকুল পর্ব্বতের গায়
প্রতিহত হয়ে পুনঃ পড়িছে ভাঙ্গিয়া,
গভীর গর্জ্জন ঘন স্তনিতের প্রায়
অরণ্যের চারি দিকে উঠে উচ্ছ্বসিয়া।

শোভে সেথা উচ্চ কত বিটপীর দল,
বহু উর্দ্ধে শাখে ফুল রয়েছে ফুটিয়া,

পত্র গুচ্ছে মর্‌মর্‌ উঠে অবিরল,
পর্ব্বতীয়া স্রোতস্বতী যেতেছে বহিয়া।

সাগর উদ্দেশে, সেই কলকল ধ্বনি,
অনিল বেড়াত যবে সমুদ্রের ধারে
অথবা ছিল যে তার কুঁড়েঘরখানি
(সুনীল-সাগর-তীরে পর্ব্বত-কন্দরে)

তাহাতে বসিয়া, সদা শুনিত সকল।
অনিল জাহাজ-হীন নাবিক এখন,
আসিতেছে কি না অন্য তরণী কেবল—
দেখিত তাহাই, আর করিত শ্রবণ।

দিনের পরেতে দিন আসিছে কেবল
এক দিন(ও) তরী কিন্তু দেখিতে না পায়,
প্রতিদিন নিশি দিবা দেখে অবিরল;
প্রাতঃকালে হয় সূর্য্য যখন উদয়।

লোহিতবরণ ভাঙ্গা রশ্মিগুলি তার
তখন আসিয়া পড়ে পাহাড়ের গায়,

নারিকেল তাল তরু উপরেতে আর ;
পূর্ব্বদিকে জলরাশি অনলের প্রায়।

জ্বলি উঠে পেয়ে সেই রক্তিম কিরণ,
তার পর দ্বিপ্রহরে পর্ব্বতশিখর,
সূর্য্যের আলোকে দীপ্ত হয় বিমোহন ;
তার পর পশ্চিমের জলরাশি'পর

পড়িয়া সে অস্তগামী তপনের কর
তপ্ত স্বর্ণ বর্ণ ধরে, ক্রমে তার পরে
উদিত হইয়া ক্ষুদ্র তারকানিকর
আকাশ উজলি তুলে সুধাস্নিগ্ধ করে।

নীরব নিশীথে পরে, সমুদ্রগর্জ্জন
শুনে সে গভীরতর গভীর হইতে।
তার পর পুনরায় রক্তাভ কিরণ
সমুদিত তপনের, পায় সে দেখিতে।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে দেখিতে সে পায়
রজনীর পর দিন, আবার রজনী,

আবার আসিছে দিন, কিন্তু কোথা হায়,
দেখিতে না পায় তার আশার তরণী।

মাঝে মাঝে বসিয়া সে এ সব দেখিত,
অথবা দেখিছে বলি মনে বোধ হ'ত।
বসিয়া থাকিত হেন হইয়া নিশ্চল,
সুবর্ণবরণ বন্য গোধিকা সকল,
বসিত গাত্রেতে তার ভাবি অচেতন;
অনিল রহিত তবু বসি অন্যমন।
যখন এরূপ ভাবে বসিয়া থাকিত,
তখন কল্পনা-চক্ষে দেখিতে পাইত—
তথা হ'তে সীমান্তরে মেঘাচ্ছন্ন দেশ,
তথাকার লোকজন, সামগ্রী অশেষ,
পরিচিত নানা স্থান, ক্ষুদ্র গেহখানি,
আপনার ছেলে মেয়ে; আধ আধ বাণী
তাদের, অনিল যেন শুনিছে শ্রবণে,
দেখিতেছে নলিনীরে মানস-নয়নে।
ক্রমোন্নত বর্ত্ম সেই উঠেছে পাহাড়ে,
সেই ময়দার কল শোভে তারি পরে।
পত্র-পূর্ণ গ্রাম্য পথ, তার সন্নিহিত
বৃক্ষের কেয়ারী করা ময়ুর-অঙ্কিত—

জমিদারদের সেই নিভৃত আবাস;
প্রিয় অশ্ব তার যাতে চড়িতে উল্লাস
হ'ত; সেই নৌকাখানি, যাবার সময়,
যাবার সময় যাহা করিল বিক্রয়।
পৌষের প্রখরশীত সেই প্রাতঃকাল,
কুয়াসা-আঁধার-পূর্ণ মাঠ সে সকল,
অল্প অল্প বৃষ্টিপাত, বিশুষ্ক পত্রের
আঘ্রাণ, নিনাদ মৃদু নীল সাগরের।
এইরূপে একদিন বসিয়া থাকিতে,
অকস্মাৎ বোধ যেন হ'ল তার চিতে,
সুদূর ইংলণ্ডে তার পরিচিত স্থানে,
পরিচিত গির্জ্জা ঘরে সুমধুর তানে
বিবাহের ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়া উঠিল;
তাহার অস্পষ্ট ধ্বনি শ্রবণে পশিল।
অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল কাঁপিয়া,
বুঝিল না, হ'ল হেন কিসের লাগিয়া;
তার পর চিন্তাঘোর ভাঙ্গিল যখন,
নিরজন দ্বীপে আছে বুঝিল তখন।
সবার আশ্রয় সেই পিতা দয়াময়
আছেন সকল স্থানে সকল সময়;
যে জন বিশ্বাস করে তাঁহার উপরে,

সে জন একাকী কভু বোধ নাহি করে;
তাহার অন্তর তাঁর সনে কথা কয়,
একা থাকিয়াও কভু একাকী না রয়।
ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল অনিলের মনে,
নতুবা সে বাঁচিত না এ হেন বিজনে।
সুদারুণ মনঃকষ্ট অশেষ চিন্তায়,
অসময়ে পক্ক হ'ল কেশ সমুদায়।
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আসে এক আর পর,
আসিল আবার গেল কতই বৎসর।
পরিচিত প্রান্তরেতে বেড়াবার, আর
দেখিবারে প্রিয় পুত্র কন্যা পরিবার,
আশা তার তখনও জাগিতেছে মনে;
হেন কালে এইরূপ একাকী নির্জ্জনে
বাস-কাল ফুরাবার সময় হইল,
দৈবক্রমে তরী এক তথায় আসিল।
অনিলের তরণীর মত সেই তরী,
পবনের ভীম বেগে নিজ পথ ছাড়ি,
সেই দ্বীপ-সন্নিধানে আসিয়া পড়িল,
দ্বীপপ্রান্তে আসি তরী নঙ্গর করিল।
প্রত্যূষে তাহার কর্ম্মচারী এক জন,
তরী হ'তে সেই দ্বীপ করিল দর্শন,

কুয়াসা-আচ্ছন্ন সেই দ্বীপ-মাঝখানে
দেখেছিল জলধারা বহে এক স্থানে।
পানীয় জলের তার আবশ্যক ছিল,
কোথা হ'তে জল পাবে দেখিতে লাগিল।
নদী বা ঝরণা হ'ক খুঁজিতে সেথায়
তরীর নাবিকগণ চারি দিকে ধায়,
নানা জনে নানা দিকে যাইতে লাগিল,
চারি দিকে কোলাহল জাগিয়া উঠিল।
পর্ব্বতকন্দরে সেই কুটীর হইতে
অনিল সে গোল শুনি লাগিল নামিতে।
দীর্ঘ কেশ, দীর্ঘ শ্মশ্রু, কৃশ অতিশয়,
দেখিলে মনুষ্য কি না জনমে সংশয়।
বস্ত্রহীন, পরিচ্ছদ আশ্চর্য্য প্রকার,
ক্ষিপ্তপ্রায়, অত্যদ্ভুত কণ্ঠস্বর তার।
কথা কহে কি প্রকার বীড় বীড় করে,
কি যে বলে—কেহ কিছু বুঝিতে না পারে,
ইসারায় কত রূপ বলিতে লাগিল,
মনোভাব তার কেহ বুঝিতে নারিল।
তবু সে নাবিকদের সঙ্গে করি নিয়া
কোন্ দিকে স্রোতস্বিনী, দিল দেখাইয়া।
এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাহাদের সনে

মিশিয়া, তাদের কথা শুনিয়া শ্রবণে,
ক্রমে ক্রমে বাক্য তার হইল প্রকাশ,
বুঝাইল সকলেরে নিজ ইতিহাস।
জলপাত্র স্নিগ্ধ জলে পূরিত করিয়া,
অনিলেরে তরী পরে চলিল লইয়া।
তথা গিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথাতে তাহার
বলিতে লাগিল সব ইতিহাস তার।
প্রত্যয় করেনি তাহা কেহই প্রথমে,
বিশ্বাস জন্মিল শেষে সবাকার মনে।
এ সব শুনিয়া সবে আশ্চর্য্য হইল,
দয়াতে সবার তবে হৃদয় গলিল।
পরিধান-বস্ত্র দিল সদয় হইয়া,
তরীতে লইল তুলি ভাড়া না লইয়া।
সে কিন্তু তথায় থাকি বসি না থাকিত,
নাবিকগণের সদা সাহায্য করিত।
এইরূপে কার্য্য করি, কথা কহি আর,
নিরজন-ভাব দূর হইল তাহার।
স্বদেশীয় লোক কেহ ছিল না তাহায়,
দেশের সংবাদ কিছু তার জানিবার
বাসনা হইলে মনে জিজ্ঞাসিবে যায়—
এই রূপ এক জন(ও) ছিল না তথায়।

এবারের যাত্রা নাহি ছিল সুখকর,
তরণী চলিতেছিল অতি ধীরগতি
(ভগ্ন তরী সমুদ্র সে অতি ভয়ঙ্কর)
কল্পনা তাহার কিন্তু মনোরমগতি।

বাতাসের আগে আগে দ্রুত চলেছিল।
মেঘে ঢাকা চন্দ্রজ্যোতি এক নিশাশেষে
ইংলণ্ডের বায়ু বহে আঘ্রাণে বুঝিল,
আসি উত্তরিল তরী অনিলের দেশে।

সেই প্রাতে তার প্রতি দয়া প্রকাশিয়া
জাহাজের কর্ম্মচারী খালাসী যতেক,
পরস্পর মধ্যে, তবে সকলে মিলিয়া
দিল তারে অর্থ কিছু তুলি চাঁদা এক।

তার পর কিনারায় পৌঁছিল আসিয়া;
তথায় তাহারা তারে নামাইয়া দিল,
যাইবার সময়েতে যে বন্দর দিয়া
গিয়াছিল, পুনরায় তথায় আসিল।

অনিল তাহার পর উতরি সেখানে,
চলিতে লাগিল গেহ-অভিমুখে তার—
কথা না কহিয়া কোন কাহারও সনে ;
গেহ ? কা'র গেহ ? গেহ আছে কি তাহার ?

রৌদ্রদীপ্ত অপরাহ্ণ উজ্জ্বল গগন
প্রান্তরের পার হতে শীত-বায়ু বয় ;
ক্রমে ছেয়ে প্রকৃতির উজ্জ্বল আনন
কুয়াসা-আঁধারে ঢাকে দিক সমুদয়।

পারাবার-পার হতে আরম্ভ করিয়া
একেবারে চারি দিক ঘেরিয়া ফেলিল
অন্ধকারে ; এক হাত অন্তরে থাকিয়া
কোন দিকে কোন কিছু দেখা নাহি গেল।

শুষ্কপত্র-বৃক্ষোপরি পেচক বসিয়া
অমঙ্গল-গীত-ধ্বনি লাগিল করিতে,
কুয়াসার বারিবিন্দু ভারেতে ঝরিয়া
বৃক্ষ হ'তে শুষ্কপত্র লাগিল পড়িতে।

কুয়াসা বৃষ্টিতে ক্রমে পরিণত হ'ল,
গাঢ় হ'তে গাঢ়তর হ'ল অন্ধকার,
দূরে দেখা যায় এক আলো অসুজ্জ্বল,
ক্রমে ক্রমে আসিল সে নিকটেতে তার

তার পর ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল
রাজপথ দিয়া, তার যে দিকে ভবন,
তাহার অন্তর যেন জানিতে পারিল
কোনরূপ অমঙ্গল হয়েছে ঘটন।

সাহসে নির্ভর করি চলিতে লাগিল,
মাইল-প্রস্তর পথে ছিল যে প্রোথিত—
নেত্র ছিল তার দিকে, ক্রমে পঁহুছিল
গৃহে তার, যেই গৃহে নলিনী থাকিত।

নলিনী কতই ভালবাসিত তাহারে
এই গৃহে, আর তার পুত্র কন্যাগণ
জন্মেছিল সবে সেই গৃহের ভিতরে।
সে গৃহে কেটেছে দিন আনন্দে কেমন!

না দেখিতে পেয়ে কিন্তু কোনরূপ আলো,
অথবা না পেয়ে শব্দ তাহার ভিতরে,
কুয়াসায় মধ্য দিয়া দেখিতে পাইল,
নোটিস রয়েছে বাড়ী-বিক্রয়ের তরে।

ধীরে ধীরে তথা হ'তে পড়িল সরিয়া,
"হয় ত মরেছে সব, অথবা মরণ
সমান নিকটে মোর", মনেতে ভাবিয়া,
পথ দিয়া বরাবর করিল গমন।

পোতাশ্রয় কাছে সেই সমুদ্রের ধারে
জানিত সে বহু পূর্ব্বে পান্থশালা ছিল,
আছে কি না আছে তাহা খোঁজ করিবারে
রাজবর্ত্ম দিয়া ধীরে তথায় চলিল।

পুরাতন জরাজীর্ণ কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা
তাহার সম্মুখ ভাগ আছিল নির্ম্মাণ
কীটদষ্ট, ধ্বংসপ্রাপ্ত, আর ঘুণ-ধরা
বংশখণ্ড দ্বারা তাহা রয়েছে ঠেকান।

ভেবেছিল এতদিনে ধ্বংস হয়ে গেছে ;
এখনও আছে, গিয়া দেখিল তথায়,
কিন্তু তার অধিকারী মরিয়া গিয়েছে,
তাহার বিধবা, বিধু রয়েছে সেথায়।

ব্যবসা চালায়েছিল বিধু একা সেথা
ক্রমে হ্রাস হতেছিল কিন্তু তার আয়,
নাবিকগণের আড্ডা ছিল আগে তথা,
গোলমাল নিশি দিবা হইত তথায়।

কিন্তু এবে দিনদিন গোলমাল তার,
কমিয়া আসিতেছিল, তথাপি এখন
বিদেশী পথিকদের নিশা যাপিবার
স্থান ছিল, শ্রান্তদের বিশ্রামভবন।

অনিল অপর কোন না দেখি উপায়
রহিল সে পান্থশালে একা নিরজনে ;
একা থাকে, কার সাথে কথা নাহি কয়,
আপন অদৃষ্ট সুধু ভাবে মনে মনে।

ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোক বিধু গল্পপ্রিয় আর
লোক ছিল অতিশয়, অনিলে কখন
দিত না থাকিতে একা, গৃহমধ্যে তার
প্রবেশিয়া গল্প কত করা'ত শ্রবণ।

কদাকার হয়েছিল অনিল দেখিতে,
কৃষ্ণবর্ণ কুব্জ দেহ বৃদ্ধের মতন,
বিধু তারে কিছুমাত্র না পারি চিনিতে
বলিত কতই গল্প কতই রকম!

বলিতে লাগিল ক্রমে অন্য গল্প সনে
অনিলের গৃহ-কথা, ছেলেটির তার
কিরূপে হইল মৃত্যু, দারিদ্র্যপীড়নে
কষ্ট হ'ল নলিনীর, মিহির তাহার

পুত্র কন্যা কি প্রকারে রাখিয়া আসিল
বিদ্যালয়ে, নলিনীরে বিবাহ করিতে
তোষামোদ কতদিন কতই করিল,
ক্রমে ক্রমে কি প্রকারে হইল ইহাতে

নলিনীর মত, পরে বিবাহ হইল,
জনমিল মিহিরের পুত্র তার পর।
অনিলের মুখ-ভাব শুনে এ সকল
হ'ল না বিকৃত কিছু, কিংবা ভাবান্তর।

যদ্যপি অপর কেহ থাকিত সেখানে,
তাহা হ'লে বলিত সে অনিলের চেয়ে
বক্তার অধিক কষ্ট হইয়াছে মনে।
কেবল যখন বিধু সকল বলিয়ে

করিল সে গল্প শেষ—"অনিল বেচারা
কার্য্য তরে গিয়া কোন দূর সিন্ধু পার
বিদেশে কোথায় হায় শেষে গেল মারা",
অনিল কম্পিত করি শ্বেত কেশভার

বলিল অস্পষ্টভাবে সকরুণ স্বরে,—
"বিদেশে কোথায় হায় মারা গেল শেষে।"
তার পর পুনরায় সকরুণ স্বরে
আপনা-আপনি "হায় মারা গেল শেষে।"

নলিনীর মুখশশী আর একবার
অনিল আকুল হ'ল দেখিবার তরে,
"দেখিবারে পাই সেই মু'খানি তাহার
যদি আর একবার, পাই জানিবারে

সুখে সে রয়েছে" এই ভাবি মনে মনে
এই চিন্তাবশে যেন হইয়া পাগল
(যখন ডুবিছে রবি সায়াহ্ন-গগনে)
ধীরে ধীরে চলিল সে যে দিকে অচল।

একে ত পৌষের দিনে সদা কুয়াসায়
ধূমাচ্ছন্ন চারি দিক ধরণী গগন,
সাঁঝের আঁধার তাহে চারি দিক ছায়,
নিবিছে মেঘের বুকে তপন-কিরণ।

গিরি'পর হ'তে সব লাগিল দেখিতে,
ভাবিতে লাগিল সেথা কতই হতাশ,
শত-দুঃখ-কথা জাগে কাতর স্মৃতিতে ;
কথায় সে মনোব্যথা হয় না প্রকাশ।

সুদূরেতে মিহিরের শোভিছে ভবন,
তাহারি পশ্চাৎভাগে গবাক্ষ হইতে
আলোক আসিছে এক লোহিতবরণ
সেথা বসি অনিল তা' পাইল দেখিতে।

সে আলোক অভাগারে করে আকর্ষণ;
বহু দূরে দেখি দীপ্ত আলোকশিখায়
ধায় সেই আলো পানে পতঙ্গ যেমন
অনল-শিখায় পড়ি জীবন হারায়।

মিহিরের বাড়ী ছিল রাস্তার উপর;
সম্মুখ ভাগেতে তারি, গ্রামের সে শেষ বাড়ী,
তার পর কোন বাড়ী ছিল না অপর।
পথ র'ল সম্মুখেতে, তার পর পশ্চাতেতে
উদ্যান একটি ছিল প্রাচীরে বেষ্টিত,
একটি প্রবেশ-দ্বার, তার পর চারি ধার
খোলা মাঠ নানারূপ বৃক্ষেতে শোভিত।
ছিল উদ্যানের মাঝ, বড় এক ঝাউ গাছ,
চারি দিকে শোভা তার অতি মনোহর,
ছিল পথ মনোরম হীরকখণ্ডের সম
উজ্জল কঙ্কর দিয়া বাঁধান সুন্দর।

অনিল ছাড়ি এ পথ, ধীরেতে চোরের মত,
প্রাচীরের মূলে পথে সুধীরে চলিল,
এইখানে অতঃপর, হয়ে ধীরে অগ্রসর,
মিহিরের গৃহ পানে দেখিতে লাগিল।
যে কষ্টে হৃদয় তার, হতেছিল ছারখার,
সে কষ্ট বৃদ্ধির যদি থাকে সম্ভাবনা,
তাহা হলে অনলের, আর না—হয়েছে ঢের ;
না দেখাই ছিল ভাল সে সব ঘটনা।

উজ্জল টেবিল'পরে গৃহের ভিতরে
রূপার চামচ বাটি শোভে থরে থরে ;
গৃহ মাঝে অগ্নিকুণ্ডে জ্বলিছে অনল
বিস্তারিয়া চারি দিকে আলোক বিমল।
হতাশ প্রেমিক সেই মিহির বসিয়া,
তারি কোলে শিশু তার রয়েছে শুইয়া।
দাঁড়াইয়া কন্যা তার মধুরহাসিনী
আকারে প্রকারে যেন দ্বিতীয় নলিনী ;
করধৃত ফিতা তার ধরিতে যেমন
আগ্রহে করিছে শিশু করপ্রসারণ,
অমনি সে কর নিজ লয় সরাইয়া,—
গৃহ মাঝে কলহাস্য উঠে উচ্ছ্বসিয়া।

অগ্নিকুণ্ড-বামপার্শ্বে নলিনী বসিয়া
মাঝে মাঝে শিশুটিরে দেখে তাকাইয়া ;
পার্শ্বে তার দাঁড়াইয়া রয়েছে কুমার
নলিনী কি তা'র সনে বলে বারবার ;
সে কথা শুনিয়া তার আনন্দিত হিয়া,
মুখে তা'র মৃদু হাসি উঠিছে জাগিয়া।

হতভাগ্য মৃত ব্যক্তি জীবিত হইয়া,
পুনরায় স্বদেশেতে ফিরিয়া আসিয়া
দেখিল তাহার ভার্য্যা, ভার্য্যা নাহি আর
ভার্য্যার সন্তান—কিন্তু নহেক তাহার,
আপন পিতার কোলে বসিয়া রয়েছে ;
ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি এত অন্যের হয়েছে ;
এত সুখ, এত শান্তি, এ হেন বিভব,
সুন্দরদর্শন প্রিয় পুত্র কন্যা সব
হয়েছে অন্যের ; তার আপনার স্থান,
অধিকার করে আসি অন্য ভাগ্যবান।
নিজ সন্তানের স্নেহ অপরে পাইল
নিজ চক্ষে এ সকল যখন দেখিল,
যদিও সকল বিধু বলেছিল তাকে
তথাপি শ্রবণ চেয়ে আপনার চখে

দর্শনে অধিক হয় ব্যথিত হৃদয়—
দেখিয়া এ সব আর মুহূর্ত্ত সময়
স্থির হয়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে নারিল,
আপাদমস্তক দুঃখে ঘুরিতে লাগিল।
থাকিতে না পারি পাছে চীৎকার করিয়া
কেঁদে উঠে, তাহা হ'লে সে স্বর শুনিয়া
মুহূর্ত্তেক মধ্যে সব প্রকাশি পড়িবে,
নলিনীর এত সুখ বিনষ্ট হইবে।
এই ভয়ে সেখানে যে ঝাউ বৃক্ষ ছিল,
শাখা তার দৃঢ়-রূপে ধরিয়া রহিল।

শব্দ হয় পাছে পদে কঙ্কর লাগিয়া
সেই ভয়ে ধীরে ধীরে চোরের মতন
ফিরিল সেখান হ'তে। পাছে পড়ে' গিয়া
মূর্চ্ছা যায়, প্রকাশিয়া পড়িবে তখন,

সেই ভয়ে বাগানের প্রাচীর ধরিয়া
গুড়ী মেরে দ্বার হ'তে বাহিরিল সোজা।
পীড়িতের গৃহে শব্দ হইবে বলিয়া
যে রূপ সতর্কে লোকে খোলে সে দরজা-

সেইরূপ সাবধানে ফটক খুলিয়া
বাহিরিল, পুনঃ সেইরূপ সাবধানে
বন্ধ করি দিল, পরে পেছু দিক দিয়া
আসিয়া পড়িল সেই খোলা ময়দানে।

জানু পাতি ভূমি'পরে বসি,—যুক্তকরে
করিত প্রার্থনা; কিন্তু না পারি বসিতে—
পড়ি সেই প্রান্তরের আর্দ্র ভূমি'পরে
ক্ষীণ কণ্ঠে ধীরে ধীরে লাগিল বলিতে,—

"অসহ্য যন্ত্রণা এ যে! কেন তারা হায়!
লইয়া আসিল মোরে সে দ্বীপ হইতে!
সর্ব্বশক্তিমান ওহে দীন দয়াময়,
রক্ষা করেছিলে মোরে নির্জ্জন দ্বীপেতে,—

এহেন নির্জ্জনতায় ক্ষণেকের তরে
রক্ষা কর পিতা মোরে, সাহায্য আমায়
কর, আর দাও হেন ক্ষমতা আমারে
বলিয়া না ফেলি যেন কোন কথা তায়।

আমি কে, তাহাকে যেন না দিই জানিতে ;
আমার সাহায্য কর ওহে দয়াময়,
এই যে প্রতিজ্ঞা মোর, জীবন থাকিতে
কোনরূপে কভু যেন ভঙ্গ নাহি হয়।

আমার সন্তানগণ! তাহাদেরো সনে
ক'ব না কি কথা! (তারা চিনে না আমায়)
প্রকাশি ফেলিব তবে সব সেই ক্ষণে ;
আমি কে, তাহারা যেন জানিতে না পায়।

আপন সন্তানদের স্নেহের চুম্বন
আমার অদৃষ্টে নাই,—দুহিতা আমার
আকারে প্রকারে তা'র জননী যেমন ;
সেই যে বালক—সে ত মোর আপনার।"

তার পর, বাক্‌শক্তি, চিন্তাশক্তি, আর
জ্ঞান তার, লুপ্ত হ'ল ক্ষণেকের তরে ;
সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ি ভূমির উপর
রহিল, চৈতন্য যবে হ'ল ক্ষণ পরে

তখন উঠিয়া তবে ফিরিয়া চলিল
তার সেই নিরজন গৃহ অভিমুখে;
দীর্ঘ রাজপথ দিয়া চলিতে লাগিল,
ভাবিতে লাগিল কত চিন্তাকুল বুকে।

গানের অন্তরা সম শুধু বারে বারে
আপনার মনে মনে লাগিল বলিতে,—
"বলিয়া না ফেলি যেন কোন কথা তারে,
আমি কে, তাহারে যেন না দিই জানিতে।"

পাইল হৃদয়ে হেন অসহ্য যাতনা,
তথাপি সে একেবারে অসুখী ছিল না;
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা আর ঈশ্বরে বিশ্বাস
দিয়াছিল হৃদে তা'র নূতন আশ্বাস।
ভক্তিসহকারে সদা প্রার্থনা করিত;
ভক্তিতে বিশ্বাসে শুধু ছিল সে জীবিত।
"মিহিরের পত্নী"—শেষে বিধুরে সুধায়,
"যার কথা বলেছিলে সে দিন আমায়,
নাহি কি হৃদয়ে তার এই শঙ্কাভার
হয় ত জীবিত আছে পূর্ব্ব স্বামী তা'র?"
উত্তর করিল বিধু,

"খুব ভয় তার
আছে মনে; তুমি যদি সম্মুখে তাহার
বল গিয়া অনিলেরে দেখেছ মরিতে,
তাহা হলে শঙ্কা দূর হয় তার চিতে।"
বলিতে লাগিল মনে অনিল তখন,
"পরমেশ এনেছেন আমারে যখন
এখানেতে, নিরজন সে স্থান হইতে,
তখন নলিনী শীঘ্র পারিবে জানিতে।
পরমেশ ডাকিবেন আমারে যখন,
পারিবে জানিতে সব নলিনী তখন।
সে দিনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি আমি,
শীঘ্র সেই দিন দাও, ওহে অন্তর্য্যামী!"

অনিল তাহার পর দাতব্য উপর
নির্ভর করিতে ঘৃণা করি অতঃপর,
আপনার গ্রাসোপায় উপার্জ্জন তরে
বন্দরেতে প্রতিদিন নানা কাজ করে।
বহু প্রকারের কার্য্য অনিল জানিত,
বড় বড় পিপা সব প্রস্তুত করিত;
ছুতারের কার্য্য—তা'ও কখন করিত,
জেলেদের তরে জাল কভু বা বুনিত।

সে কালের ব্যবসার—সামান্য সকল
জিনিস বোঝাই নৌকা আসিত কেবল,
অনিল সে সব মাল বোঝাই নৌকার
নামাইয়া নিত কভু, উঠাইত আর।
এইরূপ নানা কার্য্যে আপনার তরে
সামান্য রূপেতে কিছু উপার্জ্জন করে।
জীবিকার তরে কাজ করিতে লাগিল
কিছুতেই কিন্তু তার উৎসাহ না ছিল।
যে দিন সে করেছিল শেষে আগমন
তার পর হ'ল এক বর্ষ-বিবর্ত্তন;
অল্প অল্প হ'ল তার পীড়ার সঞ্চার,
ক্রমশঃ দুর্ব্বল বোধ হইল তাহার,
অবশেষে অসমর্থ হইল কার্য্যেতে,
থাকিত কেবল তার আপন গৃহেতে;
ক্রমে ক্রমে শয্যা হ'তে উঠিবার আর
রহিল না এতটুকু সামর্থ্য তাহার;
দিন রাত শয্যাতেই বাসিয়া থাকিত,
হ'ল শেষে একেবারে শয্যায় শায়িত।
অনিল পীড়ায় তার ছিল না কাতর;
সহ্য করি ছিল সব হইয়া তৎপর;
সিন্ধু-বক্ষে তরীবাসী ভগ্নপোত'পরি

দেখে যবে বহুদূরে আসিতেছে তরী
যে আনন্দে, যেই সুখে তাদের হৃদয়
উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হয় সে সময়,
তাহার অপেক্ষা সুখ অধিক হইল
অনিলের, যখন সে জানিতে পারিল—
শীঘ্র যেতে হ'বে তারে মরণের পার,
সকল কষ্টের শেষ হবে এইবার।
কারণ আসন্নপ্রায় মৃত্যুতে তাহার
হয়েছিল মনে মনে আশার সঞ্চার।

অনিল ভাবিল
"মোর হইলে মরণ
বুঝিতে পারিবে তবে নলিনী তখন,
জীবনের শেষ দিন অবধি তাহারে
ভালবাসিতাম আমি।"
পরে উচ্চস্বরে
বিধুরে ডাকিয়া কাছে, বলিল তাহারে,—
"গোপনীয় কথা এক বলিব তোমারে;
কেবল শপথ কর, বলিবার আগে,
বলিব যে কথা মোর মরণের আগে
সে কথা প্রকাশ নাহি করিবে কখন,"

চীৎকার করিয়া বিধু বলিল তখন,
"মরণ,—কি বলে শুন!—বলি বা কাহাকে!!
"নিশ্চয় কহিনু মোরা বাঁচাব তোমাকে।"
অনিল বলিল কিছু ক্রোধিত হইয়া,
"দিব্য কর ধর্ম্মগ্রন্থ পরশ করিয়া।"
ভীত হয়ে বিধু তবে প্রতিজ্ঞা করিল,
অনিল তখন তারে বলিতে লাগিল
নিক্ষেপিয়া অশ্রুশূন্য দৃষ্টি তার প্রতি,
"বহু পূর্ব্বে এই গ্রামে করিত বসতি
অনিল নামক কোন লোক এক জন,
তুমি কি তাহারে বিধু চিনিতে কখন?"
উত্তর করিল বিধু,
"চিনিতাম তারে!
চিনিতাম দূর হ'তে দেখিলেও পরে;
মনে পড়ে পাইতাম দেখিতে তখন,
পর্ব্বতীয় পথ হ'তে নামিত যখন।
মস্তক তাহার সদা উন্নত থাকিত
কাহাকেও কোন কালে গ্রাহ্য না করিত।"
কাতরে করুণ স্বরে অনিল তখন
উত্তর করিল,—
"তার মস্তক এখন,

হইয়াছে নত, আর কেহই তাহারে,
এখন বারেক আর মনে নাহি করে।
দুদিনের বেশী আমি বাঁচিব না আর;
শুন তবে বিস্তারিয়া বলি এইবার;
চেন কি আমারে? আমি সেই নিরাশ্রয়!”
শুনিয়া বিধুর মনে না হয় প্রত্যয়।
বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে করিয়া চীৎকার
সম্ভাষি অনিলে বিধু বলিল আবার,—
“তুমি কি অনিল সেই! তুমি সেই জন!
না—না—না—হইতে তাহা পারে না কখন,
তোমার অপেক্ষা সে যে ছিল দীর্ঘকায়!”
অনিল সে কথা শুনি কহে পুনরায়,
“ঈশ্বর আমারে হেন করেছেন নত
তাহার অপেক্ষা, পূর্ব্বে ছিনু যেই মত।
দুঃখ কষ্ট আর মোর প্রবাস নির্জ্জন
অকালে স্থবির মোরে করেছে এমন।
তথাপি তথাপি বিধু জানিও নিশ্চয়
আমি সেই জন ভিন্ন আর কেহ নয়;
আমি সেই—বিবাহ যে করেছিল তারে—
নাম করিব না আর—মিহির যাহারে
বিবাহ করেছে এবে।

ব’স ভাল করে,
মোর সব ইতিহাস বলিব তোমারে।”

অনিল তাহার পর বলিতে লাগিল—
কেমনে সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ করিল,
তরী ভেঙ্গে কি প্রকারে হ’ল সর্ব্বনাশ,
করিল কেমনে একা নিরজনে বাস,
তার পর গৃহে ফিরে এল পুনরায়,
কেমনেতে নলিনীরে দেখিবারে যায়,
তার পর করেছিল প্রতিজ্ঞা কেমন,
এ যাবৎ কেমনে তা করেছে পালন।
ইহা শুনি রমণীর নয়ন হইতে
স্রোতোধারা মত অশ্রু লাগিল বহিতে
সে সময়ে হয়েছিল ইচ্ছা অতিশয়
মনে তার সে গ্রামের চারিদিকময়
সকলের নিকটেতে ছুটিয়া যাইয়া
অনিলের কথা সব কহে প্রকাশিয়া।
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ আর ভয়ের কারণ
তাহা হতে ক্ষান্ত বিধু হইল তখন।
কেবল বলিল, “মৃত্যুপূর্ব্বে একবার
দেখে লও পুত্র আর কন্যারে তোমার।

অনিল, আমারে তুমি দাও অনুমতি,
তাহাদের লয়ে আমি আসি শীঘ্রগতি।”
এত বলি ব্যগ্র হয়ে উঠিবারে যায়,
অনিল ভাবিয়া কিছু নিবারিল তায়।

কহিল সে, “মোর এই মৃত্যুর সময়,
এহেন বিরক্ত তুমি করো না আমারে,
মরণ সময়াবধি বলি হে তোমায়,
আমার প্রতিজ্ঞা দাও রক্ষা করিবারে।

এসে ব’স, যতক্ষণ কথা কহিবার
ক্ষমতা রয়েছে মোর বলি ততক্ষণ;
শুন ভাল করে, বুঝ মন দিয়া আর,
তোমা প্রতি এই ভার করিনু অর্পণ—

বলিবে তাহারে দেখা হ’লে তার সনে,
মরিবার কালে আমি আশীর্ব্বাদ তারে
করিয়াছি কত, আর ঈশ্বর-সদনে,
প্রার্থনা করেছি তার মঙ্গলের তরে।

জীবনের শেষ কাল অবধি তাহায়
ভালবাসিয়াছি আমি পূর্ব্বের মতন ;
কণামাত্র কম নাহি ছিল ; কিন্তু হায় !
কেবল নাহিক আর সে মোর এখন !

বলিও কন্যারে মোর দেখেছি যাহারে
আকারে প্রকারে তার জননীর মত,
মৃত্যুকালে আশীর্ব্বাদ করেছি তাহারে,
(আর) কুশল-কামনা তার করিয়াছি কত।

বলিও পুত্রেরে মোর, তাহার কারণ
করিয়াছি মৃত্যুকালে আশীষ অশেষ !
জানিও মিহিরে মোর আশীষ-বচন—
কুশলে সতত তারে রাখুন ভবেশ।

যদ্যপি ছেলেরা মোর, মোরে দেখিবারে
ইচ্ছা করে মৃত্যু পরে মোর, তাহা হ'লে—
(তাহারা জীবনে কভু জানে না আমারে,)
দেখাইও সাথে করি আনিয়া সকলে,

আমি তাহাদের পিতা, কিন্তু সাবধান!
আসে না নলিনী যেন, কারণ আমার
মৃত মুখ নেহারিয়া ব্যথিত পরাণ
এ জীবনে শান্তি কভু পাবে না সে আর।

এক্ষণে একটি আর আপনার জন
রহিয়াছে অবশিষ্ট, যেই জন পরে
করিবে মরণ-পারে মোরে আলিঙ্গন,
এই দেখ চুল তার;—দিয়াছিল মোরে—

সে আমায়, চীন দেশে যে সময় যাই,
তার মাথা হ'তে কাটি; আমি সযতনে
এত কাল রেখে ছিনু নিকটে সদাই
ভেবেছিনু লয়ে ইহা যাব মোর সনে—

সমাধিতে মোর; কিন্তু এখন আমার
সে মত নাহিক আর; কারণ তাহারে
দেখিব অচিরে আমি মরণের পার
বাস করিতেছে এবে শান্তির আগারে।

বরঞ্চ যখন মৃত্যু হইবে আমার,
মৃত্যু পরে লয়ে গিয়ে ইহা তারে দিবে,
ইহা দেখি হ'বে মনে সান্ত্বনা তাহার,
"আমি সেই, তাহাও সে জানিতে পারিবে।"

এতেক বলিয়া তবে অনিল থামিল;
বিধু অতি ব্যগ্রভাবে
উত্তরিল, "সব হ'বে,
"সকল করিব" বলি প্রতিজ্ঞা করিল।

বিস্ফারিত দু'নয়নে
চাহিয়া বিধুর পানে
অনিল সকল কথা বলিল আবার,
বিধুও তেমনি করে
পূর্ব্বের মতন স্বরে
"সকল করিব" বলি করে অঙ্গীকার।

এই রূপে দুই দিন অতীত হইল,
তৃতীয় নিশিতে যবে
অনিল নিস্পন্দভাবে
বিবর্ণ বিশীর্ণ দেহে ঘুমাতে লাগিল;

বিধু আসি বারে বারে
দেখিতে লাগিল তারে,
কখন জাগ্রত থাকে, তন্দ্রা বা কখন,
হেন কালে, আচম্বিতে
সিন্ধু-বারি-রাশি হ'তে
উত্থিত হইল এক গভীর গর্জ্জন ;

সেই শব্দে সে বন্দর
সেথাকার যত ঘর
সব যেন এককালে উঠিল কাঁপিয়া,
অনিল জাগ্রত হয়ে,
উঠি শয্যা তেয়াগিয়ে
প্রসারিয়ে দুই বাহু, চীৎকার করিয়া।

"তরণী এসেছে ওই,
তরণী এসেছে ওই,
"পরিত্রাণ এই বার হইল আমার।"
এতেক বলিয়া পরে
পড়ি গেল শয্যা 'পরে
মুখ দিয়া কথা নাহি বাহিরিল আর।

আত্মা তাঁর চলিলেন মরণের পার,
বহু সমারোহে তার সমাধি হইল,
সেইরূপ সমারোহ সে বন্দরে আর
তা'র পূর্ব্বে কেহ কভু নাহি দেখেছিল।

বসন্তের রাণী।

(১)

জননী গো বলিতেছি করিয়া বিনয়,
জাগায়ো আমারে কাল প্রত্যূষ সময়,
যতেক সুখের দিন নব বর্ষে আছে—
কা'র(ও) তুলনা নাই কল্যকার কাছে,
কি আনন্দ-দিন কাল কি কব জননী,
কাল যে হইব আমি বসন্তের রাণী!

(২)

আছে বটে অনেকের আঁখি-ইন্দীবর
আমার মতন নহে উজ্জ্বল সুন্দর,
সুশীলা সরলা আছে বিন্দু সুলোচনা,
সবে বলে মোর কাছে নাহিক তুলনা,
এমন সুন্দর মেয়ে কখন দেখেনি
তাই আমি হব মাগো বসন্তের রাণী।

(৩)

ঘুমেতে সারাটি রাত্রি থাকি অচেতন
তুমি না উঠালে আমি উঠিনা কখন,
এত ঘুম হলে কাল চলিবে কি করে ?
তুলিতে হবে যে মোরে ফুল, সাজি ভোরে,
তাই বলি উঠায়ো গো প্রত্যূষে জননী,
আমি যে হইব কাল বসন্তের রাণী !

(৪)

উপত্যকা হতে যবে আসিনু ভবনে
বল দেখি হয়েছিল দেখা কার সনে ?
সুরেশ তখন ছিল তথায় বিরলে
সেতুর উপরে এক বটবৃক্ষতলে,
ভাব্‌ছিল বসে মোর সুতীক্ষ্ণ চাহনী ;
আমি যে হইব মাগো বসন্তের রাণী !

(৫)

শুভ্র বেশ পরিধানে ছিল যে আমার
দেবাত্মা বলিয়া ভ্রম হয়েছিল তার,
বিজলীর মত দ্রুত কথা না কহিয়ে
তাহার সুমুখ দিয়ে এলেম চলিয়ে—
গর্ব্বিণী বলিবে সবে তাহা নাহি জানি,
কাল আমি হব মাগো বসন্তের রাণী !

(৬)

শুনি নাকি সুরেশ যে আছে মৃতপ্রায়
মোর ভালবাসা তরে, এমন কি হয়
সে মরিবে প্রেম লাগি ? মোর কিবা তায়,
অনেক প্রেমিক মাগো আছে এ ধরায় ;
মোরে যেই ভালবাসে তাহা আমি জানি,
আমি যে হইব মাগো বসন্তের রাণী।

(৭)

ছোট বোন বিনি কাল যাবে মোর সাথে
রাণী হ'ব দেখিবারে শ্যামল মাঠেতে,
রাখাল বালক যত আমারে দেখিতে
আসিবে সকলে দূর দূরান্তর হতে,—
তুমিও দেখিতে কাল যেওগো জননী!
কাল মা হব গো আমি বসন্তের রাণী।

(৮)

কুঞ্জলতা গেট বেড়ি' লতায়ে লতায়ে
রচিয়াছে কুঞ্জবন দুয়ারের গায়ে,
সুন্দর কলিকা ফুল প্রণালীর ধারে
ফুটে আছে কি সুন্দর মাঠ শোভা করে,
ফুটেছে কনক-চাঁপা কনকবরণী ;
আমি যে হইব কাল বসন্তের রাণী

(৯)

ছোট ছোট শ্যামবর্ণ ঘাসের উপরে
সন্ধ্যা-বায়ু কভু থামে, কভু বহে ধীরে ;
ছোট ছোট তারাগুলি উজ্জল বিভায়
শস্যের উপর দিয়া হেসে চলে যায়,
সারা দিনে বৃষ্টি কাল হবে না জননী,
কাল যে হইব আমি বসন্তের রাণী।

(১০)

জননী গো ! ছোট ছোট উপত্যকাগুলি
শ্যামল সতেজ তৃণে শোভিবেক কালি,
পাহাড়ের গায়ে কত ফুল ফুটে আছে—
সেই সব কুসুমিত উপত্যকা কাছে,
নেচে নেচে বহে যবে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী,
কাল আমি হব মাগো বসন্তের রাণী।

(১১)

তাই বলি জননী গো মিনতি করিয়ে,
প্রত্যূষেতে কাল মোরে দিও গো ডাকিয়ে ;
সুখের নূতন বর্ষে যত দিন আছে
নাহিক তুলনা কারো কল্যকার কাছে,
কাল কি সুখের দিন হবে গো জননী,
আমি যে হইব কাল বসন্তের রাণী।

বর্ষারম্ভ।

(১)

জাগাইও আমারে তখন তুমি
প্রাতে যবে উঠিবে জননী,
দেখিব যে আমি উদিবে কেমন
আহা নব বেশে দিনমণি!
শেষ দেখা মাগো দেখিয়া লইব,
নব বর্ষ দেখিব না আর;
মরণের পারে যাব, মোর লাগি
ভাবিও না জননী আমার।

(২)

দেখিয়াছি সূর্য্য অস্ত, অস্তকালে
ফেলিয়া সে গিয়াছে যে হায়,
পুরাতন বর্ষ, কাল, আর মোর
অন্তরের শান্তি সমুদায়;
আসিতেছে নব বর্ষ ফিরে, কিন্তু
মাগো আমি দেখিব না আর,
মুকুলিত শাখা সব কচি কচি
পাতাগুলি বৃক্ষের উপর।

(৩)

অতীত বসন্তে সখীগণ মোরে
করেছিল বসন্তের রাণী,
ফুলের মুকুটে সাজি কত সুখে
কেটেছিল সেই দিনখানি ;
সজ্জিত কীলক বেড়ি ঝোপ মাঝে
ঘুরে ঘুরে নেচেছিনু কত,
ক্রমে ক্রমে তারাগুলি আকাশের
গায়ে এসে হ'ল উপনীত।

(৪)

তুষারবেষ্টিত এবে পুষ্পহীন
হ'য়ে আছে উপত্যকাচয়,
বাঁচিবার সাধ শুধু দেখিবারে
বসন্তের শোভা পুনরায় ;
তুষার যাইবে গলে, নব বেশে
উদিবেক নব দিবাকর,
বড় ইচ্ছা—মৃত্যু আগে দেখিবারে
বসন্তের কুসুমনিকর।

(৫)

উচ্চ বৃক্ষ শিরে বসি পিকবর
ধরিবেক কুহু কুহু তান,

প্রান্তরের পার হ'তে আসিবেক
পাপিয়ার সুমধুর গান;
নব দিবাকর সনে বসন্তের
পাখী সব আসিবেক ফিরে,
আমিও থাকিব তখন জননী
পুরাতন সমাধিমন্দিরে।

(৬)

সৌধ-বাতায়ন-পথে, আর মাগো
মোর সেই সমাধি উপর,
প্রভাতে রক্তিম আভা ঢালিবেক
নিদাঘের নব দিবাকর;
তখনো পশিবে না কানে কারো
মাগো বনকুক্কুটের ধ্বনি,
ঘুমে অচেতন রবে মা আমার,
সুপ্ত রবে সমগ্র ধরণী।

(৭)

পুষ্প বিকশিত হবে পুনরায়
নিশীথের স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে
ধূসর উদ্যান মাঝে, আর মাগো
দেখিতে ত পাবে না আমাকে;
সুস্নিগ্ধ মলয় বায়ু বহে' যাবে

শ্যামল তৃণের 'পর দিয়ে,
দেখিতে পাবে না মোরে তুমি আর
র'ব আমি সমাধিতে শুয়ে।

(৮)

শেফালি গাছের তলে মা আমার
সমাধি করিও মোর তুমি,
মাঝে মাঝে সেইখানে আমারে গো
দেখিবারে আসিও জননী ;
তোমারে জননী আমি ভুলিব না,
শুনিব তোমার পদধ্বনি,—
সমাধির ঘাসের উপর দিয়া
চলে যবে যাইবে জননী।

(৯)

কত দোষ করিয়াছি আমি মাগো
সব দোষ ক্ষমিও আমার!
বিদায়ের আগে ক্ষমা কর মোরে
ভালবাসা দাও মা তোমার।
তুমি মোর তরে কাঁদিও না আর,
মা আমার কাঁদিও না আর,
ভালবেসো বিনিরে মা, রহিল সে,
মোরে ভুলে যাও মা আমার।

(১০)

ইচ্ছা হলে মোর সমাধি হইতে
ফিরিয়া আসিব পুনরায়,
তুমি ত দেখিতে পাবে না আমায়
আমি কিন্তু দেখিব তোমায়;
ক'ব না একটি(ও) কথা, কিন্তু মাগো
শুনিব তোমার সব বাণী,
ভাবিবে সুদূরে মোরে, আমি কিন্তু
কাছে তব রহিব জননী।

(১১)

বিদায় জননী তবে চির তরে,
মোরে যবে দিবে মা বিদায়,
মৃত্যু-পরে ঘর হতে সমাধিতে
লয়ে যবে যাবে মা আমায়;
সে দৃশ্য কখন যেন প্রিয় ভগ্নী
বিনি মোর দেখে না নয়নে,
তার মাগো কোমল হৃদয় অতি—
বড় ব্যথা লাগিবে পরাণে।

(১২)

খেল্‌না যতেক মোর যত্ন ক'রে
রাখিয়াছি বাহিরের ঘরে,

সকলি লইবে বিনি, আমি আর
তাহা ল'তে আসিব না ফিরে ;
সাধ করে রোপেছিনু গোলাপের
ঝাড় আর শেফালির শ্রেণী,
কেয়ারী করিয়া বারান্দার ধারে
ভাল করে রাখে যেন বিনি।

(১৩)

চলিনু শুইতে, বিদায় জননী !
প্রাতঃকালে দিও গো উঠায়ে,
সারাটি রজনী জাগি নিশাশেষে
আমি মাগো পড়ি যে ঘুমায়ে ;—
কিন্তু মাগো নব বরষের রবি
উদিবে যে সাধ দেখিবার,
তাই বলি সে সময়ে উঠাইও,—
উঠাইও জননী আমার !

বর্ষশেষ।

(১)

ভেবেছিনু যাব চলে নূতন বসন্ত এলে,
কিন্তু এখনও মাগো আছি যে বাঁচিয়া,
শস্যক্ষেত্র চারি দিকে শুনিতেছি সকৌতুকে
ক্ষুদ্র মেষশিশুগুলি উঠিছে ডাকিয়া ;
যেন কিছু পড়ে মনে নব বর্ষ আগমনে
সে দিন সারাটি বেলা মেঘে ঢেকেছিল,
ফুটিবার আগে বেলা ভেবেছিনু মোর খেলা
সাঙ্গ হবে, কিন্তু ফিরে চামেলি ফুটিল।

(২)

কি সুন্দর আহা মরি ! উপবন আলো করি
সুমিষ্ট চামেলিগুলি ফুটেছে কেমন,
আরো মিষ্ট এর চেয়ে শুনি বিছানায় শুয়ে
ক্ষুদ্র পাখীদের গান বীণার মতন ;
বসন্ত-আগমে ধরা পুলকে হয়েছে ভরা,
সাজিয়াছে কি সুন্দর পরি ফুলহার,
প'ড়ে, মা, রোগশয্যায় আরো ভাল মনে হয়
পীড়িত জীবন চেয়ে মরণের পার।

(৩)

এ সুন্দর ধরা ফেলে   মাগো আমি যাব চলে
    হ'ত আগে বড় কষ্ট এ কথা ভাবিতে,
কিন্তু মা জননী আর   ক্ষণ তরে বাঁচিবার
    বাসনা এখন নাহি হয় মোর চিতে;
কিন্তু ইহা সুনিশ্চয়   আর বেশী দিন নয়,
    সুদূর শান্তির রাজ্যে করিব গমন,
আমাদের গুরু আসি   মাথার শিয়রে বসি
    শুনালেন সুমধুর শান্তির বচন।

(৪)

মোর কাছে বসি যবে   গুরু আসি মৃদু রবে
    শুনালেন জগদীশ-নাম কতবার,
তখন হৃদয় মোর   আনন্দে হইল ভোর
    মঙ্গলকামনা কত করিলাম তাঁর;
ধন্য তাঁর বাক্যগুলি   যেন মধু দেছে ঢালি.
    তাঁহার জীবন মাগো হ'ক শান্তিময়,
প্রভু তাঁরে আজীবন   সুখেতে রাখেন যেন,
    সুখের আগার হ'ক তাঁহার আলয়।

(৫)

ঈশ্বরের দয়া আর   পাপীর পাপের ভার
    দেখায়েছে দয়া করে সেই বৃদ্ধ নর,

যদিও বালিকা হই   তবু মা দিবেন ঠাঁই
    নিজের চরণতলে জগৎ-ঈশ্বর ;
যদি এ সম্ভব হয়   ভাল হব পুনরায়,—
    তবু মা বাঁচিতে সাধ নাহি এক রতি,
যিনি মোর তরে প্রাণ   অক্লেশে করিলা দান
    তাঁহার নিকটে যেতে সদা চাহে মতি।

(৬)

নিশাশেষে ঊষালোকে   দোয়েলা কোয়েলা ডাকে,
    সে স্বর জননী! মোর পশেনি শ্রবণে,
ছিলনাক ঘুমঘোর   রয়েছে সম্মুখে মোর
    দেখিনু সুন্দর দৃশ্য মানস নয়নে ;
সম্মুখেতে মা আমার   ব'স এসে এইবার,
    দাও মা তোমার হাত মোর হাত 'পরে,
বিনি, মা, কোথায় আছে ?   বসুক আমার কাছে,
    শুন তবে সে কাহিনী বলি মা তোমারে।

(৭)

চন্দ্র অস্ত গেলে পরে   পৃথিবী আঁধারে ঘেরে,
    শুকতারা হয়ে আসে অস্তমিতপ্রায়,
অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ে,   সে সময়ে ধীর স্বরে
    স্বরগের দূতগণ ডাকিছে আমায় ;
বিটপীর পাতা নড়ে   কথা কহে পরস্পরে,

স্বন স্বন শব্দে মাগো বহে সমীরণ,
বায়ু যেন করে খেলা সমস্ত সকাল বেলা
শুনিলাম মোরে যেন ডাকে দূতগণ।

(৮)

নিদ্রা নাই, চুপ করে বিছানায় আছি পড়ে,
তোমার, বিনির কথা ভাবিতেছি শুয়ে,
যেন মা দেখিনু আমি গৃহে বসে আছ তুমি,
আমি তথা নাই, কোথা গিয়েছি চলিয়ে;
তোমাদের তরে মাতঃ! প্রার্থনা করিনু কত
পরমেশ-প্রেমে মন বিভোর হইল,
হেন বোধ হল মনে— যেন বাতাসের সনে
স্বর্গীয় বীণার ধ্বনি বাজিয়া উঠিল।

(৯)

প্রথমে ভাবিনু মোর ভাঙ্গেনি ঘুমের ঘোর,
কিন্তু তাহা নহে, স্পষ্ট পাইনু শুনিতে,
যেন কেহ কাছে এসে কথা কহে মৃদু ভাষে,—
কি কথা বলিল তাহা নারিনু বুঝিতে;
কারণ, সে মধু স্বরে ভয় ও আনন্দভরে
আমার অন্তর যেন কাঁপিতে লাগিল;
উপত্যকাকাছে এসে বাতাসের সনে মিশে
আবার সুন্দর স্বর শ্রবণে পশিল।

(১০)

তোমরা ত—মা তখন ছিলে ঘুমে অচেতন,
ভাবিনু এ সব চিহ্ন আমার কারণ,
ভাবিলাম, পুনরায় ইহা যদি শুনা যায়—
জানিব আমারে নিতে এর আগমন;
পুনঃ ফিরে মনোহর শুনিলাম সেই স্বর,
আসিল সে শেষে ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়ে;
যেন বোধ হ'ল মনে স্বরগের দিক পানে
সোজা গিয়ে তারা সনে গেল মা মিলায়ে।

(১১)

বুঝিতেছি মা আমার বিলম্ব নাহিক আর
ত্বরায় হইবে শেষ আমার জীবন,
যেই দিক দিয়া মাতঃ! সে স্বর হইল গত
মোর আত্মা সেই দিকে করিবে গমন;
আজিকে যদি জননী চলিয়া যাই এখনি
কোন দুঃখ তাতে মোর হবে না অন্তরে,
বিনি কি কবে না জানি তারি তরে ভাবি আমি
সান্ত্বনা তাহারে মাগো ক'রো ভাল করে।

(১২)

সুরেশ আমার তরে দুঃখ যেন নাহি করে,
বুঝাইয়া ভাল করে বল মা তাহায়;

মোর চেয়ে গুণবতী আছে মা কত যুবতী
তাহা হ'তে হইবে সে সুখী পুনরায় ;
যদি বাঁচিতাম আমি কি হইত তা না জানি—
হয় ত—হ'তাম আমি তাহার ঘরণী,
কিন্তু গো মাতঃ যখন ফুরাতেছে এ জীবন
তার সাথে এ আশাও ফুরাল জননী।

(১৩)

দেখ মা দেখ মা চেয়ে শত শোভা প্রকাশিয়ে
উদিতেছে দিবাকর সোণার বরণ,
শত শত মাঠ পর দিতেছে রক্তাভ কর
মোর কাছে সে সকল মাঠ পুরাতন,
তথায় খেলিছি কত আর তথা যাব না ত
ফুটেছে কুসুম কত, পড়েছে তাহাতে
সুন্দর রবির কর ; কত শত নারী নর
তুলিবে সে সব, আসি পাব না তুলিতে।

(১৪)

আজি চলে গেলে বেলা তার সাথে তব-খেলা
সাঙ্গ হবে মোর, যাব তারকার পুর,
এই কথা মনে হ'লে আনন্দেতে যাই গলে,
কেমন সুন্দর কথা, কতই মধুর ;
সাধু সত্যপরায়ণ ধার্ম্মিক মহাত্মগণ

সনে, মাগো, চিরকাল থাকিব তথায়,
ক্ষণিক যে এ জীবন তার তরে অকারণ
দুঃখ কেন করি মোরা, কি কাজ তাহায়!

(১৫)

নাহি যথা রোগ শোক, জ্বলে সদা সত্যালোক,
র'ব চিরকাল হেন শান্তিনিকেতনে;
আমি মা তথায় গিয়ে, রব পথ নিরখিয়ে,
তোমরাও যাবে সেই আনন্দসদনে,
হেথা আমি তব বুকে যেমন শুই মা সুখে
সেখানেও সেইরূপ সুখেতে রহিব,
চিন্তা কষ্ট নাহি রবে, দুঃখ-ভার দূর হবে,
পিতার কোমল কোলে বিশ্রাম লভিব।

বিভাবতী।

নদীতীরে ক্ষুদ্র এক কুটীরেতে বাস
করিত কৃষক কোন, নাম কৃষ্ণ দাস।
বিপিন সন্তান, আর বন্ধুর সন্ততি
ছিল এক,—কন্যাটির নাম বিভাবতী।
কৃষ্ণ দাস এ দোঁহারে করি নিরীক্ষণ,
পরিণয় দিবে বলি করিল মনন।
কৃষকের ইচ্ছা বিভা পারিয়া বুঝিতে,
বিপিনেরে প্রেম-চক্ষে লাগিল দেখিতে।
বিপিনের তাতে কিন্তু নাহি ছিল মতি,
ভালবাসা নাহি ছিল তা'র বিভা প্রতি।

একদিন বিপিনেরে কাছে ডাকি আনি
বলিল কৃষক, "বৎস! শুন এক বাণী—
হয়েছিল মোর বেশী বয়স যখন,
দিয়াছিলেন পিতা মোর বিবাহ তখন।
এখন বাসনা মনে হতেছে আমার,
ত্বরায় দিইব আমি বিবাহ তোমার।

হেরিব পৌত্রের মুখ মরণের আগে,
এই ইচ্ছা সদা মোর অন্তরেতে জাগে।
রাখিয়াছি আমি এক কন্যা ঠিক ক'রে,
বারেক বিভার দিকে চাহিয়া দেখরে।
দেখিতে সুন্দরী অতি, অতি সুলক্ষণা,
অল্পেতেই গৃহকর্ম্মে কেমন নিপুণা।
বিভার জনক মোর বড় বন্ধু ছিল,
কালে তার সনে খুব বিবাদ হইল।
দেশান্তরে গিয়া বন্ধু ত্যজিল জীবন;
করিতেছি তাই তার কন্যারে পালন।
রূপে লক্ষ্মী বিভা, গুণে নাহিক তুলনা,
বহু কাল হ'তে তাই মনেতে বাসনা—
তোর সনে দিব আমি বিবাহ তাহার;
এখন বাসনা পূর্ণ কররে আমার।"

শুনিয়ে বৃদ্ধের তবে এ সব বচন,
যুবক করিল স্পষ্ট উত্তর তখন;—
"ইচ্ছা মোর নাহি তারে বিবাহ করিতে;
করিব না এ বিবাহ জীবন থাকিতে।"
শুনিয়া কৃষক তবে পুত্রের বচন,
রাগেতে হইল তার আরক্ত লোচন।

দন্তে দন্ত ঘরষিয়ে লাগিল বলিতে—
"এ বিবাহ করিবি না জীবন থাকিতে ?
বালক, নির্ভয়ে তুই এ কথা বলিলি,
আমার সম্মুখে কোন দ্বিধা না করিলি।
তোদের মতন মোরা ছিলাম যখন,
বেদবাক্য সম ছিল পিতার বচন।
এখন আমার বাক্য, বলি আরবার,
অবশ্য শুনিবি তুই।

"দেখ একবার,
বিবেচনা করে বাছা দেখ ভাল করে,
মাসেক সময় আমি দিলাম তোমারে।
উত্তর মনের মত যদি নাহি দিবে,
মোর গৃহে তবে তোর স্থান না মিলিবে।"
বিপিন এতেক শুনি রাগান্বিত হয়ে—
বলিল কতই কথা কম্পিতহৃদয়ে।
পিতার সম্মুখ হতে দূরে চলি গেল,
তদবধি বিভা প্রতি বিষ-দৃষ্টি হ'ল।
আরো জ্বলে যেত যেন তাহারে দেখিলে,
যেটুকু বাসিত ভাল, তাও গেল চলে।
নিষ্ঠুরের মত বড় ব্যবহার করিত,
বিভাবতী নম্রভাবে সকলি সহিত।

এক মাস না যাইতে বিপিন তখন,
রোষভরে ছাড়ি গেল পিতার ভবন।
কোন এক কৃষকের চাকর রহিল,
তার সনে ক্ষেতে কাজ করিতে লাগিল।
ঈর্ষ্যাতে কতক আর প্রেমেতে পড়িল,
মায়া নামে তার কন্যা বিবাহ করিল।
বিবাহের বাদ্য যবে উঠিল বাজিয়া,
কৃষ্ণ দাস সে সময়ে বিভারে ডাকিয়া
বলিতে লাগিল,
"অয়ি প্রাণের বালিকে,
জানিস ত তুই, কত ভালবাসি তোকে।
বলি শুন, যা'রে আমি কুপুত্র ভাবিয়া,
বাড়ী হ'তে দূর করে দেছি তাড়াইয়া;
তার সনে যদি তুমি কথা কও ফিরে,
কিংবা তার স্ত্রীর সনে, তাহা হলে তোরে,
আমার ভবন হ'তে তাড়াইয়া দিব;
মুখেতে বলিনু যাহা কার্য্যে তা করিব।"
প্রতিজ্ঞা করিল বিভা, কিন্তু মনে ভাবে,
অবশ্য ইহাঁর মন বদলাইয়া যাবে।"

এইরূপে গত হয়ে গেল কিছু দিন;

একটি সন্তান লাভ করিল বিপিন।
দুঃখের অবস্থা তার হইল তখন,
ভগ্নহৃদয়েতে রোজ করিত গমন
পিতার বাড়ীর দ্বার সন্নিকট দিয়া,
কিন্তু তার পিতা নাহি চাহিত ফিরিয়া।
বিভা তাহা দেখি অতি ব্যাকুল হইল,
গোপনে সাহায্য কিছু করিতে লাগিল।
সঞ্চয় করিত যাহা লুকাইয়া দিত,
কে দিতেছে কেহ নাহি জানিতে পারিত।

এইরূপে গত হ'য়ে গেল কিছু দিন,
দুরন্ত জ্বরেতে হায় পড়িল বিপিন।
সুপক্ক শস্যেতে পূর্ণ মাঠ যবে ছিল,
সে সময়ে মৃত্যু আসি বিপিনে গ্রাসিল;
তাহা শুনি স্থির নাহি থাকিতে পারিয়া
মায়ার নিকটে বিভা চলিল ছুটিয়া।
পুত্রটিকে কোলে করি বিরসবদনে
বসিয়া রয়েছে মায়া সজলনয়নে।
এত কষ্ট শুধু সেই বিভার কারণে,
এই সব কথা মায়া ভাবে মনে মনে।
হেন কালে গিয়া বিভা ধরি দুটি হাত,

বলিতে লাগিল তারে, করি অশ্রুপাত—
"এতদিন শুনিয়াছি বচন কাকার,
কিন্তু আর নহে, আমি না পারিনু আর—
আমি বড় পাপীয়সী, আমার কারণে,
বিপিন পেলে না সুখ কখন জীবনে।
বিপিনের জন্য (যেই গেছে ধরা ছেড়ে,)
বিবাহ করেছে যারে সেই তোমা তরে,
আর এই পিতৃহীন শিশুর কারণে,
আসিয়াছি আজ আমি তোমার ভবনে।
এবারে ফসল হেথা জন্মেছে যেমন,
বিগত বছর পাঁচ হয়নি তেমন।
ছেলেটিকে দাও আমি যাইব লইয়া,
তাহারে লইয়া দিব কৃষকেরে গিয়া।
পূর্ণ ধান্যক্ষেত্র মাঝে, সুপক্ক শস্যেতে
পরিপূর্ণ আছে ক্ষেত্র, বৃদ্ধের মনেতে
দেখিয়া সে সব যবে সুখ উপজিবে,
সে সময়ে শিশুটিরে দেখিতে পাইবে।
অপার আনন্দ মাঝে ইহারে দেখিয়া
পূর্ব্ব রাগ সকলই যাবে পাশরিয়া।
আশীষিবে এরে মৃত পুত্রেরে স্মরিয়া।"

এত বলি শিশুটিকে কোলেতে করিয়া
লইল, তাহাতে মায়া সম্মত হইল।
বিভা তবে শিশু লয়ে যাইতে লাগিল
ধীরে ধীরে এক শস্যক্ষেত্র মধ্য দিয়ে;
ছেলেটিকে কোলে লয়ে বসিল সে গিয়ে
উচ্চ এক অনুর্ব্বরা জমির উপর।
নিকটে অফেন-তরু রয়েছে বিস্তর।
অদূরে কৃষকে বিভা দেখিতে পাইল,
অন্য পথ দিয়া আসি ক্ষেত্রে প্রবেশিল।
কৃষক বিভারে কিন্তু পেলে না দেখিতে,
শিশু লয়ে বসে বিভা, এ কথা বলিতে
বৃদ্ধের ভৃত্যের মনে উপজিল ভয়।
বিভা কিন্তু উঠে যেতে পারিত নিশ্চয়,
ইচ্ছা যেতে, কিন্তু ভয়ে কাঁপিছে হৃদয়,
পারিল না যেতে, ক্রমে বেলা শেষ হয়।
কৃষকেরা ধান্য কাটি বোঝাই করিল,
মস্তকে করিয়া লয়ে গৃহেতে চলিল।
সূর্য্য দেব অস্তাচলে করিলা গমন,
চারি দিক আঁধারেতে হইল মগন।
শিশুটিকে লয়ে বিভা পুনঃ ফিরে গেল।

পরদিন পুনরায় লইয়া আসিল ;
সেই স্থানে, সেই উচ্চ জমির উপরে,
বসিল সে সেইরূপে শিশু কোলে ক'রে ;
বনজ-ফুলের মালা যতনে গাঁথিয়া
আদরে শিশুর গলে দিল পরাইয়া।
মালা পরাইয়া বিভা মনে মনে কয়,
এ শোভা দেখিয়া বৃদ্ধ ভুলিবে নিশ্চয়।

কিছু পরে কৃষ্ণ দাস ক্ষেত্রেতে আসিল,
আসিবার কালে দূরে বিভারে দেখিল।
চাকরদিগকে কাজ করিতে বলিয়া,
বিভার নিকটে তবে আপনি আসিয়া
বলিল, "কালকে বিভা, ছিলিরে কোথায় ?
কার শিশু ওটি, তব কোলে শোভা পায় ?
ওখানে(ই) বা বসে তুমি আছ কি কারণে ?"
ইহা শুনি বিভাবতী আনতবদনে
অতি ধীরে বলিল, "এ বিপিনের ছেলে।"
শুনিয়া কৃষক ইহা, ক্রোধে উঠে জ্বলে ;
বলিতে লাগিল তবে সুগম্ভীর স্বরে—
"আমি কি বারণ, বিভা, করি নাই তোরে
যাইতে তাদের বাড়ী ! তবে কেন হায়,

তাহাদের বাড়ী তুমি গেছ পুনরায় ?”
বলিল তখন বিভা, অতি ধীর স্বরে,
“যা’ করিতে হয় তাত! কর তুমি মোরে,
কিন্তু তাত, শিশু প্রতি কর নিরীক্ষণ,
বিপিনের ছেলে বলি করহ গ্রহণ।”
ইহা শুনি বৃদ্ধ আরো জ্বলিয়া উঠিল,
“বুঝেছি তোদের খেলা” বলিতে লাগিল;
“তুই আর সেই দুষ্টা স্ত্রীলোকে মিলিয়া
এসেছ শিশুরে লয়ে চাতুরী করিয়া।
সত্য বটে এখনও বাকি আছে মোর
শিখিতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিকটেতে তোর,
শিখিব সে সব! তুমি জান ত সকলি,
কার্য্যেতেও করি তাই, মুখেতে যা বলি।
কথাই আইন মোর—এ কথা জানিয়া,
অগ্রাহ্য করিলি তুই, সাহস করিয়া ?
আচ্ছা, এ শিশুরে আমি গৃহে যাব লয়ে;
কিন্তু তুমি হেথা হ’তে যাও দূর হ’য়ে।
আমার বাড়ীর কাছে আসিও না ফিরে।”
এত বলি কোলে তুলি নিল শিশুটিরে।
অচেনা দেখিয়া শিশু কাঁদিয়া উঠিল;
কোলে উঠে ছুট ফট করিতে লাগিল।

ক্ষুদ্র হস্ত পদ দিয়ে পিতামহ সনে
যুঝিতে লাগিল যেন; কৃষক যতনে
কোলেতে রাখিল ধরে; সে সময়ে তার
মালা ছিঁড়ে পদতলে পড়িল বিভার।

বিভা দুই হাতে নিজ মস্তক ধরিয়া
ফিরিয়া চলিল সেই শস্যক্ষেত্র দিয়া।
যত যায়,—তত শুনে শিশুর রোদন,
শুনিয়া ব্যথিত বড় হ'ল তার মন।
মাথা হেঁট করি তথা বসিয়া পড়িল,
পূর্ব্বের ঘটনা সব ভাবিতে লাগিল।
পিতৃবিয়োগের পর প্রথম যখন
অনাথা হইয়া আসে কৃষক-ভবন;
তার পর যে যে সব ঘটনা ঘটিল,
স্মৃতিপটে একে একে উদিত হইল।
সহিতে না পারি বালা উঠিল কাঁদিয়া
হেঁট হ'য়ে দুই হাতে বদন ঢাকিয়া।
কৃষকেরা শস্য কাটি বোঝাই করিয়া
মস্তকে লইয়া গেল গৃহেতে চলিয়া!
সূর্য্যদেব অস্তাচলে করিল গমন;
চারি দিক আঁধারেতে হইল মগন।

মায়ার ভবনে বিভা উঠিয়া চলিল,
তথা গিয়া চৌকাটেতে বসিয়া রহিল।
শিশুটিরে নাহি দেখি বিভাবতী সনে,
কার্য্য সিদ্ধ হ'ল বলি মায়া ভাবে মনে,
এমন দারুণ তার বৈধব্যসময়
ঈশ্বর তাহার প্রতি হ'লেন সদয়।
এই কথা মনে করে আনন্দ অপার,
ঈশ্বরেরে ধন্যবাদ দিল শতবার।

আত্মস্থ হইয়া বিভা বলিল তখন
"কৃষক শিশুরে তব করেছে গ্রহণ;
কিন্তু মোরে দূর করে দেছে তাড়াইয়া,
বলেছে কখন যেন না যাই ফিরিয়া।
একটুকু স্থান মায়া, দাও তুমি মোরে,
তোমার সহিত আমি র'ব তব ঘরে।
যে কাজ করিতে হয় দু'জনে করিব।"
মায়া বলে, "ভগ্নী আমি তাহা না পারিব।
আমার দুঃখের বোঝা, বোন্ তব ঘাড়ে
চাপাইতে আমি কভু দিব না তোমারে।
এখন ভগিনী মোর মনে এই লয়,
বৃদ্ধের নিকটে কভু রাখা ভাল নয়

মোর শিশুটিরে; শিশু থাকিলে তথায়,
কঠোরতা শিখিবেক, ইহা সুনিশ্চয়!
আরও শিখিবে মোরে তাচ্ছীল্য করিতে;
সে সকল আমি বোন্! নারিব সহিতে।
সেই হেতু ঠিক আমি করিতেছি মনে,
কৃষকের কাছে মোরা যাই দুই জনে,
গিয়া তথা শিশু মোর লয়ে আসি ঘরে,
কৃষকে মিনতি ক'রে বলি তোমা তরে;
কিন্তু যদি বৃদ্ধ তোমা না করে গ্রহণ,
এক সনে তবে মোরা রহিব দু'জন,
শিশুটির তরে মোরা রহিব উভয়
যে পর্য্যন্ত সেই শিশু বড় নাহি হয়।
পরস্পরে করি শেষে প্রেম-আলিঙ্গন,
কৃষকের কাছে তবে চলিল দু'জন।
কৃষকের দরজার খিল খোলা ছিল,
তার মধ্য দিয়া উভে দেখিতে পাইল,
শিশু তার পিতামহ-হাঁটুর উপরে
বসে আছে, বৃদ্ধ আছে হাত দিয়া ধরে।
কতই সোহাগে আর কতই আদরে,
বৃদ্ধ তার গালে হাতে আস্তে আস্তে মারে;
বৃদ্ধের ঘড়ীর চেনে আছে যে হীরক,

আগুনের আভা প'ড়ে জ্বলে ঝকমক।
সেইটি নেবার তরে শিশুটি অধীর,
কৃষকের কোলে আর নাহি রহে স্থির ;
হস্ত পদ ছুড়িতেছে লইতে সেটিকে,
কতই অস্ফুট ধ্বনি বাহিরিছে মুখে।
শেষে মায়াগৃহমধ্যে প্রবেশ করিল,
মাতাকে দেখিয়া শিশু কাঁদিয়া উঠিল।
মার কোলে যাবে বলে অস্থির হইল,
বৃদ্ধ তবে কোল হ'তে নামাইয়া দিল।
বলিতে লাগিল মায়া,
"যদি দয়া করে
দাও পিতা বলিবার ক্ষমতা আমারে—
তাহা হ'লে বলি পিতা, তোমার ভবনে
আসিনি করিতে ভিক্ষা নিজের কারণে,
কিম্বা আসি নাই কভু স্বামীর কারণ,
বালকের জন্য(ও) আমি আসিনি কখন,
এক্ষণে এসেছি পিতা বিভাবতী তরে,
গৃহে তুমি ফিরে তারে লও দয়া করে।
তার সনে কথা কয়ে জেনেছি নিশ্চয়,
পিতা সে তোমারে ভালবাসে অতিশয়।
মহাশয়, বিপিনের মৃত্যুর সময়

কারো সনে তাঁর নাহি ছিল অপ্রণয়।
সে হেতু জিজ্ঞাসি তারে জেনেছি সকলি,
আমারে বিবাহ করি মন্দ কর্ম্ম বলি
করেনি মনেতে কভু।
আমি, মহাশয়,
ধৈর্য্যশীলা ভার্য্যা তাঁর ছিনু অতিশয়।
বলিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর শয্যায়,
'পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘি' কাজ করেছি অন্যায়।
আশীষ তাঁহার প্রতি করুন ঈশ্বর,
কভু যেন নাহি হয় শ্রুতির গোচর
আমার যতেক কষ্ট।' এতেক বলিয়া
তার পর লইলেন মুখ ফিরাইয়া,
ক্ষণ পরে ধরা হতে হলেন বিদায়,
আমি অভাগিনী একা রহিনু হেথায়।

যাহা হ'ক মহাশয়! নিবেদি এখন,
আমার সন্তান মোরে কর প্রত্যর্পণ,
যে হেতু থাকিলে শিশু নিকটে তোমার
কঠোরতা-শিক্ষা-লাভ হইবে তাহার,
ক্রমে মন্দ কাজ আর(ও) করিতে শিখিবে,
পিতার স্মৃতিকে তার তাচ্ছীল্য করিবে।

অতএব মোর শিশু ফিরে দাও মোরে,
বিভারে মার্জ্জনা ক'রে' লও তারে ঘরে।
মহাশয়! পূর্ব্ব মত চলুক সংসার।"
এতেক বলিল মায়া,—ততক্ষণ তার
পার্শ্বে মুখ লুকাইয়া বিভা বসি ছিল,
ক্ষণেকের তরে ঘর নীরব হইল।
কিছু পরে কৃষ্ণ দাস নিশ্বাস ফেলিয়া,
অকস্মাৎ ফুকারিয়া উঠিল কাঁদিয়া;
কাঁদিতে কাঁদিতে তবে বলিল তখন,
"আমিই হয়েছি তার মৃত্যুর কারণ।
পুত্রহন্তা আমি এবে হইলাম হায়,
প্রাণাপেক্ষা ভাল কিন্তু বাসিতাম তায়।
আমি দোষী, হে ঈশ্বর! ক্ষমা কর মোরে,
প্রিয় বৎসগণ! মোর কাছে এস সরে;
দুঃখ ত্যজি' একবার দেও আলিঙ্গন;
আমার যতেক দোষ হও বিস্মরণ।"

তার পর বিভা মায়া দু'জনে মিলিয়া,
বৃদ্ধের নিকটে গিয়া গলা জড়াইয়া,
পরস্পরে কত বার করিল চুম্বন,
করিল সকলে প্রেম-অশ্রু-বরিষণ।

অনুতাপে পূর্ণ হ'ল বৃদ্ধের হৃদয়,
হইল আপনাহারা, তার সে সময়
পুত্র প্রতি যত স্নেহ ভালবাসা ছিল—
শত গুণ বৃদ্ধি হয়ে উথলি উঠিল।
শিশুটিরে কোলে লয়ে ভাবিতে ভাবিতে
বিপিনের পূর্ব্ব কথা, লাগিল কাঁদিতে
ফুকারিয়া কৃষ্ণদাস প্রহরেক ধ'রে।
অবশেষে তিন জনে একই কুটীরে
এক সঙ্গে রহিলেন।
কিছু দিন গেল
এই রূপে। পুন মায়া বিবাহ করিল।
কিন্তু বিভা বিপিনেরে করিয়া স্মরণ
চিরকুমারীর ব্রত করিল গ্রহণ।

রাণী মানময়ী।

অয়ি রাণী মানময়ী রাজার কুমারী,
ধিক তোমা, ক্ষুদ্রমতি তুমি নারী-কুলে;
সহরে যাবার আগে চাষা মনে করি
আমারে, ভাঙ্গিতে হৃদি ইচ্ছা করেছিলে।
অনুরাগ দেখাইতে মুখে, কিন্তু আমি
প্রতারিত না হইয়ে বুঝিনু চাতুরী,
পড়িলাম সরে; তুমি রাজার নন্দিনী,
তোমারে বিবাহ কভু করিতে কি পারি?

রাজবংশে জন্ম বলি কর অহঙ্কার,
কিন্তু তব অহঙ্কার মোর তুল্য নয়,
ক্ষতি বৃদ্ধি নাহি ভাবি জনম আমার
নীচবংশে বলি। কিন্তু আমার হৃদয়
ভাঙ্গিবে না কভু বালে। তোমার কারণ,

প্রকৃত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ এ মোর হৃদয় ;
সরলা কুমারী যবে—থাকয় যৌবন,
উচ্চ-বংশ-জাতা নারী তার তুল্য নয়।

নিরীহ আমার চেয়ে কোন এক জনে,
খুঁজে লও, বালে, তব বিবাহ কারণ ;
ধরণী লুটায় যদি তোমার চরণে,
আমি তব কাছে নতশির হ'ব না কখন।
কতটুকু ভালবাসি পরীক্ষা করিলে,
ঘৃণার সহিত তার পাইলে উত্তর,
তোমাদের সিংহদ্বারে সিংহটি যে আছে,
তব কাছে আমাপেক্ষা নহে হীনতর।

কি বিষম স্মৃতি হৃদে জাগালে, ললনে,
তিন বর্ষ এখনও হয়নি তাহার—
নরেনের মৃত্যুদৃশ্য দেখেছি নয়নে।
হ'তে পারে ইন্দীবর লোচন তোমার—
ধীরে ধীরে কথাগুলি বীণার মতন ;
হ'তে পারে আছে তব শকতি মোহিনী,
কিন্তু নরেনের গলে চিহ্ন ছিল যে ভীষণ
দেখেও সে চিহ্ন তুমি নয়নে দেখনি।

তদবস্থা যবে তার জননী দেখিল—
স্ত্রীলোকের ধৈর্য্য সে যে হারা'ল তখন,
তোমার সম্বন্ধে ক'টি কথা সে বলিল;
ভয়ানক কথা এক করিনু শ্রবণ!
সে কথা শুনিয়া তব কাজ নাই আর,
হয়েছিলা আত্মহারা নরেনের মাতা,
ধীরতা নাহিক ছিল স্বভাবেতে তাঁর,
ভুলেছিলা একেবারে বংশের মর্য্যাদা।

প্রেতাত্মা রয়েছে দেখ তোমাদের গেহে,
নরহত্যা পাপ দ্বারা তোমার দুয়ার
অঙ্কিত রয়েছে; তুমি নিষ্কলঙ্ক দেহে
কলঙ্ক রোপিলে, তোমা ধিক শতবার!
মমতাবিহীন হ'য়ে চেয়েছিলে হায়,
সামান্য হৃদয় তার লইবার তরে,
উপেক্ষার দৃষ্টি শেষে নিক্ষেপিলে তায়,
মারিয়া ফেলিলে তারে আত্ম-অহঙ্কারে।

অয়ি রাজবালে! ঐ সুদূর অম্বর
হইতে মোদের আদি জনক-জননী,
হাস্য করিছেন দেখ মোদের উপর.

উচ্চ নীচ ভদ্রাভদ্র বংশ-কথা শুনি।
যাহা হ'ক, বালে, মোর মনে এই হয়,
পূজ্য এ ধরাতে তারা, সাধু যারা সব,
দয়াই সুন্দর রাজ-মুকুটের চেয়ে,
বড় বংশ চেয়ে বেশী নিষ্ঠার গৌরব।

অসুখী সতত থাকি সুন্দর ভবনে
তবুও তুমি গো, বালে, গর্ব্বিত আঁখির
সমুজ্জ্বল জ্যোতি তব ক্ষয় দিনে দিনে
হইতেছে। তুমি সুস্থ সুন্দরশরীর,
বহু রত্ন ধন মান কুল অধীশ্বরী
হইয়াও তবু আছ পীড়িত সতত,
কি যে এক মর্ম্মগত অনলেতে পুড়ি।
সময়ের ব্যবহার তুমি জান না ত—
সততই আলস্যেতে জীবন কাটাও,
তাই এত সুখেতেও সুখী কভু নও!

সময় কাটান যদি এত কষ্টকর,
ভিক্ষুক নাহি কি কোন তোমার দুয়ারে?
দুঃখী নাহি কেহ তব রাজ্যের ভিতর?
পিতৃমাতৃহীন যত অনাথ শিশুরে

বিদ্যাশিক্ষা দাও, আর দুঃখী বালিকারে
সূচীকর্ম্ম শিক্ষা দাও, ঈশ্বরের কাছে
ভিক্ষা মাগ সুকোমল অন্তরের তরে ;
আমিও বিদায় এবে লই তব কাছে।

গিরিধরপুরের রাজা।

চুপে চুপে যুবা যুবতীরে কয়
আনন্দে, "কুমারী! বুঝেছি নিশ্চয়,
প্রতিদিন প্রতি কাজেতে তোমার,
তুমি মোরে ভালবাসরে অপার,
অন্ততঃ বিশ্বাস আমার মনে।"
উত্তরিল বালা মৃদু মধুস্বরে,
আমি যত ভালবাসি হে তোমারে,
হেন ভাল নাহি বাসি কোন জনে।"

যুবা ব্যবসাতে ছিল চিত্রকর,
তুলিত প্রকৃতি-চিত্র মনোহর,
গ্রাম্য বালিকা সে যুবতী ছিল;
এ কথা শুনিয়া সানন্দ অন্তরে,
আপন অধর যুবতী অধরে
রাখিয়া যুবক গাঢ় প্রেম ভরে,
যুবতীরে তবে চুম্বন করিল!

লাজে জড় সড় আনত বদন,
অধর লোলুপ করিতে চুম্বন,

পারে নাই সুধু লজ্জার কারণ,
তাই বালা তাতে বাধা না দিল;
নিকটেই এক ভজন-আলয়ে,
বিবাহ করিতে চলিল উভয়ে,
পরিণয় কার্য্য হলে সমাপন,
তেয়াগিয়ে বালা পিতার ভবন,
যুবক-আবাসে উভয়ে চলিল।

কহিল যুবক যাইতে যাইতে,
"বিবাহ যৌতুক না পারিনু দিতে,
নবপরিণীতা ভার্য্যারে মোর;
কিন্তু রে ললনে, শুন বলি ওরে,
প্রাণাপেক্ষা আমি ভালবাসি তোরে,
ভালবাসা ধন আছে যে মোদের
সৌন্দর্য্য বাড়াবে ক্ষুদ্র কুটীরের,
রহিব আনন্দে হইয়া ভোর।"

এরূপে তাহারা চলিতে চলিতে,
কত রাজোদ্যান পাইল দেখিতে,
শান্ত্রীরা পাহারা দিতেছে গড়েতে,
রম্য অট্টালিকা শোভিছে কত;

ফল ফুলে হয়ে অতি সুশোভন,
বিটপীর শ্রেণী রয়েছে কেমন,
ধীরে ধীরে তায় বহে সমীরণ,
ঝুরু ঝুরু শব্দ হ'তেছে নিয়ত।

প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগন হয়ে
চলেছে যুবক যুবতীরে লয়ে,
চিন্তাভঙ্গ হ'ল ক্ষণেক পরে;
কহিল তখন প্রেমিকা বালারে,
কেমন সুন্দর ভবন দেখরে,
রয়েছে মোদের সম্মুখ 'পরে।

রাজা রাণী যত ইথে করে বাস,
শুনিয়া বালার হৃদয়ে উল্লাস,
চারি দিকে সব দেখিতে দেখিতে,
চলেছে যুবার পশ্চাতে পশ্চাতে,
শুনিছে তাহার মধুর বাণী;
কিবা পরিপাটী কিবা মনোহর
কেমন সুন্দর আঁখি তৃপ্তিকর,
রহিয়াছে কত অট্টালিকাশ্রেণী।

স্থরম্য হর্ম্ম্যের পশ্চাতে কেমন,
ঝাউ দেবদারু বৃক্ষ অগণন
ছায়া করি আছে বৃহৎ উদ্যান,
কি সুন্দর শোভা হয়েছে মরি;
স্থন্দর কেয়ারী করা পুষ্পোদ্যান,
সম্মুখেতে সব শোভিছে কেমন;
কোথাও রয়েছে কুসুমবাটিকা
বিচিত্রবরণ কোন অট্টালিকা
ধনী লোকদের প্রাচীন ভবন,
নির্ম্মিত হয়েছে আমোদ কারণ,
রহিয়াছে স্থধু সৌন্দর্য্য বিস্তারি।

এ সকল যুবা বালারে দেখায়,
যুবতী উৎস্থক নয়নেতে চায়,
প্রেম-দৃষ্টে হেরে যুবার প্রতি;
দেখিছে স্থন্দরী বটে এ সকল
কিন্তু তার মন হতেছে চঞ্চল,
হতেছে যতই কাছে অগ্রসর
দেখিবারে সেই কুটীর স্থন্দর
যাহাতে করিবে উভে বসতি।

কত ভালবাসা হইবে দোঁহার,
শান্তির ভবন হইবে যুবার,
সে বাড়ীর কর্ত্রী হইবে যখন
মনোমত সাজে সাজাবে ভবন,
রহিবে দু'জনে কতই সুখে;
এইরূপ বালা মনেতে ভাবিছে,
আহ্লাদে হৃদয় উথলি উঠিছে,
দেখে শেষে এক তোরণ সম্মুখে।

রাজোচিত সাজে সে দ্বার সজ্জিত,
নানাবিধ ধ্বজা পতাকা শোভিত,
ভিতরে দু'জনে হ'ল উপনীত,
দেখিল তথায় প্রাসাদ সুন্দর,
কারুকার্য্য তার অতি মনোহর,
পূর্ব্বেতে যে সব দেখেছে সুন্দর
তুলনায় তার সকলি হারে;
ঢাল তরবারে হয়ে সুশোভন
রয়েছে তথায় দ্বারী অগণন
যুবারে নিরখি সম্ভ্রমে তখন,
নতশিরে সবে প্রণাম করে।

যুবকের সনে যুবতী তখন
এ ঘর ও ঘর করিল দর্শন।
গৃহকর্ম্ম তরে ভৃত্য যারা ছিল,
কার্য্য তরে যুবা সকলে ডাকিল,
প্রভুর নিকটে এল সকলে ;
নিকটে আসিয়া বালারে দেখিয়া,
সকলেই গেল অবাক হইয়া,
পরস্পরে তারা চাহিয়া চাহিয়া
চুপে চুপে কথা কতই বলে।

এ সব ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সুন্দরী
অনুমানে কিছু বুঝিতে না পারি
অবাক হইয়া রহিল চেয়ে ;
যুবক তখন গর্ব্বযুক্তস্বরে
যুবতীর দিকে চাহিয়া সাদরে,
কহিল, "সুন্দরি, দেখিছ যে সব
এত যে ঐশ্বর্য্য এত যে বিভব,
তোমার আমার জানিও প্রিয়ে।"

এ সব ধনের যুবা অধিপতি,
এইখানে তিনি করেন বসতি ;

গিরিধরপুর সে দেশের নাম
তারই অধীশ্বর এই গুণধাম,
পরাধীন তিনি নহেন কা'র ;
সে দেশের মধ্যে রাজা আছে যত
বড় রাজা কেহ নাহি তাঁর মত,
দেখিতে যেমন স্বভাব তেমন,
দান ধ্যানে তিনি রত অনুক্ষণ,
রাজা ব্রজনাথ নামটি তাঁর।

যুবতী তখন বুঝে সবিশেষ,
রাজরাজেশের চিত্রকর বেশ,
কৃষকনন্দিনী হ'ল রাজরাণী,
আরক্তিম হ'ল সুন্দর মু'খানি,
লজ্জায় বদন হইল নত ;
স্বপন-অতীত এ সব ঘটনা,
কোথা গেল তার সে সব কল্পনা,
লাজে ভয়ে হ'ল কম্পিত হৃদয়,
পাংশুবর্ণ মুখ হ'ল পুনরায়,
রহিল কাষ্ঠের পুতলি মত।

এ ভাব দেখিয়া যুবা প্রেমভরে

ধরিয়া তাহারে আলিঙ্গন করে,
মধুর বচনে ভয় দূর ক'রে,
কহিল কতই মধূর বাণী,
যুবার প্রবোধে দূর হ'ল ভয়,
তবু মাঝে মাঝে বিষাদিত হয়,
ক্ষণেক পরে সে সকলি বুঝিল,
নম্রতার সহ হৃদয় গঠিল,
নিজের দায়িত্ব বুঝিতে পারিল,
আজ হ'তে সে যে হইল রাণী।

এইরূপে দোঁহে রহিল তথায়,
যুবা প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে তায়,
আদর্শ স্বামীর মত সে হ'ল;
যুবতীও অতি সরল-হৃদয়,
বিনম্র স্বভাব অতি সদাশয়,
সরলতা গুণে প্রতিবেশিচয়,
যুবতীরে ভালবাসিতে লাগিল।

কিন্তু কৃষকের কন্যা সে যে হায়,
এতেক ঐশ্বর্য্য তারে কি মানায়?
দিবানিশি সুধু এরূপ চিন্তায়

হৃদয় তাহার ব্যথিত হ'ল;
হইতে লাগিল ক্ষীণ দিনে দিনে,
বলিতে লাগিল সদা মনে মনে,
"মোর স্বামী হায় কেন রাজা হ'ল!
সেই চিত্রকর কেন না রহিল,
যে বেশেতে মত্ত আমার অন্তর
তাঁহার চরণে লুটায়ে ছিল।"

স্বামীর সম্মুখে হ'লে উপস্থিত,
নিজের হীনতা মনেতে উঠিত,
আরও তখন ব্যাকুল হইত,
সম্মুখে তাঁহার থাকিতে নারিত,
সরিয়া পড়িত সম্মুখ হ'তে;
এইরূপ ভাবে কিছু দিন গেল,
শশধর জিনি তনয় উদিল;
অবশেষে হায় কৃষকের বালা,
না হ'তে সময় অভাগী সরলা,
চলি গেল মরি! পৃথিবী হ'তে।

যুবক শোকেতে আকুল হইল,
বিলাপিয়া কত কাঁদিতে লাগিল,

গিরিধরপুর-রাজ আজি হায়,
পত্নী শোকে হ'ল পাগলের প্রায়,
ভ্রমিতে লাগিল ভবনময় ;
নিকটে আসিয়া পত্নীরে দেখিয়া,
শোকাবেগ আরও উঠে উথলিয়া,
অশ্রুধারা ঘন বহিছে নয়নে,
হইল আজিকে রাণীর বিহনে
রাজ-অন্তঃপুর আঁধারময়।

ধৈর্য্য ধরি তবে কিছুক্ষণ পরে
কহিল, "স্ত্রী মোর বিবাহবাসরে
"পরেছিল তার যে বসনখানি,
সেখানি আনিয়া দাও রে এখনি,
পরাইয়া তাহা দাও ইহারে।"
এই কথা শুনি তাঁর ভৃত্যগণ,
পরাইয়া তাঁরে দিল সে বসন,
সকলেই হ'ল দুঃখিত-হৃদয়,
সৎকারের তরে লয়ে গেল তাঁয়,
পরিয়া পুরাণ সেই বস্ত্রখানি
সাজিয়া আবার কৃষকনন্দিনী
বিশ্রাম লভিলা বালা চির তরে।

রমলা।

১

শোকেতে অধীর হইয়া রমলা
এক দিন দ্বিপ্রহরে,
না দেখিতে পেয়ে কোথাও প্রতাপে,
খুঁজিতে এল তাহারে।
খেলাবার সাথী ছিল সে তাহার,
শৈশবেতে দুই জনে
পাহাড় উপরে খেলিত কতই
তাই তার পড়ে মনে।
দুঃখেতে তাহার ফুলা গাল দুটি
শুকায়ে গিয়েছে হায়,
এলায়ে পড়েছে চাঁচর চিকুর
পবনে উড়ি বেড়ায়।
ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড ছিল একখানি
বেষ্টিত তরুলতায়,
কতক্ষণ পরে পরিশ্রান্ত হয়ে
ঠেস দিয়া বসে তায়।
নিরিবিলি স্থানে ক্ষুব্ধ-মনে বালা
গাহিতে লাগিল গান.

দেখিতে দেখিতে সূর্য্য ডুবে গেল,
দিবা হ'ল অবসান।
পর্ব্বতের ছায়া পতিত হইল,
তাহার উপরে এসে,
সম্বোধি পাহাড়ে বলিতে লাগিল
দুঃখ-মনে মৃদু ভাষে।

২

"অয়ি শত শত প্রস্রবণধারী
সুমেরু পর্ব্বত ভূমি,
মরিবার আগে গুটি দুই কথা
বলিতেছি শুন তুমি।
দুই প্রহরের প্রখর রৌদ্রেতে
নিসাড় পাহাড় ময়,
ঝিঁঝিঁ পোকাগুলি ঘাসের উপর
নীরবে ঘুমায়ে রয়।
গোধিকা সকল পাহাড়ের গায়
ছায়া সনে মিশে আছে,
বিহঙ্গ পতঙ্গ আদি যত জীব
সকলেই ঘুমায়েছে।
লাল ফুলগুলি দিবাকর-তেজে
শুকায়ে গুটায়ে গেছে,

ভ্রমরের কুল আহার তেয়াগি
  অলসে ঘুমায়ে আছে।
প্রকৃতি নিস্তব্ধ, আমিই একাকী
  জেগে আছি পাহাড়েতে,
ভালবাসা পূর্ণ হৃদয় আমার,
  অশ্রু পূর্ণ নয়নেতে।
হৃদয় আমার শতধা হতেছে,
  দৃষ্টিহীন আঁখিদ্বয়,
জীবন আমার দুঃখভারে নত
  বুঝিবা পরাণ যায়।

৩

"শুন মোর কথা অয়ি বসুন্ধরে,
  উপত্যকা, গিরি, বন,
বিষধর বহু সর্পের আবাস
  গিরিগুহা প্রস্রবণ।
যে যেখানে আছ সকলেই শুন,
  দুঃখকাহিনী আমার,
কি বলিব হায়, আমি যে দুহিতা
  এক জলদেবতার।
বিষাদের গীতি রচিয়া আমার
  গাহিব করুণ গান,

দুঃখ-কথা যত শুনাব সকলে
যাইবার আগে প্রাণ।
যে মোহিনী গীতে প্রাচীর সকল
সজীবতা পেয়েছিল,
গানের সুস্বরে জীবন পাইয়ে
ধীরে ধীরে উঠেছিল।
যে স্বর শুনিতে একত্র মিলিত
আকাশের মেঘগণ;
সেই সুরে আজি মোর দুঃখগীতি
গাহিব সকলে শুন।
যতক্ষণ আমি এইরূপ করে
গাহিব দুঃখের গান,
কিছুক্ষণ তরে নিদারুণ কষ্ট
হ'তে পাব পরিত্রাণ।

৪

"অয়ি শত শত প্রস্রবণময়ী
সুমেরু পর্ব্বত ভূমি,
মরিবার আগে গুটি দুই কথা
বলিতেছি শুন তুমি।
প্রত্যূষ সময়, পাহাড়ের নীচে
বসিয়াছিলাম আমি,

তুষারে আবৃত পর্ব্বত-মস্তক
ঘাসে আচ্ছাদিত ভূমি।
পর্ব্বত-শিখরে ঝাউ বৃক্ষগুলি
তুষার মাখান তাতে,
অত্যল্প আঁধার তখনও রয়েছে
সে সব বৃক্ষের মাথে।
কঠিন-হৃদয় প্রতাপ আমার
দেখিলাম চেয়ে দূরে
অলকনন্দার ভিতর হইতে
উঠিলেন একা ধীরে!
সঙ্গেতে তাঁহার ছিল মাত্র স্বধু
কৃষ্ণবর্ণ এক ছাগ,
ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, স্বধু পদ ক্ষুরে
আর শৃঙ্গে শ্বেত দাগ।

৫

"হে সুমেরু গিরি, মরণের আগে
শুন মোর দুটি কথা,
হেথা হ'তে মোর হৃদয় চলিল
দূরবর্ত্তী নদী যথা।
ঘাসের উপরে শিশির পড়েছে
যেন মুকুতার হার,

প্রভাত-সূর্য্যের নবীন কিরণ
পড়েছে উপরে তার।
কোনও মানব পশু পক্ষী কিবা
তখনও যায়নি দেখা,
ভূতলের দিকে চক্ষু নত করি
সুধু আমি বসি একা।
শুক-তারা যবে ঊষা-আগমন
দূর হতে দেখে চেয়ে,
সে সময়ে শোভা যেরূপ দেখিতে
হয় আকাশের গায়ে,
সেইরূপ তার বক্ষঃস্থল মাঝে,
হীরা ঝক ঝক করে,
উজ্জল পোষাকে দেখিলাম চেয়ে
সম্মুখে আসিছে সরে।
স্কন্ধদেশে তার শোভে বাঘছাল,
মস্তকের কেশ যত
পড়েছে ঝুলিয়ে কপোলে ললাটে
যেন দেবতার মত।
সমুদ্রের ফেন বাতাস লাগিলে
শোভে যথা সূর্য্যকরে,
সেইরূপ তার গাল দুটি যেন

ইন্দ্রধনু শোভা ধরে।
সেই দেব-রূপ করি দরশন
হইনু পাগল পারা,
কাছে না আসিতে আলিঙ্গিতে তারে
হৃদি মোর হয় হারা।

৬

"তার পর অয়ি সুমেরু ভূধর!
কি হইল শুন বলি,
হাসি হাসি মুখে শ্বেতপদ্ম জিনি
হাতের মুঠায় খুলি,
করিল বাহির উজল সোনার
সুন্দর একটি ফল,
হইল তখন সুগন্ধে তাহার
আমোদিত সেই স্থল।
দেখিতেছি চেয়ে ফলটির পানে,
বীণাবিনিন্দিত ধ্বনি
প্রবেশিল মোর শ্রবণে তখন,
অথবা যেরূপ শুনি
বরষা সময় পূর্ণ নদী যবে
কুলু কুলু শব্দ করে'
চলি যায়, শব্দ মধুর যেমন

শ্রবণে প্রবেশ করে;
সেরূপ সুস্বরে বলিল প্রতাপ,—
'রমলে আমার প্রিয়ে,
প্রাণাধিকা মোর রূপের প্রতিমা,
ফল এই দেখ চেয়ে।
গায়ের উপরে লেখা আছে দেখ
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তরে,
কাজেই এইটি আনিলাম হেথা
প্রদানিতে তব করে।
এ পর্ব্বত মাঝে আছে বাস করি
অপ্সরী কিন্নরী যত,
একটিও আমি দেখি না নয়নে
সুন্দরী তোমার মত।
চলনে তোমার কতই মাধুরী
বর্ণনে না যায় তাহা,
জোড়া ভ্রূ কেমন, সুন্দর গঠন
অতুলন মরি আহা!'

৭

"তার পর তার গোলাপী অধর
রাখি মোর অধরেতে,
চুম্বন করিয়া কিছু ক্ষণ পরে

পুনঃ লাগিল বলিতে।
'একদিন যবে দেবেন্দ্রভবনে
সভা এক হয়েছিল,
যতেক দেবতা সমবেত হয়ে
সেইখানে বসেছিল,
ঠিক সে সময়ে পড়িল এ ফল
তাদের সম্মুখস্থলে,
দেখিয়া ইহারে দেববৃন্দ মাঝে
কে ইহা লইবে ব'লে
মহা গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিল,
ঠিক নাহি হ'ল তায়,
অবশেষে কাল সন্ধ্যার সময়
মধ্যস্থ মানি আমায়,
দেবতা সকল রতিপতি-হাতে
মোর কাছে পাঠাইয়া
দিল এই ফল,—উপযুক্ত যেই
দিবে তারে বিচারিয়া।
আজিকে এখনি আসিবে এখানে
শচী চন্দ্রা সরস্বতী,
বলে তিন জনে, 'আমি পাব ইহা,
আমিই রূপসী অতি।'

গুহার মাঝেতে, পুরাতন যেই
আছে ঝাউ বৃক্ষশ্রেণী,
তার অন্তরালে থাকিয়া তাদের
দেখিতে পাইবে তুমি।
তারা জানিবে না, অথচ তুমি লো
শুনিবে সকল কথা,
দেখিবে আরও তোমার প্রতাপে
দেবের বিচারে যথা।'

৮

"হে প্রিয় সুমেরু! শুন অতঃপর
যে সব ঘটনা হ'ল;
ক্রমে ক্রমে তবে প্রাতঃ গত হয়ে
মধ্যাহ্ন সময় এল।
সুবৃহৎ কন্দর পাশে যে সমুচ্চ
ঝাউ বৃক্ষাবলী আছে,
ছোট এক খণ্ড শাদা মেঘ আসি
দাঁড়াল তাদের পাছে।
সুন্দর শ্যামল তৃণাবৃত এক
কুঞ্জবন আছে সেথা,
দিগম্বরীবেশে দেবী তিন জন
মেঘ-আরোহণে এল তথা।

নানা জাতি পদ্ম যূথী জাতী বেলী
ফুল আছে কত শত,
তাদের চরণে দলিত হইয়ে
সকলই হ'ল নত।
লতিকা কতই হইয়া রয়েছে
ফল ফুলে সুশোভিত,
বৃক্ষশাখে গিয়ে কণ্ঠোপরি যেন
ঝুলিছে মালার মত।
বাতাস বহিল, বাতাসের ভরে
পড়ে সব হেলে দুলে,—
এ দিকে ওদিকে করিতেছে যেন
লোফালুফি ফলে ফুলে।
তলদেশে ফুল হইল দলিত,
অপ্সরী-চরণতলে,
উপরে বল্লরী সহ ফুল ফল
কাঁপিল বায়ুহিল্লোলে।

৯

"শুন অতঃপর আমার কাহিনী
হে প্রিয় সুমেরুগিরি,
কিরীটভূষিত একটি ময়ূর
এল বন আলো করি।

উচ্চ বৃক্ষ 'পরে বসিল সে এসে,
মাথার উপরে তার
আসিয়া দাঁড়াল রক্তবর্ণ মেঘ
এক, শোভা চমৎকার।
সুগন্ধপূরিত ক্ষুদ্র বারিকণা
মেঘ হতে তার শিরে
পড়িতে লাগিল; স্নানের কারণ
যেন জল ঢালে ধীরে।
তার পর আমি শুনিনু শ্রবণে
ইন্দ্রাণীর কণ্ঠস্বর,
দেবীগণ মাঝে উচ্চ বংশ তার,
কুলে শীলে শ্রেষ্ঠতর।
দেবগণ যারে সম্মুখে দেখিলে
সম্ভ্রমে উঠি দাঁড়ায়;
চলে যায় যবে আলোকিত হয়
সব রূপের ছটায়।
বলিতে লাগিল ইন্দ্রাণী তখন
নানা প্রলোভন-কথা,
'মোরে ফল দাও, তোমারে তা হলে
দিব অসীম ক্ষমতা।
রাজরাজেশ্বর করিব তোমায়;—

সীমা হতে সীমান্তরে,
অসীম রাজত্ব বিস্তীর্ণ রয়েছে
সব দিব তব করে।
বহুমূল্য কত ধাতুর আকরে
পরিপূর্ণ সেই ভূমি,
সে সব ভূমির একমাত্র স্থধু
অধীশ্বর হবে তুমি।

১০

"কত চেষ্টা করে, কার্য্য করে সবে
প্রভুত্ব পাবার তরে,
বিনা আয়াসেতে সে প্রভুত্ব আমি
দিব হে তোমার করে।
নিকটে যতেক রাজা মহারাজা
আছে, তাহারা সকলে
বন্ধুত্ব করিবে তোমার সহিত
মানিবেক বড় ব'লে।
নির্ব্বিবাদে তুমি রাজত্ব করিবে,
যতকাল বেঁচে রবে,
রাজদণ্ড আর রাজ্য অধিকার
কেহ নাহি কাড়ি লবে।
হইবে তোমার এতেক ঐশ্বর্য্য

এত রাজ্য-অধিকার,
আর(ও) যে স্বর্গের প্রধানা অপ্সরা
দিব তারে উপহার।
যদিও তুমি যাপিছ জীবন
মেষপালকের বেশে,
তথাপি নিশ্চয় জানিও প্রতাপ!
জন্ম তব রাজবংশে।
ইঙ্গিতে তোমার রাজা মহারাজা
হবে তব আজ্ঞাবহ,
চন্দ্র সূর্য্য তারা তারাও তোমার
লভিবেক অনুগ্রহ।
জ্ঞানেতে উৎপন্ন জ্ঞানেতে চালিত
অসীম ক্ষমতা হেন,
অযাচিত রূপে পাইবে তা তুমি
বিশেষ সৌভাগ্য জেন।
এত যে প্রভুত্ব হইবে তোমার
ভাগ্য হেন বলি মান,
মনুষ্য সকল দেবের সদৃশ
তোমারে করিবে জ্ঞান।
দূরে অতি দূরে মেঘের উপরে
বাস করে দেবগণ,

নাহি দুঃখ কষ্ট শোক তাপ ব্যাধি
 সুখে থাকে আজীবন।
আপন আপন প্রভুত্ব বুঝিয়া
 সদানন্দে থাকে সবে,
সেইরূপ তুমি জীবে যত কাল
 অশেষ সুখ ভুঞ্জিবে।

১১

প্রতাপ তখন এইরূপ শত
 প্রলোভন-বাক্যে প'ড়ে
প্রলোভিত হয়ে বহুমূল্য ফল
 দিতে গেল তার করে।
বাগ্দেবী তখন দিগম্বরীবেশে
 ছিল দাঁড়াইয়া দূরে,
সুবর্ণ বাঁটের অসি একখানি
 ছিল তার স্কন্ধোপরে।
ঈর্ষায় তাহার দুই গণ্ডস্থল
 রক্তিমাভ হয়েছিল;
শ্বেত বক্ষোপরি চক্ষু নত করি
 তীক্ষ্ণ দৃষ্টে চেয়েছিল।
হাত বাড়াইল প্রতাপ ফলটি
 শচীরে দিবার তরে,

অমনি তখন কহিতে লাগিল
সরস্বতী ক্রোধভরে ;—

১২

আত্ম-অভিমান আত্মজয় আর
আত্মজ্ঞান আছে যার,
পৃথিবীর মাঝে রাজা সে প্রধান,
প্রকৃত প্রভুত্ব তার।
যে সব প্রভুত্ব যে সব ক্ষমতা
শচী দেবী এতক্ষণ,
দেখাল, সে সব অলীক কেবল,
মিথ্যা তার আকিঞ্চন।
না যেচেও তাহা পেতে পারা যায়,
কিন্তু এ প্রভুত্ব যাহা
পাইতে হইলে নিয়মে চলিবে,
নতুবা পাবে না তাহা।
কার্য্যে সে নিয়ম করিবে পালন,
ভয় না করিবে কারে ;
সত্য ধর্ম্মে রত থাকিবে নিয়ত
(রবে) সত্যের আশ্রয় করে।
ভাল মন্দ কভু না বিচারি মনে
সদা সত্য পথে রবে,

এইরূপ ক'রে চলে যেই জন
  প্রকৃত জ্ঞানী সে হবে।

১৩

শচীর মতন অতুল ঐশ্বর্য্যে
  দেখাইয়ে প্রলোভন,
চাহি না তোমার হৃদি আকর্ষিতে
  এরূপ নহেক মন।
পুরস্কার দিয়ে এর চেয়ে আমি
  হব না সুন্দরী বেশী,
এখন যা আছি বিচারিয়া দেখ
  দেখ আমিই রূপসী।
তবুও যদ্যপি পুরস্কার-লোভ
  করিয়াও সম্বরণ,
নিসর্গসুন্দরী দেবতাদিগের
  রূপভার পরীক্ষণ,
করিতে তোমার মানবের চক্ষু
  নিতান্ত অক্ষম হয়,
তথাপি তোমারে বাসিব রে ভাল
  ইহা জেনো সুনিশ্চয়।
কখন তোমারে ত্যাগ না করিব,
  স্বর্গীয় তেজ এ মোর,

তব রক্তসনে মিশ্রিত হইয়ে
সদা ধমনীতে তোর
হবে প্রবাহিত, ঐশ্বরিক বলে
হবে তুমি বলীয়ান,
জীবনেতে জয়ী হইবে, বিপদ
হ'তে পাবে পরিত্রাণ।
উদ্ধার পাইবে সংসারের নানা
প্রতিকূল ঘটনায়;
বহুদর্শী আদি গুণে বিভূষিত
হ'বে তুমি এ ধরায়।
শত গুণ হয়ে বৃদ্ধি পাবে তব
বুদ্ধিশক্তি সহিষ্ণুতা,
সুখে উপভোগ করিবে সতত
বিশুদ্ধ যে স্বাধীনতা।

১৪

এতেক বলিয়া কিছুক্ষণ পরে
বাগেদবী নিস্তব্ধ হ'ল,
প্রতাপ ফলটি হাতে করি, কারে
দিবে ভাবিতে লাগিল।
আমি তাহা দেখি ভীত হয়ে মনে
বলিলাম উচ্চস্বরে,

হে প্রিয় প্রতাপ ও ফলটি দাও
সরস্বতী-দেবী-করে।
মোর কি দুর্ভাগ্য প্রতাপ সে কথা
শুনিতে পেলে না হায়;
অথবা শুনেও শুনিল না কানে,
উপেক্ষা করিল তায়।

১৫

অয়ি শত শত প্রস্রবণযুত
সুমেরু-পর্ব্বত-ভূমি,
তার পর যাহা ঘটিল সে সব
বলিতেছি শুন তুমি।
পর্ব্বত-বাসিনী দেবী চন্দ্রাবতী,
রূপে গুণে মহা ধন্যা,
সুকুমার তনু গোলাপী বরণ
দেবগণ মাঝে মান্যা।
এলাইয়েছিল অতি মনোরম
সুচিকণ কেশ-রাশি,
মুখে বুকে আর ললাটে কপোলে
ঝুলে পড়েছিল আসি।
চন্দ্রাদেবী তাহা গ্রীবাপৃষ্ঠদেশে
চম্পক অঙ্গুলি দিয়া,

অতি সযতনে অতি ধীরে ধীরে
  দিল তাহা সরাইয়া।
সবুজ রঙ্গের পত্রদল ’পরে—
  চরণ-কমল তার,
গোলাপ ফুলের মতন কেমন
  শোভা ধরে চমৎকার!
মাধবী লতার ভিতর হইতে
  পড়েছে যে সূর্য্য-কর,
চন্দ্রার শরীরে, নড়িতেছে যবে
  শোভিতেছে মনোহর।

১৬

দেখিল যখন রূপের তুলায়,
  তাহারই হ’ল জয়,
ঈষৎ হাসিয়ে,—যেই হাসি স্থধু
  আঁখিতে প্রকাশ পায়—
অস্পষ্ট স্বরেতে বলিল তখন
  প্রতাপের কানে কানে,
‘সত্য অঙ্গীকার করিতেছি আমি,
  হে প্রতাপ, তব স্থানে,
এদেশের মাঝে নারী আছে যেই
  রূপে গুণে শ্রেষ্ঠতম,

ভার্য্যারূপে তারে তোমার সহিত
　করিয়া দিব বন্ধন।'
এ কথা বলিয়া পুনশ্চ হাসিল,
　তাহা দেখি বড় ভয়
হইল আমার; ভয়েতে তখন
　মুদিলাম আঁখিদ্বয়।
পরে চেয়ে দেখি প্রতাপ তখন
　আছে বাহুদ্বয় তুলি,
দেখিতে দেখিতে তারা তিন জনে
　কোথা হায় গেল চলি।
তার পর দেখি, রাগেতে শচীর
　রক্তাভ নয়ন-দ্বয়,
সুবর্ণ মেঘেতে আরোহণ করি
　চলি গেল নিজালয়।
সকলেই গেল, আমি সুধু একা!
　একা এই কুঞ্জবনে!
সেই হতে হায়, রহিয়াছি একা!
　রব একা এ জীবনে!

১৭

মরণের আগে হে সুমেরু গিরি,
　শুন মোর দুঃখ কহি,

সুন্দরী! সুন্দরী! আবার সুন্দরী!
আমি কি সুন্দরী নহি?
প্রিয়তম মোর কত শত বার
বলেছে 'সুন্দরী তুমি';
আমারও তাহাই মনে অহঙ্কার
যথার্থ সুন্দরী আমি।
কাল যবে আমি আসিতেছি হেথা,
পথেতে শার্দ্দূল এক,
গোল গোল চক্ষু তারকার মত
জ্বল্‌ছিল ধক্ ধক্।
আস্‌ছিল বেগে, দেখিতে ভীষণ,
হঠাৎ দেখিয়া মোরে
স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণেক দাঁড়াল,
পরে কাছে এল সরে।
আহ্লাদে লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল
হরিণ-শাবক প্রায়,
পদতলে পড়ি ঘাসের বনেতে
সুখে গড়াগড়ি যায়।
কেন? হিংস্র জন্তু সে কেন এমন
আমারে দেখিয়া হ'ল?
আশ্চর্য্য সুন্দরী দেখিয়া আমারে

তাই তেমন করিল।
অয়ি পার্ব্বতীয় মেঘের পালক!
শৈশবের সাথী মম,
মনেতে বড়ই হতেছে বাসনা
শুন ওহে প্রিয়তম।
করিতে তোমারে দুই বাহু দিয়ে
দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন,
অধরে তোমার অধর মিশায়ে
ঘন করিতে চুম্বন।
সামান্য চুম্বনে হবে না ক তৃপ্তি
শরতের মেঘ যথা
বড় বড় বিন্দু করে বরিষণ
হইবেক বড় তথা;
শিশিরের বিন্দু অসংখ্য যেমন
তদ্রূপ অসংখ্য বার
চুমিব অধর, তাহাতেও তৃপ্তি
বুঝি হবে না আমার।
এতই লোলুপ হতেছে অধর
চুম্বন করিতে হায়,
জানি না ক তুমি কোথায় রয়েছ,
কোথায় পাব তোমায়।

১৮

ওহে গিরিবর শুন অতঃপর,
  ক্রমে দিন গত হ'ল,
কাটিতে আমার বড় ঝাউ বৃক্ষ
  এল কাঠুরিয়া-দল।
উপত্যকা-পরে পাহাড়ের গায়ে,
  বড় বৃক্ষ ছিল যত
দূর হতে ঠিক দেখিতে সুন্দর
  ময়ুর পুচ্ছের মত।
উচ্চে গিরিচূড়া তলদেশে তার
  প্রধাবিত প্রস্রবণ,
তার মাঝখানে শোভা করে ছিল
  বড় বড় বৃক্ষগণ।
তুষারে আবৃত তাদের মস্তক,
  সে সব বৃক্ষের 'পরে
চিল্লক-শাবক নীড় বেঁধেছিল,
  কতই যতন করে।
বৃক্ষতলদেশে ছিল যে নিবিড়
  ঘন ভয়প্রদ বন,
বিহান বেলায় আসিয়া ডাকিত
  উচ্চরবে ব্যাঘ্রগণ।

উপত্যকা মাঝে বসিতাম আসি;
দূর হতে সেই রব
অস্পষ্ট নিনাদে পেতাম শুনিতে
কাটিল সে বন সব।
প্রভাত সময় কুহেলিকাময়
হ'ত সে বন প্রদেশ,
দেখিতাম চেয়ে বন-শ্রী তখন
ধরিত অপূর্ব্ব বেশ।
ক্রমে বেলা হলে বন-মাঝ দিয়ে
কুয়াসা যাইত চলে,
এখন একাকী সে দৃশ্য আবার
দেখিব না কোন কালে।
বন-মাঝে সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী,
আকাশে তারার শোভা;
তারকার মাঝে শশী শোভা পায়,
দেখিবারে মনোলোভা।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেই শাদা মেঘগুলি
শশীর কিরণ মেখে
কত শোভা ধরে, সে সব সৌন্দর্য্য
আর দেখিব না চখে।

১৯

হে প্রিয় সুমেরু মনেতে আমার
  হতেছে বাসনা এই,
গিরিগুহা হ'তে প্রস্তরের খণ্ড
  হতেছে পতিত যেই ;
তার মাঝখানে কোন ভগ্ন অংশে
  অথবা বন-মাঝারে,
যেখানেই হ'ক ঘৃণিতা নারীরে
  পাই যদি দেখিবারে ;
যে ঘৃণ্য রমণী অনাহূত হয়ে,
  আসি' দেবেন্দ্রের ঘরে,
অকস্মাৎ সেই সুবর্ণ ফলটি
  ফেলিয়া গৃহ-মাঝারে,
যার জন্য হায় এতেক দুর্দ্দশা,
  এ হেন পরিবর্ত্তন,
হইল আমার, বারেক যদ্যপি
  তার পাই দরশন,
তাহা হলে তারে বলি মন খুলে
  আমার মনের ব্যথা,
মুখে মুখে তার বলিব আরও
  কত ভৎর্সনার কথা ;

বলিব তাহারে বড় ঘৃণা করি,
সম্মুখে দেখিলে তারে,
সুধু আমি নহি দেবতা মানবে
সকলেই ঘৃণা করে!

২০

কি বলিব হায়, বুক ফেটে যায়
বলিতে দুঃখের কথা,
স্মরিলে সে সব দুঃখের কাহিনী
মনে আরও পাই ব্যথা।
এই যে শ্যামল উপত্যকা মাঝে
শ্যামল পর্ব্বত 'পর
বসিয়া আমার দক্ষিণ পারশে
এই সে আসনোপর,
প্রতাপ আমায় কত ভালবাসে
বলেছে কতই বার,
সুধু বলা নহে কার্য্যেতে অনেক
পেয়েছি প্রমাণ তার।
কত শত বার চুম্বন করিতে
ফেলিয়াছে অশ্রুবারি,
পেয়েছি তাহাতে প্রচুর প্রমাণ
মোরে ভালবাসে ভারি।

সে অশ্রুর সনে এ অশ্রু আমার
কতই প্রভেদ হায় !
হা সুখী আকাশ! কেমনেতে তুমি
মোর মুখ পুনরায়
কর দরশন? হে ধরিত্রী, তুমি
কেমনে আমার ভার
করিছ বহন? আমি ত আপনি
বহিতে পারি না আর।
মিনতি তোমায় ওহে মৃত্যু! তুমি
কর মোরে আলিঙ্গন;
অসহ্য হয়েছে, তোমার পরশে
শীতল হ'ক জীবন।
মেঘের সদৃশ তমসাজড়িত
মৃত্যু নামটি তোমার,
কখন কাহারে গ্রাসিতে মানস
স্থির কিছু নাহি তার।
এ ধরণী মাঝে সুখী যে মানব,
সাধ বহুদিন বাঁচে,
ওহে মৃত্যু! এই মিনতি আমার
যেও না তাদের কাছে।
জীবনেতে সাধ নাহিক যাদের,

সতত অসুখে থাকে,
এ হেন মানব আছয়ে অনেক,
তাহাদের লও ডেকে।
আর এক মিনতি জীবন আমার
রয়েছে আঁধারে ঘেরে,
মেঘের সদৃশ তব ছায়া দিয়ে
ঢেকে লও দয়া করে।

২১

শুন অয়ি মাতঃ, মরিব ত আমি,
কিন্তু মরিব না একা,
প্রতিশোধচিন্তা আমার অন্তরে
সতত দিতেছে দেখা।
কি ফল তাহার ঘটিবে আমি তা'
জানিতেছি মনে মনে,
প্রতি রজনীতে মৃত্যুর আহ্বান
শুনিতে পাই শ্রবণে।
অদূরের ওই পর্ব্বত হইতে
ধীরে ধীরে শব্দ আসে,
এতই ধীরে যে বুঝা নাহি যায়
কর্ণে পশে কি না পশে।
অস্পষ্টরূপেতে দেখিবারে পাই

সদা দূরবর্ত্তী যত,
অনিশ্চিত মোর অভিপ্রায় সব
সুদূর স্বপন মত;
অথবা যেমন গর্ব্ভিণী যখন—
সন্তান গর্ব্ভেতে থাকে,
জন্মিবার আগে আকৃতি গঠন
কল্পনাতে গড়ে রাখে।
সন্তান! এ কথা স্মরিয়া আমার
অন্তর কাঁপিছে হেন,
অভাগী আমি যে সন্তান আমার
কখন হয় না যেন।
সন্তান হইলে আকৃতি তাহার
হইবে পিতার মত,
দেখিয়া তাহারে প্রতাপে স্মরিয়া
আরও ব্যথা পাব কত।

২২

অয়ি প্রিয় মাতঃ! মরিবার আগে
আরও কিছু বলি পুনঃ,
শুন মন দিয়ে হে প্রিয় ধরিত্রী!
তোমারেও বলি শুন।
মরিব না একা, একাকী মরিলে

গিয়ে মরণের পারে,
তথাকার সেই শীতল প্রদেশে
জ্যোতিহীন পথধারে,
ভ্রমিব যখন সুদুঃখিত মনে,
দেখিব যে তথা হ'তে
পুরাতন মোর প্রেমিক সুজন
সুন্দরী রমণী সাথে,
আছে বাস করি উভে মন সুখে;
তাদের সুতীক্ষ্ণ হাসি,
নারিব সহিতে শুনিতে পাইলে
বিঁধিবে হৃদয়ে আসি।
এখনি যাইব * * * দেশে
আবার আসিব চলে,
সন্ধ্যার আগেতে, মোহিনীর সনে
গুটি কত কথা বলে।
ভবিষ্যৎবাণী পারে সে বলিতে
বলিয়াছে সে আমারে,
দেখিতে সে পায় অগ্নিরাশি তার
সম্মুখেতে নৃত্য করে;
সসজ্জ সেনার গভীর নির্ঘোষ
কৃপাণের ঝনঝনি,

সর্ব্বদাই যেন শ্রবণে তাহার
হইতেছে প্রতিধ্বনি।
এ সব হইতে কি ঘটনা হ'বে
কিছুই নাহি ত জানি;
যুদ্ধ কোলাহল ঘটিবেক কিছু
মনে হেন অনুমানি।
যেখানেই থাকি দিনে কি নিশীথে
সততই মনে হয়,
শূন্য মার্গ কিবা পৃথিবী ভূধর
প্রজ্জ্বলিত অগ্নিময়।

মৃত্যু-সঙ্গীত।

১

(তব) জীবনের কাজ ফুরাল এখন,
বাহু গুটাইয়া করিয়া স্থাপন
বক্ষোপরি হাত কররে বিশ্রাম,
বলুক সকলে মনে যা আসে।
বট বৃক্ষচ্ছায়া নড়িছে কেমন
তোমার শ্যামল শ্মশান-ঘাসে;
বলুক সকলে মনে যা আসে।

২

ক্ষুদ্র কীট কিবা অন্য কোন জীব
ভস্মীভূত তব দেহেতে কখন,
করিবে না নিন্দা, দিবে না যাতনা,
বলুক সকলে মনে যা আসে।
আলো আর ছায়া করিবে ভ্রমণ
তোমার শ্যামল শ্মশান-ঘাসে,
বলুক সকলে মনে যা আসে

৩

বিছানায় পাশ ফিরিবে না আর ;
নহে কি অলির গুণ গুণ স্বর
লোকনিন্দা চেয়ে শুনিতে সুন্দর ?
বলুক সকলে যা মনে আসে।
উঠিবে না কভু মস্তক তোমার
তব শ্মশানের শ্যাম শষ্প হ'তে ;
বলুক সকলে মনে যা আসে।

৪

মিছা মায়া কান্না কেঁদেছে সকলে,
ভাল তার চেয়ে শিশিরের ছলে
বৃক্ষগণ যেই অশ্রুবিন্দু ফেলে,
বলুক সকলে মনে যা আসে।
বৃক্ষেরা শুনায় গীত বৃষ্টিচ্ছলে
তোমার শ্যামল শ্মশান-ঘাসে ;
বলুক সকলে মনে যা আসে।

৫

চারিদিকে তব শোভিছে কেমন
সাদা ফিকে আর লোহিত-বরণ
পদ্ম ও গোলাপ ফুল মনোরম
বলুক সকলে মনে যা আসে

বৃষ্টিপাতে ফুল হতেছে পতন
(তব) শ্মশান শ্যামল শষ্প উপরেতে ;
বলুক সকলে মনে যা আসে।

৬

ঝুমকা কলিকা ফুল মনোহর,
লাল কুসুমের গালিচা উপর,
যেন উঁকি মেরে দেখে নিরন্তর,
বলুক সকলে মনে যা আসে।
(হেন) সুন্দর আসন নাহিক রাজার,
তব শ্মশানের শ্যাম শষ্প মত ;
বলুক সকলে মনে যা আসে।

৭

লোকে মন্দ কথা বলিয়া বেড়ায়,
বিভুদত্ত জিহ্বা কুপথে চালায়,
তব নামে কত কলঙ্ক রটায়,
বলুক সকলে মনে যা আসে।
ঝিঁঝিঁ পোকা কিবা মিষ্ট গীত গায়,
(তব) শ্যামল শ্মশান শষ্পেতে বসে,
বলুক সকলে মনে যা আসে।

কমল-মধুপায়ী।

১

ভয় কি অদূরে ভূমি কর না দর্শন,
বলিল তটের দিকে অঙ্গুলি হেলায়ে;
আসিতেছে উর্ম্মি ওই পর্ব্বতপ্রমাণ
বেলাভূমে আমাদের যাইবেক ল'য়ে।

উতরিল তারা সেই সন্ধ্যার সময়
বেলাভূমে, সেইখানে দিবসরজনী
সমভাবে সন্ধ্যাকাল বলি বোধ হয়,
নাহি কোন গোল যেন নির্জ্জীব ধরণী।

স্বপ্নোত্থিত ভীত নর নিশ্বাসের মত,
থেকে থেকে বহে তথা নিস্তেজ সমীর,
পূর্ণচন্দ্র গতিহীন রয়েছে সতত
উপত্যকা উপরেতে দাঁড়াইয়া স্থির।

ক্ষুদ্র নদী নিম্নগামী ধূমের মতন
আসিতেছে ধীরে ধীরে পাহাড় হইতে,
আসিছে কখন পুনঃ থামিছে কখন,
আবার আসিছে যেন হতেছে মনেতে।

২

বহু নদ নদী পরিপূর্ণ সেই স্থান,
কোন নদী নিম্নগামী ধূমের মতন
চলে ধীরে ধীরে, সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড দিয়া
ঘোমটা টানিয়া শিরে আসিছে যেমন।

কোন নদী সচঞ্চল আলো ও ছায়ার
মধ্য দিয়ে দ্রুতগতি নিচেতে আসিয়ে
নিথর হতেছে, যেন কোলেতে নিদ্রার
সফেন সলিলরাশি রয়েছে ঘুমায়ে।

বিচিত্র সে নদীগুলি কন্দর হইতে
বাহিরিয়া চলিয়াছে সমুদ্রের পানে,
তুষারে আবৃত গিরিশৃঙ্গ সুদূরেতে
সুরঞ্জিত অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে।

৩

দেশের সৌন্দর্য্য দেখি মোহিত হইয়া
অস্তগামী সূর্য্য যেন দাঁড়াইয়া আছে,
বড় বড় পর্ব্বতের মাঝখান দিয়া
সুদূরের উপত্যকা দেখা যাইতেছে।

হরিত বর্ণের ক্ষেত্র, বেষ্টিত তাহার
চারিদিকে তালগাছ এঁকা বেঁকা কত
রহিয়াছে, উপত্যকা মাঠ চারি ধার
লতিকা কুসুম সহ হতেছে শোভিত।

সে দেশেতে সূর্য্য কভু অস্ত নাহি যায়,
পূর্ণচন্দ্র সমভাবে দিতেছে কিরণ;
সকল জিনিস সদা সমভাবে রয়,
কোন দ্রব্য ক্ষয় নাহি হয় কদাচন।

কালমুখে অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ
পড়িয়া হয়েছে যেন রক্তহীন প্রায়,
অচঞ্চল নেত্রদ্বয় বিমর্ষ বদন
সে দেশের লোকগণ আসিল তথায়।

৪

ফলফুল-যুত মোহ মদিরা মাখান
পদ্মের মৃণাল ছিল সকলের করে;
(তাহা) জাহাজের লোকেদের করিল প্রদান
কমলের মধু পান করিবার তরে।

(কিন্তু) যে কেহ ইহার মধু করিলেক পান
আচ্ছন্ন হইয়া গেল তাহারা মোহেতে,
কি যেন কেমন হ'ল তাহাদের প্রাণ
স্বপ্নবৎ সব বোধ হইল মনেতে।

বোধ হ'ল তাহাদের সমুদ্রগর্জ্জন
প্রলাপ বকিছে যেন পাগল মতন,
(অথবা) সুদূরতে কোন এক ভিন্ন দেশ ধারে
গীত গাহিতেছে যেন দুঃখিত-অন্তরে।

সঙ্গীরা কহিলে কথা তাহাদের স্বর
অতিশয় ক্ষীণ বলি হয়েছিল মনে,
মৃত্যুকালে স্বর যথা হয় ক্ষীণতর
সেইরূপ পশেছিল তা'দের শ্রবণে।

৫

জাগ্রত থেকেও যেন অঘোর নিদ্রায়,
ধুক ধুক শব্দ যেই হৃদয় ভিতরে
হতেছে তাতেও তাদের ভ্রম হয়
বাজিছে বাজনা যেন সুমধুর স্বরে।

পশ্চিমেতে সূর্য্য, পূর্ব্বে চন্দ্র শোভা করে,
তরণীর লোকগণ তার মাঝে আসি
বসিল হরিতবর্ণ তৃণের উপরে,
চারিদিকে কত শোভা আছে পরকাশি।

জন্মভূমি পরিবার ভার্য্যা পুত্র কন্যা
স্বপনে দেখিতে বোধ কতই মধুর
এখানে বসিয়া, কিন্তু সুধু দাঁড় টানা
কষ্টকর, আর সফেন সলিল প্রচুর

আন্দোলিত মাঠ মত, নাহি লাগে ভাল,
সমুদ্রও দিন রাত কেবল দেখিতে
কষ্টকর, তার পর জনৈক বলিল—
মোরা আর কভু নাহি ফিরিব দেশেতে।

সমস্বরে একতানে সবে তার পর
গাহিতে লাগিল গান এ কথা বলিয়া,
মোদের আবাস দূর সমুদ্রের পার,
তথা মোরা আর নাহি যাইব ফিরিয়া।

কোরস্

১

আহা মরি মরি কিবা রম্য স্থান,
হতেছে কেমন মধুর সঙ্গীত,
কেমন কোমল সুমধুর তান,
শুনে মনপ্রাণ হয় বিমোহিত।

গোলাপ ফুলের দল যে প্রকারে
পড়ে ধীরে ধীরে ঘনশ্যাম ঘাসে,
সেইরূপ ধীর সুকোমল ভাবে
মধুর সঙ্গীত শ্রবণ পরশে।

দুইধারে ক্ষুদ্র আছে যে পাহাড়
মাঝখানে তার আছয়ে ঝরণা,
নিথর নিটোল সলিলে তাহার—
যেরূপেতে পড়ে শিশিরের কণা;

অলস আঁখির পাতা যে ভাবেতে
মুদিত হইয়া আসে ধীরে ধীরে,
মধুর সঙ্গীত হৃদয়ে তেমন
ধীরে ধীরে আসি পরশ করে।

শুনিয়া গানের সে মোহিনীস্বর
আঁখি ঢুলু ঢুলু হয় তন্দ্রাবেশে,
যেন নিদ্রা দেবী স্বরগ হইতে
ধীরে ধীরে আসি নয়ন পরশে।

কোমল শৈবাল পাহাড়ের গায়ে,
পুষ্পিত মাধবী লতিকা তাহাতে—
বাহু প্রসারিয়া রয়েছে জড়ায়ে,
কেমন সুন্দর সে সব দেখিতে।

ক্ষুদ্র তটিনীর নির্ম্মল সলিলে
ভাসিছে কেমন অমল কমল,
অফেনের ফুল ঝুলিছে পাহাড়ে,
যেন নিদ্রাবেশে আঁখি ঢল ঢল।

২

দুঃখ শ্রান্তি হ'তে সকলে যখন
করিছে বিশ্রাম, তখন আমরা
ঘুরিয়া বেড়াই মিছামিছি কেন
মাথায় করিয়া দুখের পশরা ?

সদা সর্ব্বক্ষণ তীক্ষ্ণ যাতনায়
কেন বা পুড়িয়া মরিতেছি মোরা ;
করিছে বিশ্রাম সকলেই, হায় !
কষ্ট পাই কেন সুধুই আমরা ?

আমরা সকল জীবের প্রধান,
আমরা কষ্ট পাই সর্ব্বক্ষণ,
দিন রাত নাই যাতনা সমান,
করিতেছি সুধু দুখের রোদন !

এক দুঃখ হতে আর এক দুঃখেতে
হতেছি আমরা সদা নিমগন ;
হাত নাহি পায় বিশ্রাম করিতে,
ভ্রমণে বিরত না হয় চরণ !

সুখ নাহি পাই কখন নিদ্রায়,
অন্তরাত্মা যেই বলিছে সদাই,
'শান্তি ছাড়া সুখ নাহিক ধরায়,'
শুনিয়াও যেন শুনিতে না পাই।

সকল জীবের মস্তক আমরা,
আমরাই সুধু কেন কষ্ট করি?
মাথায় করিয়া দুঃখের পশরা,
আমরাই সুধু ঘুরিয়া মরি?

৩

জড়িত-পল্লব, অরণ্য ভিতরে,
কোরক হইতে দেখরে চাহিয়া,
খুলিয়া যেতেছে অতি ধীরে ধীরে
মৃদুল মধুর বাতাস লাগিয়া।

ক্রমেতে সেগুলি হরিৎ হতেছে,
বিস্তার হতেছে পাতার আকারে,
আপনার মনে আপনি বাড়িছে,
কাহাকেও তারা গ্রাহ্য নাহি করে

সূর্য্যের উত্তাপ দুই প্রহরেতে
চন্দ্রের কিরণ নিশির সময়,
শিশিরের কণা পড়িয়া তাহাতে,
আপনার মনে তাহা বৃদ্ধি পায়।

তার পর ক্রমে সবুজ হইতে
পীতবর্ণ হয়ে শুকাইয়া যায়
(শেষে) বাতাসের সনে ভাসিতে ভাসিতে
মাটির উপর পড়ি লুটায়।

রসাল রসাল হোথা গ্রীষ্মকালে
পক্ক হয়ে উঠে সুমিষ্ট হইয়া,
তার পর শেষে শরৎ আসিলে
বৃন্তচ্যুত হয়ে যায় রে খসিয়া।

নিয়মিত কালে কুসুমনিচয়
প্রস্ফুটিত হয় থাকি নিজ স্থানে,
কোন চিন্তা নাই ফুটে বৃদ্ধি পায়,
শেষে পড়ে যায় আপনার মনে।

৪

সুনীল অনন্ত সাগর উপরে
সুনীল আকাশ চাঁদোয়ার মত,
ভাল নাহি আর লাগে দেখিবারে,
ঘৃণা জন্মিয়াছে দেখি অবিরত।

জীবনের শেষ সীমা যে মরণ!
কিসের কারণে তবে মোরা আর
পরিশ্রম করি সারাটি জীবন?
এস রে বিশ্রাম করি এইবার।

হইতেছে কাল দ্রুত অগ্রসর,
আমাদের জিহ্বা মুহূর্ত্ত ভিতরে
হইবেক বন্ধ, তবে কেন আর!
করি এইবার বিশ্রাম এস রে।

চিরস্থায়ী কিবা এ মর জগতে,
সকলই ভাই যাইবে চলিয়া
ক্রমশঃ মোদের নিকট হইতে,
অতীতের সনে যাইবে মিশিয়া।

এস রে বিশ্রাম করি এইবার,
এ হেন কি সুখ আছে এ সংসারে
যাহা আমাদের এ হেন অসীম,
কষ্টের সহিত পারে যুঝিবারে।

ক্রমাগত এক তরঙ্গ হইতে
কি সুখ অপর তরঙ্গে উঠিলে?
সকলেরি আছে বিশ্রাম জগতে,
ধীরে অগ্রসর হতেছে সকলে

মরণের দিকে; দাও আমাদের
সুদীর্ঘ বিশ্রাম, অথবা মরণ,
আঁধার মরণ, অথবা বিশ্রাম,—
যাহা আধ নিদ্রা, আধ জাগরণ।

৫

নিম্নগা স্রোতের শবদ শুনিয়া
নয়নের পাতা মুদিয়া আসিবে,
আধ তন্দ্রাবেশে আধেক জাগিয়া
স্বপ্ন দেখা কিবা মধুর হইবে।

উচ্চে ঝাউ বৃক্ষ ঝোপেতে যেমন
ধুঁয়া ধুঁয়া আলো না চায় ছাড়িতে,
সেইরূপ আহা মধুর কেমন
দিবানিশি সুধু স্বপন দেখিতে।

কহিবেক কথা পরস্পরেতে
অতি শান্তভাবে অতি মৃদুস্বর,
হইবে তখন সে স্বর শুনিতে
কতই মধুর কতই সুন্দর।

প্রতিদিন পদ্ম-মধুপান করে',
দেখিতে হইবে মধুর তখন
বড় ঢেউগুলি, তটের উপরে
আসিয়া পতিত হতেছে কেমন।

দুগ্ধফেননিভ ফেনার উপরে
মধুর দেখিতে হইবে কেমন,
কোমল বঙ্কিম রেখাগুলি পড়ে' ;
ইচ্ছা হবে বসে দেখি সর্ব্বক্ষণ।

আমা সবাকার আত্মা আর মন,
যদ্যপি ধীর ও প্রশান্ত চিন্তায়
সম্পূর্ণরূপেতে হয় নিমগন,
কেমন মধুর তাহা হ'লে হয়!

সতত এখানে বসিয়া ভাবিতে
শৈশবের দুই মুখ পুরাতন,
সতত তাঁদের স্মরণে আনিতে
হেথা বসে, হ'বে মধুর কেমন!

দুই মুঠা ছাই এবে তাঁহাদের
স্মৃতিচিহ্ন মত কৌটায় পোরা
আছয়ে কেবল, ভিতরে গোরের,
আচ্ছাদিত তাহে ঘাসের চাপড়া।

৬

আমাদের সেই বিবাহকালের
স্মৃতিটুকু হায় সুন্দর কেমন!
(আর) কেমন সুন্দর নিজ প্রিয়াদের
বিদায়ের অশ্রু (আর) শেষ আলিঙ্গন।

পরিবর্ত্ত কিন্তু হয়েছে এখন,
সে সকল এবে কিছু নাহি হায়!
যে হেতু নিশ্চয় ভেঙ্গেছে এখন
গেহের সে সুখ শান্তি সমুদায়!

মোদের বিষয় লয়েছে পুত্রেরা,
ভুলেছে মোদের আকৃতি প্রকৃতি;
সম্মুখে যাইলে প্রেতাত্মা বলিয়া
হয় ত তাদের হইবে বিস্মৃতি।

অথবা বিভিন্ন দেশের রাজারা
সন্ত্রাস্ত সাহসী আছয়ে যে সব,
শূন্য রাজ্য দেখি আসিয়া তাহারা
লয়েছে কাড়িয়া যতেক বিভব।

তাদের সম্মুখে রাজকবিগণ
কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ দিন ধরে,
যুদ্ধ হয়েছিল, তার বিবরণ
বলিতেছে সব গানের সুরে।

গাহিছে, করেছি আমরা যে সব
বড় কাজ, যুদ্ধ, তা'র বিবরণ;
তাহাদের কাছে এখন সে সব
কেবল সুদূর স্মৃতির মতন।

বড়ই নিঠুর দেবতা সকল,
সহজে সন্তুষ্ট হইবার নয়;
একবার যাহা ভাঙ্গিয়া গিয়েছে
বড় কষ্ট যোড়া দিতে পুনরায়।

৭

স্নিগ্ধ করিবেক সবার শরীর
মৃদু উষ্ণবায়ু বহিয়া যখন,
নীল বরণের আকাশের তলে
কুসুম শয্যায় করিয়া শয়ন।

আসিছে নদীর নিরমল জল
লাল বরণের পাহাড় হইতে,
অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে তখন
কেমন সুন্দর হইবে দেখিতে।

লতায় বেষ্টিত গুহা অভ্যন্তর
হইতে মধুর প্রতিধ্বনি আসে,
শুনিবারে তাহা কেমন সুন্দর,
কেমন মধুর শ্রবণে পরশে।

ফুল-বৃক্ষশ্রেণী আছে যে সকল
আসিছে তাহার ভিতর হইতে
স্রোতেতে বহিয়া নীলবর্ণ জল,
কেমন সুন্দর হইবে দেখিতে।

দূরস্থিত নীল সাগরের জল,
দেখিতেই সুধু সুন্দর কেমন,
উজ্জলই কিবা, (আর) শুনিতে কেবল
তার কুলুধ্বনি, মধুর কেমন।

দেবদারু-বৃক্ষ-তলায় শুইয়া
আধ নিদ্রাবেশে সুদূর হইতে
দেখিতেই সুধু এ শোভা সুন্দর!
(আর) দূর হ'তে সুধু নিনাদ শুনিতে!

৮

পাহাড়ের নীচে আছে যে সকল
বক্রগামী হ্রদ, তাহার উপরে
ফুটিয়াছে কত শত শতদল,
ফুটিয়াছে আর তার চারিধারে।

মৃদুল মধুর সমীর বহিছে,
মধুর শবদ হতেছে তাহাতে,
সুগন্ধ বহন করিয়া আনিছে,
সেই প্রস্ফুটিত কমল হইতে।

শোভন পাহাড় চতুর্দ্দিক বেড়ি
আছে যে গহ্বর কন্দর বিবর,
কমলের পীত রেণু সমুদয়
উড়িয়া পড়েছে তাদের উপর।

বহু কাজ কর্ম্ম করিয়াছি মোরা,
হেথা হোথা করে অনেক ঘুরেছি,
তরঙ্গ-আঘাতে জাহাজের সনে
এদিকে ওদিকে হেলিয়া পড়েছি।

জাহাজ-রূপিণী উন্মত্ত রাক্ষসী
অপার সমুদ্র উপরে যেখানে
উদ্গীরণ করে ফেনারাশি রাশি
তরঙ্গ-আঘাতে দুলেছি সেখানে।

আর না, বিশ্রাম করিব এবারে
এস সবে মিলি প্রতিজ্ঞা করি,
সবে ঐক্য করি চিরকাল তরে
যেন এ প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারি।

কমলের দেশে রব আজীবন,
পাহাড় উপরে শয়ন করিব,
রহিব দেবতাগণের মতন,
নরের বিষয় কভু না ভাবিব।

রয়েছে কেমন সেথায় সকলে
মকরন্দ পরে করিয়া শয়ন,
দূরে বহু দূরে পাহাড়ের তলে,
হতেছে অশনিপাত সর্ব্বক্ষণ।

সুবর্ণ আলয় চারিদিকে তার
ধীরে মেঘ-দল যেতেছে উড়িয়া,
চাকচিক্যময়ী ধরা চারি ধার,
কোটিবদ্ধ মত রয়েছে বেষ্টিয়া।

নিম্নদৃষ্টি করি দেখে নিরন্তর,
ধ্বংসপ্রাপ্ত ধরা, দুর্ভিক্ষ পীড়ন,
মারীভয়, ভূমিকম্প ভয়ঙ্কর,
গরজনকারী সমুদ্র ভীষণ।

মরুভূমি, আর যুদ্ধ ঘোরতর,
কোথা কোন গ্রামে আগুন লেগেছে,
তরণী ডুবিছে সমুদ্র উপর,
উদ্ধারের তরে লোকেরা কাঁদিছে।

সুবর্ণ-আলয়ে বসিয়া ইহারা
এ সকল দেখি মধুর হাসিছে,
নীচেতে ক্রন্দন করিছে যাহারা
(তাহা) ধূমের মতন উপরে উঠিছে।

পশিছে সে শব্দ এদের শ্রবণে
মৃদুল মধুর সঙ্গীতের মত,
এত দুঃখ কষ্ট তাহাদের মনে—
এরা কিন্তু মৃদু হাসিছে নিয়ত।

গাহিছে তাহারা দুখের সঙ্গীত
যারা দিবারাত্র করে পরিশ্রম,
মাটি কাটে আর চাষে অবহিত,
ধান কাটে, বীজ করয়ে বপন।

এইরূপ শ্রম করিয়া সকলে,
বরষের তরে করয়ে সঞ্চয়—
ঘৃত, তৈল, ধান, আদি দ্রব্য নানা
এরূপে জীবন হয়ে যায় ক্ষয়।

নরকেতে গিয়া মরণের পর
ভোগ করে কেহ অসীম যাতনা,
কেহ বা যাইয়া স্বরগ উপর
উপভোগ করে সুখ শান্তি নানা।

শেষে পারিজাত ফুলের শয্যায়
করিয়া শয়ান চিরকাল তরে,
কত সুখে কত আরামে ঘুমায়
শ্রান্ত জীবনের শ্রান্তি দূর করে।

নিশ্চয় নিশ্চয় পরিশ্রম চেয়ে
নিদ্রাই অধিক মধুর জীবনে;
মাঝ সমুদ্রেতে যাওয়া তরী বেয়ে
যুঝিয়া তরঙ্গ আর বায়ু সনে।

তার চেয়ে পা'ড় অধিক সুন্দর,
অতএব এস তরীবাহিগণ!
আমরা ঘুরিয়া বেড়াব না আর,
কমলের দেশে কাটাই জীবন।

পৃথ্বীরাজের মৃত্যু।

সমুদ্রের ধারে আছে যে সব পাহাড়,
এক দিন শীতকালে চারিদিকে তার,
সমস্ত দিবসাবধি যুদ্ধ কোলাহল,
শুনিতে পাইয়াছিল মনুষ্য সকল।
রাজা পৃথ্বীরাজ ভগ্নী-পুত্র রঘুরায়
এ দোঁহার হয়েছিল যুদ্ধ অতিশয়।
সারাদিন ধরে যুদ্ধ হইতে লাগিল,
অবশেষে ক্রমে ক্রমে রজনী আসিল।
পৃথ্বীরাজ সৈন্যদলে লোক ছিল যত,
যুদ্ধক্ষেত্রে একে একে হইল নিহত।
একা বীরভদ্র স্বধু বাঁচিয়া রহিল;
পৃথ্বীরাজ নিজেও অক্ষত না ছিল।
ভীষণ লাগিয়াছিল মস্তকে তাঁহার,
শকতি একটু নাহি ছিল চলিবার।

সাহসী সে বীরভদ্র কোলেতে করিয়া
ভগ্ন দেবালয়ে তাঁরে চলিল লইয়া।

অদূরেই ছিল সেই ভগ্ন দেবালয়,
বহু পুরাতন আর জীর্ণ অতিশয়।
এক দিকে বড় হ্রদ, অপর দিকেতে
সমুদ্র, স্থানটি অতি সঙ্কীর্ণ, তাহাতে
পৃথ্বীরাজে কোলে করি লইয়া চলিল,
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র গগনেতে ছিল।
পৃথ্বীরাজ বীরভদ্রে বলিল তখন,

"আজিকার যুদ্ধে হায় হ'ল অঘটন।
বিখ্যাত সেনানী মোর ইতিহাসে যার
উজ্জল অক্ষরে লেখা মহিমা অপার—
এ হেন বীরের দল আজিকার রণে
নিহত হইয়া হায়! গেল কোনখানে!
প্রাণাপেক্ষা যাহাদের বাসিতাম ভাল—
তাহারা নিদ্রিত চিরনিদ্রায় হইল।
সুখের উদ্যান আর মন্ত্রণাভবনে
বেড়াতে বেড়াতে হায় তাহাদের সনে
সৈন্য ও সামন্ত আর যুদ্ধের বিষয়
কথা কহে' সুখ নাহি পাব পুনরায়।
পূর্ব্বেতে কহিয়া কথা তাহাদের সনে
জান ত আমোদ কত পাইতাম মনে।

যা দিকে মনুষ আমি করিলাম হায়!
তাহারাই অবশেষে মারিল আমায়!
যদিও বলেছে বটে জ্যোতির্ব্বিদগণ
পুনরায় রাজ্য আমি করিব পালন।
সেত আছে ভবিষ্যৎ-গর্ভেতে নিহিত,
ঘটিছে যা' এবে, ভাবা তাহাই উচিত।
লেগেছে আঘাত ঘোর মস্তকে আমার,
প্রত্যূষ অবধি মোর বেঁচে থাকা ভার।
সে কারণে বলি তোমা, শুন দিয়া মন,
এই অস্ত্র যাহা আমি করিয়া ধারণ—
করি অহঙ্কার এত, দিতেছি তোমারে;
মনে আছে, ইহা আমি পেয়েছি কি করে?
বহুদিন হ'ল গত, এক গ্রীষ্মকালে,
এক দিন দ্বিপ্রহরে, ঠিক মধ্যস্থলে
হ্রদের উপরে, এক হাত উঠেছিল,
রেশমী কাপড়ে হাত আচ্ছাদিত ছিল।
কার হাত, কোথা হ'তে উঠিল কি করে,
আশ্চর্য্যজনক, কেহ বুঝিতে না পারে।
এই তরবারিখানি ছিল সেই করে
জান, নৌকা বেয়ে আমি গেলাম কি করে;
লইনু কেমনে ইহা সেই হাত হ'তে,

সেই হ'তে রহিয়াছে ইহা মোর হাতে।
রাজার মতন ইহা করেছি ধারণ,
ভবিষ্যতে মোর কথা হইবে যখন,
বলিবে লোকেরা যবে আমার বিষয়—
ইহাও তখন সবে জানিবে নিশ্চয়।
কিন্তু এবে বলিতেছি বিলম্ব না কর,
এইটি লইয়া যাও হ্রদের উপর।
হ্রদের মাঝেতে ইহা নিক্ষেপ করিবে,
নিক্ষেপিয়া তা'র দিকে চাহিয়া থাকিবে।
নিরখিবে ভাল করে কি দেখিতে পাও,
দেখিবে যা', তাহা মোরে ত্বরিতে জানাও।

ইহা শুনি বীরভদ্র বলিল তখন,—
"হে রাজন! উপযুক্ত নহে কদাচন,
আপনারে এ দশায় ছাড়িয়া যাইতে,
এখানে নাহিক কেহ তোমারে দেখিতে।
একাকী, সাহায্যহীন, আহত আপনি,
কি করিয়া আপনারে ছাড়ি যাই আমি?
তবুও আপন আজ্ঞা করিব পালন,
দেখিব উত্তমরূপে করি নিরীক্ষণ।
দেখিতে পাইব যাহা, জানাব তোমায়।"

এত বলি বাহিরিল হতে দেবালয়।
পূর্ব্বকার বড় বড় রাজা যোদ্ধৃগণ
সমাধিমন্দিরে আছে করিয়া শয়ন।
সমাধির চারিদিকে পাথরে বাঁধান,
পড়িয়াছে তারি 'পর চাঁদের কিরণ।
বীরভদ্র দেবালয়-অভ্যন্তর হ'তে,
বাহির হ'লেন এই চাঁদের আলোতে।
সমুদ্রের সুশীতল বায়ু ধীরে ধীরে,
বহিতেছে এই সব সমাধিমন্দিরে;
সমুদ্রের ফেনা বহু খণ্ড খণ্ড হয়ে
বাতাসের সনে উড়ি পড়িছে আসিয়ে
পার্ব্বতীয় বাঁকাচুরা পথ দুরগম
ধীরে ধীরে বীরভদ্র করি অতিক্রম,
আসি পড়িলেন সেই সমতল স্থানে
হ্রদধারে, ঢাকা যেথা চাঁদের কিরণে।
তরবারি-কোষখানি ফেলিলেন খুলে,
(ছিল) এক খণ্ড সাদা মেঘ আকাশের কোলে।
নিরমল শশী সেই মেঘ চারিধারে
নিজের কিরণ ঢেলে, মাথার উপরে
দৌড়িতেছে যেন;
সেই অস্ত্রের হাতল

শশীর কিরণ পেয়ে করে ঝল মল।
হীরা, মতি, চুণি, পান্না নানা রূপ ছিল,
শশীর কিরণে সব জ্বলিতে লাগিল।
বীরভদ্র তার প্রতি দেখিতে দেখিতে,
ফেলিব কি না ফেলিব লাগিল ভাবিতে।
একদৃষ্টে বহুক্ষণ র'লেন চাহিয়া
তাহাতে তাঁহার চক্ষু গেল ঝলসিয়া।
তার পর ভাবিলেন,
"ফেলিয়া না দিয়ে,
অস্ত্রটিকে কোন খানে রাখি লুকাইয়ে।"
হ্রদের ধারেতে ছিল গাঢ় কল্মী বন
বায়ু লেগে পাতা তার করে শন শন।
বায়ুভরে হেলে দুলে পড়িতে লাগিল;
সেইখানে অস্ত্রটিকে লুকায়ে রাখিল।

তার পর পৃথ্বীরাজ সন্নিধানে গেল,
তাঁরে হেরি পৃথ্বীরায় জিজ্ঞাসা করিল।

"মোর আজ্ঞা তুমি কিহে পালন করিলে?
বল কি দেখিলে, কিবা শুনিতে পাইলে?"

বীরভদ্র প্রত্যুত্তর করেন তখন,
"শুন মহারাজ, যাহা করিনু শ্রবণ—
তড়াগের ঊর্ম্মিগুলি কল্মী বনে এল,
লতা সহ দলগুলি ধুয়ে দিয়ে গেল;
পাহাড়ের পাদদেশে লুটায়ে পড়িল,
কুলু কুলু শব্দ তাহে হইতে লাগিল।

বিমর্ষ ও পাণ্ডুবর্ণ রাজা মহোদয়
অসন্তুষ্ট হয়ে তবে বীরভদ্রে কয়,—

"স্বভাবে ও নামে তুমি বঞ্চনা করিলে,
মোর কাছে সত্য কথা তুমি না বলিলে।
পদস্থ ও অধীনস্থ লোক তোমা ন্যায়,
তাহাদের মিথ্যা বলা উচিত না হয়।
আমার সেনানী যেই বিখ্যাত জগতে,
সেই লোক মিথ্যা বলে আমার সাক্ষাতে!
যে হেতু নিশ্চয় কোন শবদ শুনিতে,
অথবা কোনও কিছু দেখিতে পাইতে।
হ্রদের সংক্ষোভ কিছু হইত নিশ্চয়,
ছিছি মিথ্যা কথা বলা লজ্জার বিষয়।
এখনি আবার আজ্ঞা দিতেছি তোমায়

হ্রদের নিকটে শীঘ্র যাও পুনরায়।
আজ্ঞাকারী তুমি মম প্রিয় অতিশয়
আমি যাহা আজ্ঞা করি করিবে নিশ্চয়।
দেখিতে কি পাও তাহা দেখ ভাল করে,
শীঘ্রগতি আসি তাহা জানাও আমারে।
রঘুবর এ সকল বচন শুনিয়া
পুনরায় গেল চলি সেই পথ দিয়া।
যে সব প্রস্তরখণ্ড ছিল হ্রদ ধারে
শিশিরেতে সিক্ত হয়ে চন্দ্রমার করে,
হয়েছিল অতিশয় সুন্দর দেখিতে;
সে সব প্রস্তরখণ্ড গুণিতে গুণিতে
করিতে লাগিল হ্রদকিনারে ভ্রমণ
কি করিবে এ চিন্তায় হয়ে নিমগন।

যখন সে অত্যাশ্চর্য্য আর মনোহর
হাতল হইল তাঁর দৃষ্টির গোচর,
দেখিলেন কারুকার্য্য সুন্দর কেমন,
করতালি দিতে দিতে বলিল তখন,

"আমি যদি মানুষের চক্ষু তৃপ্তিকর
এই অস্ত্র ফেলে দেই হ্রদের ভিতর,

তাহা হ'লে সুনিশ্চয় বহু মূল্যবান
বিখ্যাত একটি দ্রব্য হবে তিরোধান,
একেবারে চিরকাল তরে ধরা হ'তে,
ফেলাইয়া দিই যদি কি ফল তাহাতে।
আর যদ্যপি না ফেলি, কিবা ক্ষতি তায়
প্রভুকে অমান্য করা এই ত অন্যায়।
শাসনের মূল হয় যে আজ্ঞাপালন
মন্দ কাজ সেই আজ্ঞা করিলে লঙ্ঘন।
কিন্তু যদি কোন রাজা হেন আজ্ঞা করে,
যাতে অমঙ্গল কোন তাঁর হ'তে পারে,
সে আজ্ঞা পালন করা হয় কি উচিত?
পৃথ্বীরাজ এখন ত আছেন পীড়িত,
ভাল মন্দ এবে নাহি পারেন বুঝিতে;
সাঙ্গ হ'লে ভবলীলা, তাঁর ভবিষ্যতে
সন্দেহজনক বৃথা গল্প ছাড়া আর
ইতিহাস অথবা কি চিহ্ন রবে তাঁর?
কিন্তু এই অস্ত্র কোন রাজার ভাণ্ডারে
রক্ষিত হইলে পর যে কোন প্রকারে,
কৃত্রিম যুদ্ধের কালে কভু কোনজন
এই অস্ত্র সকলেরে করায়ে দর্শন
বলিবেক,

"পৃথ্বীরাজ নামে যে রাজন
ছিলেন, তাঁহার করে হ'ত সুশোভন
এই অস্ত্র। নিরঞ্জন-হ্রদ-নিবাসিনী
কোন দেবী নির্ম্মেছেন এই অস্ত্রখানি।
হ্রদ মাঝে লুক্কায়িত পর্ব্বত উপরে
বসিয়া এ অস্ত্রখানি নয় বর্ষ ধরে
করেছে নির্ম্মাণ।"
এই কথা ভবিষ্যতে
কোন বৃদ্ধ নর বলি' লোকের সাক্ষাতে
পাইবে সম্মান কত, কিন্তু যদি ফেলি,
তাহা হ'লে মান্য আর খ্যাতি যাবে চলি।

এত বলি ভাবনায় অভিভূত হ'য়ে
পুনরায় অস্ত্রখানি রাখিল লুকায়ে।
ধীরে রাজসন্নিধানে করিল গমন,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি বলিল রাজন,

"কি দেখিলে বল, কিবা করিলে শ্রবণ?"

বীরভদ্র প্রত্যুত্তর করিল তখন,

“তড়াগের ঊর্ম্মিমালা কল্মী বনে এল
পাতাসহ দলগুলি ধুয়ে দিয়ে গেল।
পাহাড়ের পাদমূলে লুটায়ে পড়িল
কুলু কুলু ধ্বনি তাহে হইতে লাগিল।”
মহারাজ পৃথ্বীরায় এ কথা শুনিয়া,
বলিলেন বীরভদ্রে রাগত হইয়া,

“প্রবঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক, নীচাশয়,
সেনানী অযোগ্য তুমি মিথ্যুক নির্দ্দয়!
হায় রে অদৃষ্ট মম, হা ধিক আমারে,
ক্ষমতাও ভুলে যায় মুমূর্ষু রাজারে।
দৃষ্টির ক্ষমতা এত ছিল যে রাজার
দৃষ্টিমাত্র ইচ্ছা পূর্ণ হইত তাঁহার।
লোকের ইচ্ছাকে নিজ বশেতে আনিত,
মুমূর্ষু জানিয়া তার দুর্গতি এমত!
তুমিও কিরূপ লোক জানিনু এখন,
সেনানীর মধ্যে মাত্র তুমি একজন,
যতেক কাজের ভার তোমার উপরে
বহুমূল্য অস্ত্র লাগি অমান্য আমারে?
এই অস্ত্রলিপ্সা কিবা বালিকার মত
সৌন্দর্য্যকে মনে কর মূল্যবান এত?

দৃষ্টির আমোদে সুধু পুলকিত মন
সেই হেতু ব্যবহার করিছ এমন।
তাহাতেই করিতেছ অমান্য আমারে;
মানুষে অকৃতকার্য্য হইতেও পারে,
দু'বার, তৃতীয়বারে পারিবে হইতে
কৃতকার্য্য, অতএব যাও হে ত্বরিতে।
কিন্তু নাহি দাও ফেলি যদিও এবারে
স্বহস্তে নিধন আমি করিব তোমারে।"

বীরভদ্র শীঘ্রগতি উঠি ইহা শুনে
দৌড়াইয়া গেল সেই হ্রদসন্নিধানে।
গিয়া তথা তাড়াতাড়ি উচ্চ স্থান হ'তে
লাফ দিয়া পড়িলেন কল্মীর বনেতে।
মুষ্টি মধ্যে দৃঢ়রূপে অস্ত্রটি ধরিয়া,
নিক্ষেপ করিল হ্রদে বেগে ঘুরাইয়া।
চাঁদের কিরণে হয়ে বিদ্যুৎ মতন,
চারিদিকে জ্যোতি তার করি বিকীরণ,
বৃহৎ সে অস্ত্রখানি ঘুরিতে ঘুরিতে,
বৃত্তাকার মত হয়ে পড়িল হ্রদেতে।
কিন্তু তাহা জলমগ্ন হ'তে না হইতে
উঠিল একটি হাত জড়ান তাহাতে

বিচিত্র রেশম বস্ত্র, কাহার না জানি
আশ্চর্য্য অভূতপূর্ব্ব সেই হাতখানি।
অস্ত্রের হাতল ধরে তিন বার তারে
ঘুরাইয়া ডুবাইল হ্রদের ভিতরে।
ইহা দেখি বীরভদ্র গেলেন চলিয়া
দ্রুতগতি।
পৃথ্বীরাজ তাঁহারে হেরিয়া
বলিলেন,
"বুঝিয়াছি নিরখি তোমারে
হইয়াছে মোর কার্য্য সিদ্ধ এইবারে।
বল কি দেখিলে কিবা করিলে শ্রবণ,"

বীরভদ্র প্রত্যুত্তর করিল তখন—

"প্রভো আমি মুদিলাম মোর আঁখিদ্বয়
এই সব মণি মুক্তা মোর অভিপ্রায়
ব্যর্থ করে দেয় পাছে, যে হেতু রাজন!
এ হেন আশ্চর্য্য অস্ত্র নয়নে কখন,
দেখি নাই, দেখিব না থাকিতে জীবনে,
এখানেই হ'ক কিম্বা অন্য কোনস্থানে
সহস্র জীবন যদি পাই একেবারে

তথাপি আশ্চর্য্য হেন দেখিব না ফিরে।
অস্ত্রখানি ঘুরাইয়া দিলাম ফেলিয়া,
তার পর ফিরে যবে দেখিনু চাহিয়া,
দেখিনু অতুলরূপ হাত একখানি,
রেশমী কাপড়ে ঢাকা কাহার না জানি।
অস্ত্রের হাতল ধরে তিন বার তারে
ঘুরাইয়া ডুবাইল হ্রদের ভিতরে।”

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি রাজা পৃথ্বীরায়
বলিল,
“হয়েছে মোর মরণসময়।
শীঘ্র এইবার মোর ফুরাবে জীবন,
তোমার কাঁধেতে করে আমারে এখন,
লয়ে চল হ্রদতীরে, কিন্তু মনে ভয়—
সর্ব্বাঙ্গ শীতল মোর, পাছে মৃত্যু হয়
পথে যেতে যেতে।”
এই বলি পৃথ্বীরায়
সেই বাঁধা স্থান হতে উঠিবারে যায়,
এক হাতে ভর করি কষ্টের সহিত
ধীরে ধীরে কাত হয়ে হলেন উত্থিত,

বড় বড় নীলবর্ণ দুইটি নয়ন
একাগ্র দৃষ্টিতে ছিল ছবির মতন।
কষ্টের সহিত আর ছল ছল আঁখি
বীরভদ্র তাঁর প্রতি দেখিল নিরখি,
কথা বলিবেন বলি মনেতে করিয়া,
কি বলিবেন তাহা নাহি পেলেন ভাবিয়া।
এক হাঁটু পেতে বসি অতি সাবধানে
অসাড় দু'খানি হাত অতীব যতনে
নিজের স্কন্ধের 'পর নিলেন তুলিয়া,
তার পর চলিলেন তাঁহারে লইয়া
শ্মশানের মধ্য দিয়ে, কিন্তু যেতে যেতে
অন্তিম নিশ্বাস তাঁর লাগিল পড়িতে।
মরণ নিকট বুঝি দুঃখিত অন্তরে
দীরঘ নিশ্বাস ফেলি অতি ধীরে ধীরে,
অস্পষ্ট স্বরেতে তাঁর কানের কাছেতে
বলিলেন,
"শীঘ্র শীঘ্র!—হতেছে মনেতে
ভয় অতি, যেতে বড় বিলম্ব হতেছে,
তথা যাইবার আগে মৃত্যু হয় পাছে।"

বীরভদ্র তাহা শুনি অতি দ্রুত হয়ে

উভ নিশ্বাসেতে সেই উচ্চপথ দিয়ে
লাগিলেন যেতে। সেই তুষারমণ্ডিত
পাহাড় উপর দিয়া অতি সুশোভিত।
পশ্চাতে সমুদ্র তাঁর করিছে গর্জ্জন
শুনিলেন সম্মুখে কে করিছে ক্রন্দন।
অঙ্কুশ যেমন শীঘ্র করীরে চালায়
চালিত হলেন তিনি নিজের চিন্তায়।
গিরিপথ দিয়া চলি যাইতে যাইতে
প্রস্তরপ্রাচীরে বর্ম্ম লাগিল ঠেকিতে,

খট্ খট্ শব্দ তাহে হইতে লাগিল।
লোহার পাদুকা তাঁর পায়ে পরা ছিল।
পিচ্ছিল পাহাড় দিয়া যাইতে যাইতে
জুতা শুদ্ধ পদ যবে লাগিল পড়িতে

পাহাড় উপরে, শব্দ হইল তাহায়
সে শবদ চারিদিকে প্রতিধ্বনি হয়।
এইরূপে ক্রমে ক্রমে যাইতে যাইতে
আসিলেন সমতল হ্রদের ধারেতে।
শীতকাল নিরমল শশধরকর,
হ্রদ চারিধারে শোভা পেতেছে সুন্দর।

দেখিতে পেলেন তাঁরা তাঁহাদের নীচে
কাল বরণের এক তরণী ভাসিছে।
করিলেন নিরীক্ষণ নীচে নেমে এসে,
তিনটি সম্ভ্রান্ত নারী তরণীতে ব'সে।
কাল বরণের বস্ত্রে আবৃত শরীর,
কিরূপ পোষাক নাহি করা যায় স্থির।
সে হেন পোষাক কেহ দেখেনি নয়নে,
সে দৃশ্য সুধুই হয় সম্ভব স্বপনে।
মাথায় মুকুট পরা রাণী তিন জন,
তাঁহারা দু'জনে ইহা করেন দর্শন।
(সেই) তিন জন রমণীর নিকট হইতে,
ক্রন্দনের ধ্বনি এক পেলেন শুনিতে।
কাঁপিতে কাঁপিতে স্বর আকাশে উঠিল,
তাহা শুনি তারকাও কাঁপিতে লাগিল।
বারিহীন প্রান্তরেতে নিশীথসময়
(যথা) শন্ শন্ শব্দে বায়ু দুঃখগীত গায়;
গভীর বেদনাপূর্ণ সেইরূপ স্বরে,
কাঁদিছেন তিন রাণী তরণী ভিতরে।
তরণী ভিতরে তাঁরা করেন গমন,
হাত বাড়াইয়া তবে রাণী তিন জন,
পৃথ্বীরাজে তরণীতে লয়েন তুলিয়া

ক্রন্দন করিল কত বিলাপ করিয়া।
তিন জন মাঝে যিনি বড় বয়সেতে
সকলের চেয়ে বেশী সুন্দর দেখিতে,
রাজার মস্তক নিজ কোলেতে রাখিয়া
ছিন্ন মুখ আবরণ দিলেন খুলিয়া;
শীতল হাতেতে তাঁর নিজ হাত দিয়ে
গরম হইবে বলি দিলেন ঘসিয়ে;
ডাকিলেন কত তাঁরে, তাঁর নাম ধরে
বিলাপ করিয়া কাঁদিলেন উচ্চস্বরে।
কাল রুধিরের দাগ কপালেতে ছিল,
তারিপর অশ্রু তাঁর পড়িতে লাগিল।
উঠ-উঠ-দিবাকর নবীন কিরণ
চাঁদেতে পড়িয়া হয় বিবর্ণ যেমন
শশধর, পৃথ্বীরায় রাজার বদন,
শুষ্ক ও বিবর্ণ হয়েছিল সে রকম।
তাঁর যাবতীয় সেই গাত্র আবরণ
রঞ্জিত করিয়াছিল রুধিরপতন।
পূর্ব্বেকার তাঁর যেই চাঁচর চিকুর,
শিরোপরে শোভা করে' থাকিত বিধুর,
পড়িয়া কপোলে কভু দিবাকর মত
উচ্চ সিংহাসন হ'তে প্রতিভাত হ'ত;

এবে সেই পরিপাটী কেশগুলি হায়,
পাংশুবর্ণ হইয়াছে পড়িয়া ধূলায়।

এইরূপে ভগ্ন এক স্তম্ভের মতন,
বীরবর পৃথ্বীরাজ করিল শয়ন।

পূর্ব্বে যিনি হস্তে করি বল্লম ধারণ
ক্রীড়াযুদ্ধে সমুদ্দীপ্ত তারকা মতন
আপাদমস্তক হয়ে সজ্জিত সুন্দর,
রাজন্যের ক্রীড়াযুদ্ধক্ষেত্রের ভিতর,
আসিতেন, সম্ভ্রান্ত যতেক নর নারী
তাঁদের সম্মুখে অশ্বে আরোহণ করি,
করিতেন বিপক্ষের দল আক্রমণ,
সেই পৃথ্বীরাজ তিনি নহেন এখন।
বীরভদ্র উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়া
বলিলেন,
"যাও প্রভো আমারে ফেলিয়া!
হায় প্রভো আমি কোথা যাইব এখন,
লুকা'ব কোথায় মোর এ পাপ আনন?

পূর্ব্বের সে দিন এবে হইয়াছে গত
যখন প্রত্যহ প্রাতে উপস্থিত হ'ত
যে কোন কাজ, যাহা করি সম্পাদন
হইত বিখ্যাত আমাদের সৈন্যগণ।

কিন্তু এবে আমাদের সেই সৈন্য দল,
ধরাতে গৌরবস্থল (যাহা) ছিল এককাল
ভেঙ্গে চুরে ছিন্ন হয়ে গিয়াছে সকল,
সঙ্গিহীন একা আছি আমিই কেবল।

নূতন মানব এবে অন্যরূপ মন,
বদন অপরিচিত, তাহাদের সনে
বেড়াতে হইবে মোরে সারাটি জীবন,
অন্ধকার বোধ তাই হইতেছে মনে।"

ধীরে ধীরে পৃথ্বীরাজ এ কথা শুনিয়া
প্রত্যুত্তর করিলেন তরণী হইতে,—
"পুরাণ নিয়ম সব গেছে উলটিয়া
নূতন হয়েছে এবে তাহার স্থানেতে।

ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর সব অভিপ্রায়
সম্পন্ন করেন নানারূপ উপায়েতে,
একই নিয়ম যদি সম ভাবে রয়
নানা গোলযোগ হ'তে পারে তাহা হ'তে।

কর হে সান্ত্বনা তুমি আপনার মন,
আমার সান্ত্বনা আর কিবা আছে বল?
বাঁচিয়াছি যত দিন ছিল এ জীবন,
করিয়াছি এ যাবৎ কাজ যে সকল—

ঈশ্বরের কাছে দোষশূন্য হতে পারে,
কিন্তু তুমি যদি মোর মুখ পুনরায়
দেখিতে না পাও কভু, মোর আত্মা তরে
করিও প্রার্থনা, এই বলি হে তোমায়।

ধরাতে স্বপনে যাহা অসম্ভব হয়,
সম্পন্ন হয় হে তাহা জানালে ঈশ্বরে;
প্রস্রবণ যথা বহে সকল সময়
প্রার্থনা করিও তথা সদা মোর তরে।

নিজের কারণ আর বন্ধুর কারণ
ঈশ্বরকে জানিয়াও মনুষ্য সকল,
প্রার্থনা যদ্যপি কভু না করে কখন,
তাহা হলে শ্রেষ্ঠ নর কিসে হয় বল?

বুদ্ধি ও বিবেক হীন জন্তুদের চেয়ে?
যে হেতু প্রার্থনা-রূপ স্বর্ণহার দ্বারা
ঈশ্বরের পদ সনে বেষ্টিত হইয়ে
রহিয়াছে চারি দিক সসাগরা ধরা।

বিদায় আমারে তবে দাও হে এক্ষণে;
ওই যে দেখিছ তুমি নারী তিন জন,
যাইতেছি বহু দূরে উহাদের সনে।
যথার্থই যদি আমি করি হে গমন—

(যে হেতু সন্দেহপূর্ণ রহিয়াছে মন
মনোহর দেশে সেই উপত্যকাময়;
যেখানেতে শিলাবৃষ্টি হয় না কখন,
অথবা তুষার কভু পতিত না হয়;

জোরেতে বাতাস কভু বহেনাক তথা,
রয়েছে উর্ব্বরাভূমি, সুন্দরদর্শন
ফলের উদ্যান, আর কত তরু লতা,
বৃক্ষ গুল্ম পাতা যুক্ত গুহা অগণন,

বেষ্টন করিয়া আছে চারি দিকে তার
নিথর বারিধি; সেই সুন্দর দ্বীপেতে
যদি যাই, তাহা হ'লে এই যে আমার
সাংঘাতিক ক্ষত, ভাল হইবে তাহাতে।"

তার পর দাঁড় টেনে তরণী চলিল,
কিনারা হইতে, যেন বুক ফুলাইয়া
গর্ব্বিত বিস্তৃত-বক্ষ রাজহংসী জলে
সন্তরণ দেয় শ্বেত পক্ষ বিস্তারিয়া।

বহুক্ষণ বীরভদ্র রহিল দাঁড়ায়ে;
অতীতের কথা কত ভাবিতে ভাবিতে,
রহিল একাগ্রদৃষ্টে তরী পানে চেয়ে,
ধীরে ধীরে তরী যবে লাগিল যাইতে।

চলিল তরণী, কাল রেখার মতন
দৃষ্ট হ'ল পূর্ব্ব দিকে আকাশের গায়,
হ্রদ হ'তে তরী আর না হ'ল দর্শন,
অনন্তের সনে যেন মিশে গেল হায়!

বিদায়।

(নদীর প্রতি।)

সাগরে মিশাতে কায়, তুমি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী
যাইতেছ, যাও চলি, করি কুলু কুলু ধ্বনি,
যাও তুমি ধীরে ধীরে,
তোমার সুন্দর তীরে
আসিব না ভ্রমিবারে কভু আমি পুনরায়,
কল্লোলিনী চিরতরে বিদায়———বিদায়!

বহে যাও ধীরে ধীরে ক্ষেতের পারশ দিয়া,
ক্ষুদ্র হয়ে বহে যাও, শেষে যাও বিস্তারিয়া,
বহে গিয়ে নিজ মনে
মিশাও সিন্ধুর সনে;
আমি আর ভ্রমিব না তোমার পুলিন'পরে
বিদায় হে নির্ঝরিণী! আজি চিরতরে!

তেয়াগিবে দীর্ঘশ্বাস তব তীরে তরুগণ
কাঁপিবে বৃক্ষের পত্র তব কূলে অনুক্ষণ,
গুণ গুণ অলিকুলে
করিবে তোমার কূলে,
পাখীগণ করিবে ও কূলে কূলে বিচরণ;
চিরতরে দাও মোরে বিদায় এখন।

পড়িবে তোমার বক্ষে সহস্র রবির কর,
ভাঙ্গিবে গড়িবে জলে লক্ষ লক্ষ শশধর;
সব(ই) সমভাবে রবে,
সমান বাতাস ববে,
আমি স্বধু ভ্রমিব না তোমার ও তীর'পরে,
তটিনী! বিদায় মাগি আজি চিরতরে!

সম্পূর্ণ।

কলিকাতা ;

৫০, হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, সাহিত্য-যন্ত্রে,

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত